

শ্রী ভৈরব নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মায়ের কোল শিশু



শ্রী ভৈরব নাথ গঙ্গোপাধ্যায়
মুম্বাই



জীবনের কোল শূন্য

[সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক পালা]

শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনী ও

দেবদূত গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্য পড়ুন

নাচমহল, একটি পয়সা, পদধ্বনি, অরুণ বরুণ কিরণমালা, পয়শ পাথর, জানোয়ার, পাগলা গাছ, যা মাটি মালু, অচল পক্ষী, দেবী মূলতানা, গাছাও জননী,

সাত টাকার নতুন, যা বশোদা কীদে, ত্রিকানা পক্ষিমবল, সেলাই করা সংসার, জীবন এক ফাংশন, সত্যযুগ আনছে, শান্তি

তুমি কোথায়, মাইনে করা যা, নবক দেবে এলাঘ, দুর্গা

বৌদি অকল প্রধান প্রভৃতি জনপ্রিয় পান্না রচয়িতা

শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (মূলগ্রাম)

রচিত/পরিচালিত

কলিকাতার সুবিখ্যাত

ভৈরবনাথগঙ্গো

পরিবেশিত

[১৩৯৭ সাল]

শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

ভৈরবনাথগঙ্গো

ফোন—(২৫৩৩)

৫৭৭-৮৬২২

১১/১, কার্তিক চন্দ্র নিয়োগী সেন, কলিকাতা-৭০০০৩৫ হইতে প্রকাশিত

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

মূল্য : চল্লিশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

যাচা জগতের বলিষ্ঠ অভিনেতা তরুণ কুমার ও
প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী সুরদেবী রায়ের হাতে

তুলে দিলাম—‘মায়ের কোল শূন্য’

দেবদত্ত গঙ্গোপাধ্যায় (মূলগ্রাম)



শ্রীমতি রত্না গঙ্গোপাধ্যায় (মূলগ্রাম)
(মূলগ্রাম) (মূলগ্রাম) (মূলগ্রাম)

জন্ম : ৯ই আগস্ট ১৯০১ সাল (ইং ২৫/১১/১৯০৪) রাঁধার
মৃত্যু : ১২ই পৌষ ১৯০৫ সাল (ইং ২৮/১২/১৯১৪) সোমবার

প্রকাশিকা—শ্রীমতি রত্না গঙ্গোপাধ্যায়।

মুদ্রক—মদন চন্দ্র পণ্ডিত, সারদায়াতা প্রেস, ১২৬, সিংহলা স্ট্রীট, কলিকাতা—৬।

শ্রীমতি রত্না গঙ্গোপাধ্যায় (মূলগ্রাম)
(মূলগ্রাম) (মূলগ্রাম) (মূলগ্রাম)

শ্রীমতি রত্না গঙ্গোপাধ্যায় (মূলগ্রাম) (মূলগ্রাম)

মায়ামোহী ভাই/বন্ধুগণ।

আমার নাটকের বই কেঁসবাবু নাম প্রথমই দৈবে নেননি আমার

ছবি ও স্বাক্ষর। বর্ধমান জেলার মূলগ্রামে আমার জন্ম, তাই

আমার ছবি ও স্বাক্ষরের সঙ্গে মূলগ্রাম লেখা আছে। এ ব্যাপারে

লেখার কারণ সরল বালি; বেশ কিছুদিন লক্ষ্য করছি—কয়েকজন

অসামান্য প্রকাশক আমার নাম (বেমন ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়,

ভৈরবাবু) যথেষ্ট ভাবে ব্যবহার করে এবং পেঙ্গামদারী নাট্যসংস্থায়

আমার নামে বিজ্ঞাপিত নাটকের নাম যথেষ্ট ভাবে ব্যবহার করে

নকল বই প্রকাশ করে আমার সঙ্গে প্রভারণা করেছে। ঐ সব

অসামান্য প্রকাশক ‘সামু’ সঙ্গে নিজেরদের নাম ঠিকানা গোপন রেখে

চৌধুরীপুত্র পথ বেছে নিয়েছে, আসল ব্যক্তিকে নকল প্রমাণ করার

চেষ্টা করেছে। ঐ সব অসামান্য (শীল) গুণসম্পন্ন প্রকাশকদের

জুয়াচুরি বন্ধ করতে আপনাদের সাহায্য চাই—তাই এ যজ্ঞবো

অবতারণা। আমার নাটক বর্তমানে ‘অমর্তবিন্দু প্রকাশনী’

থেকে প্রকাশিত। কাজেই, আমার নামে অন্য যেকোন প্রকাশনীর

নতুন বই নকল। আপনাদের সাহায্য পেলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

প্রীতি ও শ্রদ্ধা সহ ইতি

১লা বৈশাখ ১৪০১ সাল।

শ্রীমতি রত্না গঙ্গোপাধ্যায় (মূলগ্রাম)

১৫ই মে ১৯৪৬ খ্রিঃ
৩৪ই মে ১৯৪৬ খ্রিঃ
ভূমিকা

পিনাকি চৌধুরী আর লক্ষীকান্ত দুই বন্ধু। লক্ষীকান্ত ব্যবসা করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আর পিনাকি ছিল বেকার। সামান্য কাজের জন্য পিনাকি রাতার রাতার ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সন্ধ্যায় লক্ষীকান্ত বন্ধু পিনাকিকে রাতা থেকে ধরে নিয়ে এসে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিল। অল্প তাই নয়, পিনাকিকে দাসার খুঁচী করবার জন্য লক্ষীকান্ত আর তার স্ত্রী মায়াবতী পিনাকির বিয়ে দিল, পিনাকিকে নিজের ব্যবসার শাটিনার করে নিল। পিনাকি কীবনে প্রতিষ্ঠা পেল। লক্ষীকান্তর এক ছেলে এক মেয়ে, পিনাকিরও এক ছেলে এক মেয়ে। দুই বন্ধুতে বেশ সুখেই ছিল কিন্তু পিনাকির বো অরুণা ছিল খুবই গোষ্ঠী, লক্ষীকান্ত আর মায়াবতীর মত সে সব করতে পারতো না, সে পিনাকির কাছে ওদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলে পিনাকিকে উত্তেজিত করে তুলতো। পিনাকি তার জটীত জীবনের কথা, বন্ধুর উপকারের কথা তুলে নিয়ে বন্ধুর সর্বনাশের কথা জাবতে জ্বল করতো। পিনাকির চোখে সোড়ের অগুন জ্বল উঠতো—সে লক্ষীকান্তর সব কিছু ধবল করার মত দেখতো। ওর হাণ্ডো বজ্রধ্বজ—অনেক অবটন ঘটে গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিনাকি কি লক্ষীকান্তর সব কিছু ধবল করতে পেরেছিল? অরুণা কি পেরেছিল মায়াবতীর সন্তানকে মেরে মারের কোল মূক্ত করে দিতে? শেষ পর্যন্ত কে জিতলো—সত্যাপ্রিয়ী লক্ষীকান্ত না মিথ্যাচারী শঠ প্রবলক পিনাকি? সব প্রশ্নের আছে এ পাকায়।

ভৈরব অপেরা নিবেদিত এ পালাটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। আখার বারী, ভীষ্মবরনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আজ আর আখারের মধ্যে নেই। বাবার আশীর্বাদ মাঝার নিয়ে বাবার অপ্রকলিত পালাগুলি এ্যামেচার স্তরের জন্য অভিনয় উপযোগী করার কর্তন দায়িত্ব মাঝার তুলে নিয়েছি। নামাংক একাজে সাহায্য ও উৎসাহিত করেছেন আখার স্ত্রী, প্রকাশিকা স্ত্রীমতি রত্না গঙ্গোপাধ্যায় এবং প্রতিভাশ্রী অভিনয়ী প্রভেদা ঘোষা দে। আশাকরি পালাটি আশনারের তাল দাসবে। যদি কিছু ভুল ভ্রম কটি হয়ে থাকে দয়া করে আমাকে জানাবেন। প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ ইতি।

১৫ই আষাঢ় ১৪০২ সাল
ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়

Nimrod
KESAVAN
কেশব গঙ্গোপাধ্যায়
সম্মতি
চলিত পত্রিকা

শিল্পপতি
ঐ বন্ধু
ঐ মৃত
ক্যাসেট কোম্পানির মালিক
লক্ষীকান্তর বিবর্ত কর্মচারী
পিনাকির বিবর্ত কর্মচারী
দাস পাড়ার যুবক
হস্তবন্দী গোয়েন্দা
ঐ সহকারী
ম্যাপিন ডিলার
ঐ ভাতা
ঐ প্রতিবেশী

গিনাকির স্ত্রী
ঐ পিনাকির কস্তা
বানেশ্বরের নাতনী
লক্ষীকান্তর কস্তা
অরুণা
লক্ষী
হু'লানি
অরুণা

[* যিনি মায়াবতীর চরিত্রে অভিনয় করবেন মায়াবতীর মৃত্যুর পর তিনিই প্রকাশিত হবেন।
ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়
কম্পার মঙ্গল

প্ৰতিষ্ঠিত পালকক ভৈৰব গঙ্গোপাধ্যায় যে পাত্ৰা কখনও লেখেননি, (অন্য পালককোৱেৰ লেখা) অথচ দেগুনি ভৈৰবৰ বা ভৈৰব গঙ্গোপাধ্যায় ৱচিত বনে ছেপে বাজাৰে বিক্ৰি হুছে। এই নকল বইগুলিতে ভৈৰব গঙ্গোপাধ্যায়ৰ ছবি ও সেই কিছুই থাকে না। একজন অসম্ভৱ প্ৰকাশক তাই নিখ্যা প্ৰচাৰ কৰেহে—ভৈৰব গঙ্গোপাধ্যায়ৰ আসল বইতে ইতিপূৰ্বে ছবি ও সেই ছিল না, এখনও থাকে না। আসল বইগুলিৰ ভিতৰ খ্ৰীষ্টভৈৰব নাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'মূলগ্ৰাম' এই সেইটি ছাপা কৰাজেৰে টিকাব দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিছেন। ছবিৰ পাশে ৰবাৰ শটাপ মেৰে লিখে দিছেন—ছবি ও সেই দেখে ঠগ জোচ্চৰ ও প্ৰচাৰককে চিনে নিন। ভৈৰব গঙ্গোপাধ্যায়ৰ আসল বইগুলিতে ছবি ও সেই, কিছু; বইয়ে শব্দ, সেই (খ্ৰীষ্টভৈৰব নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মূলগ্ৰাম) আছে। কয়েকটি বইয়ে ছবি ও সেই সেই। আপনাবা বাতে আসল বই কিনতে পাৱেন ভাৱজন্য একাটি তালিকা প্ৰকাশ কৰলাম। বই কেনাৰ সময় দয়া কৰে এই তালিকাৰ সঙ্গ মিলিহে নোৱেন। ৭।৯।২০০৯ তাৰিখ পৰ্যন্ত যে সমস্ত প্ৰকাশনী থেক বইগুলি প্ৰকাশিত হুয়েছে তাৰ নাম দিলাম। অপ্ৰকাশিত পালগুণি কেবলমাত্ৰ 'অমৃতবিন্দু' প্ৰকাশনী থেক ছবি ও সেইসহ প্ৰকাশিত হৰে। ভৈৰব গঙ্গোপাধ্যায় লেখেননি অথচ ভৈৰবৰ বা ৱচিত বলে চলে— ৱক্ত দিয়ে গড়া, ৱক্তখানীৰ ঘাট, ৱক্তেৰ জৰাব। ভৈৰব গঙ্গোপাধ্যায় ৱচিত বলে চলে—সিঁদুৰ ভিক্কা দাও, সিঁথিতে সিঁদুৰ দিলাম, ভালবাসাৰ সিঁদুৰ অন্যাৰ অবিচাৰ, অভাগীৰ সংসাৰ, গৰীব হুৱে কি পেলাম, ভুগ সবই ভুল, অচল পয়সা চলছে, অগি সাক্ষী শ্ৰী, অশহাৰ পশ্চিমবঙ্গ, ভাঙলো শীখা মাজুলো সিঁদুৰ। আসল বই থাকতেও নকল প্ৰকাশিত হুয়েছে—যান কাটছে নতুন বো, সাদা সিঁথিৰ বন্ধ, স্বামী শ্ৰীৰ শেষ দেখা, সেলাই কৰা সৰুৰে প্ৰভৃতি।

ভৈৰব গঙ্গোপাধ্যায়ৰ পালৰ নামকৰণগুলি ব্যৱহাৰ কৰে অন্য পালককোৱে লেখা পাত্ৰা এই পালককোৱেৰ নাম দিয়ে চলেহে যেমন—বো হুৱেহে ৱক্তেৰ বিবি, শব্দৰেৰে তিতে স্বৰ্গ, গাখানী জননী, পুত্ৰহাৰাৰ কানো, নৱক দেখে এলাম, কলাইখানায় মা, বধূৰ চিতা জুলাই প্ৰভৃতি। নকল বইগুলিতে প্ৰকাশকেৰ নাম দেওয়া আছে। এই প্ৰকাশক ও প্ৰকাশনীকে আমাৰ বাবা কোনদিন কোন বই ছাপতে দেননি। বইগুলি কেনবাৰ আগে ভেৰে দেখেবন।

প্ৰীতি ও শ্ৰদ্ধেছাসহ ইতি—

বিনীত—

'অমৃতবিন্দু' ১৯১২ কে পি নিয়োণী আপনাদেৰ সাহায্যপ্ৰাৰ্থী
লেন। কলিকাতা-৩৬, ফোন : ৫৭৭-৮৬৯৯ দেবদুত গঙ্গোপাধ্যায়



ভৈৰবদীৰ্থ গঙ্গোপাধ্যায়ৰ বই কেনাৰ সময় এই তালিকাৰ সঙ্গ মিলিহে দেখে নেবেন (৭ ০৯ ২০০১ পৰ্যন্ত)

ছবি ও সেই আছে—ইউনাইটেড পাবলিশাৰ্স প্ৰকাশিত—পদযনি, ৱক্ত ৱোওয়া থান, কানোখাম ৱক্ত, পাঁচ পয়সাৰ পৃথিবী, জনোৱাৰ মাটিৰ কেলা, কোম আসমান তারা, অৰুণ বৰুণ কিৰণমালা, বাদী জালবাট পুৰণ পাখৰ, মা মাটি মানুৰ, যুস নেই, মজনা কগজ, এক পয়সাৰ মা, ভগবানবান, লক্ষ্মীৰ পৰিচয়, দেবী নালিনী, কোৱাৰী বাৰাণ, স্বৰ্গ হতে বিদায়, শাপমাৰ্জি।

অমৃতবিন্দু প্ৰকাশনী প্ৰকাশিত—দুটুকুৰা মা, বাদী মাসাখিৰ, শ্ৰমশান হালো বাসৰ, ঘৰেৰ লক্ষী কান্দেহ, স্বৰ্গেৰ পৰেৰ কেঁচন, বোমা তোমাৰ পাৰে নমসকাৰ, ধানায় যাচ্ছে ছোট বো, বড় লোকের বিটিলো, মাতৃখণ শেষ, বো হুৱেহে ৱক্তেৰ বিবি, পুত্ৰবধূৰ সিঁদুৰ চুৰি, পাঁচক ভাঙা বো, সেলাই কৰা সংসাৰ, জীবন এক জংগল, যান কাটছে নতুন বো, স্বামী আগে না সিঁদুৰ আগে অচেনা মায়েৰ সন্তান, কলিঘুংগেৰ বো, মৰাশী শ্ৰীৰ শেষ দেখা, গজা ভূমি ময়লা কেন, সত্যবন্ধু আসছে জয়াৰ সংসাৰ, শান্তি তুমি কোথায়, জেল খাটাই গঙ্গোদা, মাইনে কৰা মা, নৱক দেখে এলাম, ঠিকনা পাঁচবঙ্গ, দুৰ্গা বোদি এগল প্ৰধান, দেবীশঙ্কৰ কানো। ভৈৰব পুত্ৰকালৰ প্ৰকাশিত—ময়না-মতিৰ মাঠ। শুধু ছবি আছে—দুপলেখা প্ৰকাশিত—দেবী মূলজানা, ক্ষুধিত হাৱেগ, চিড়িতনেৰ বিবি, কুৰেৰেৰ পাশা, ভাগশেষ শুন্য। সাহিত্য-মালা প্ৰকাশিত—মা হামোদা কানো। শুধু সেই আছে—অক্ষয় লাইৱেৰী প্ৰকাশিত—ধন্য মেয়ে। দুপলেখা প্ৰকাশিত—বেলোয়াৰী ৱাড়।

ছবি ও সেই সেই—অনুপ কুমাৰ আঢ় বা সমৰ কুমাৰ দে প্ৰকাশিত—চুৱাচন্দন। সমৰ কুমাৰ দে প্ৰকাশিত—নাচসহল, যাযাবৰী। নিমাই গড়াই প্ৰকাশিত—ৱক্তবৰী। নিৰ্বল সাহিত্য মণিৰ প্ৰকাশিত—খুনী। সাহিত্য-মালা প্ৰকাশিত—অশু দিয়ে লেখা পিগলগাৱদ, চিড়িয়াখানা, বৰ পাকিৰ, মেহেবুদিনসা, তাজমহল, অচল পয়সা, বাদশা আলমগীৰ, মীনা ৱাজাৰ, ভিখাৰী ইশ্বৰ, শত টাকার সন্তান। ভৈৰব পুত্ৰকালৰ প্ৰকাশিত—দিল্লী অনেক দূৰ, বিবি আনন্দময়ী, সংসাৰ কাৱাগাৰ। অক্ষয় লাইৱেৰী প্ৰকাশিত—অগি সৰুৱা, মায়ী লাইৱেৰী প্ৰকাশিত—ময়নাট অধিকাৰ। মণ্ডল এ্যান্ড সন্ত প্ৰকাশিত—পুৰপাল। দুপলেখা প্ৰকাশিত—গণদেবতা, খ্ৰীচিয়ণেদু মা, ষ্ট্ৰীটি বেগম, মায়েৰ অচল। কলিকাতা টাউন লাইৱেৰী প্ৰকাশিত—একাটি গগমা, গদমদাৰী কানোখাম ৱক্ত ৱক্তে ৱোওয়া থান, অৰুণ বৰুণ কিৰণমালা, পাঁচ পয়সাৰ পৃথিবী, মাটিৰ কেলা, কোম আসমান তারা, জনোৱাৰ কাঁৰি দিমা।

শ্রী ত্রৈলোক্যনাথ গঙ্গা গাথ্যার মূল
ও সেই গৌর ভোগ্য বই হিন্দুর
অপভ্রংশ

লক্ষীকান্ত—সং জাল মাছ। দামী প্যাট শাট পরে বিস্তর ঘেঁষান।
শিনাকি—বঙ্গ লোভী। প্রথমে সাধারণ প্যাট শাট পরে দামী পোষাক ক্রেক
কাট দাড়ি।

দীপক—বকাটে, চরিত্রহীন। দামী প্যাট শাট, জিনস, গেল্লি' সানগ্লাস।
দীপালি—মোভী, বচন সর্বত্র। দামী প্যাট পাট সাফারী, চোস্ত পাঞ্জাবী।
হুদীর—লোভী, মাতাল। পাঞ্জামা পাঞ্জাবী, মুতি পাঞ্জাবী।
আবীর—সুহর্ষন প্রতিবাদী সংগ্রহিত। চোস্ত পাঞ্জাবী।
অংশমান—সং সত্যবাদী। চোস্ত পাঞ্জাবী, প্যাট শাট।
মুখিগির—সং, ভালমানুষ। ঝাটো মুতি বাংলা শাট, গরে তুল দব শাকা।
বানেশ্বর—ভীত অথচ মোভী। মুতি, বড়ী বাংলা শাট, তুল কাঁচা পাকা।
নিভাই—বোকা, প্রেমিক। মুতি বাংলা শাট।
কামাকা—পোষেমা, তাই দৃষ্ট অহুয়ারী দাজবে।
বাকল—গোবিন্দা, তাই দৃষ্ট অহুয়ারী দাজবে।
প্রফ্লাহ—সুহর্ষন, গৌরায় গোবিন্দ। মুতি বাংলা শাট, কাঁধে গামছা।
অকুণা—অহংকারী, গল্পবিত্তর। দামী শাড়ী সহনা, গরে তুল কাঁচা পাকা।
সঞ্চারী—হুন্দরী, শান্তবাদী। সাধারণ শাড়ী ও চুড়িদার।
হু'শানি—প্রফ্লাহের কত গামল। ভুবেল বা ছাপা শাড়ী।

অস্তুরা—হুন্দরী, লজ্জিত। মাঝে বোবা হয়ে যাবে। সাধারণ শাড়ী,
চুড়িদার। অস্তুরা যাত্রাবতীর মেয়ে, হুজনে একই রকম মেখেতে, তাই যাত্রাবতী
ও অস্তুরা একজনকেই সাজতে হবে। দস্তব হলে বিতীয় মুখে চুড়িদারের ওপর
শাড়ী পরে প্রবেশ করবে।

শ্রী ত্রৈলোক্যনাথ গঙ্গা গাথ্যার মূল
ও সেই গৌর ভোগ্য বই হিন্দুর
অপভ্রংশ

শ্রী ত্রৈলোক্যনাথ গঙ্গা গাথ্যার মূল
ও সেই গৌর ভোগ্য বই হিন্দুর
অপভ্রংশ

শ্রী ত্রৈলোক্যনাথ গঙ্গা গাথ্যার মূল
ও সেই গৌর ভোগ্য বই হিন্দুর
অপভ্রংশ

[সার চৌধুরী ব্যক্তিগত আজ জন্মদিনের উৎসব, তাই দামী শাড়ী
সহনা পরে আগে যাত্রাবতী ও শিহনে দামী শাড়ী সহনা
পরে অকুণা আসে। যাত্রাবতী অকুণাকে বলে।]

যাত্রাবতী। না—না—না অকুণা, আজ আমার স্বামীকে বাড়ী থেকে
কোথাও যেতে দেবো না। আজ আমার ছেলে মেঘমল্লারের জন্মদিন, একই গয়েই
আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সবাই এসে পড়বে। আমার তিন বছরের মেয়ে
অস্তুরা, তাইয়ের জন্মদিন বলে সেও ফের করে সাজবে। আমিও ফুল দিয়ে ফর
সাজাচ্ছিলাম হঠাৎ তোমার বর পিনাকি ঠাকুরপো এসে বলল—নারা বৌদি, আজ
হুজতে আপনায় স্বামীকে কারখানার ব্যবসা যেটাতে আসানসোল যেতে
হবে। আমি বললাম—তোমার বন্ধু আজ আপনাদেয়ান যাওয়া হয়ে না—
যদি যেতে হয় তুমি যাও—

অকুণা। কেন যাবে। আমার স্বামীই বা আজ আসানসোল কেন যাবে।
তুই কি জিনিস না যারা—আজ আমার মেয়ে সঞ্চারীর জন্মদিন।
যাত্রাবতী। এই তো এক মাস আগে তুই তোমার ছেলে দীপকের জন্মদিন
পালন করলি অকুণা। পিনাকি ঠাকুরপো নিজের দাড়ি দিয়ে থেকে ধূম ধাম করে
পাঁচ বছরের দীপকের জন্মদিনে কত টেই কেঁদল। কিন্তু আমার বানী—
অকুণা। তোমার স্বামী—

শ্রী ত্রৈলোক্যনাথ গঙ্গা গাথ্যার মূল
ও সেই গৌর ভোগ্য বই হিন্দুর
অপভ্রংশ

মায়াবতী। আমার ঘরে বস্তুর জুড়িদিনে উপস্থিত থাকতে পারিনি সেবারও আসানগোলের কারখানার চঠাৎ ঝামেলা হয়েছিল—সেই ঝামেলা মেটাবার জন্য ঘরের জুড়িদিনের উৎসব ছেড়ে তাকে আসানগোল চলে যেতে হয়েছিল। বলি তোর স্বামীও তো কারখানার অঙ্গীদার, তাহলে সে বে কারখানার ঝামেলা মেটাতে যাবে না?

অরুণ। কারখানার চার আনা পেয়ারের মালিক আমার স্বামী—আবারো আনা পেয়ারের মালিক তোর স্বামী। কাজেই বড় শরীক হিসাব কারখানার বা ব্যবসার ঝামেলা তোর স্বামীরই মেটানো উচিত।

মায়াবতী। কি বললি অরুণা—নাশাস্ত ব্যাপার নিয়ে তুই আমার দই হিন্দাবের কথা বললি। কই, আমি তো হিন্দাব খতো তোর সঙ্গে ব্যাব করিনি। আমার স্বামী নিজের বাড়ীর অর্ধেক তোর স্বামীর নায়ে গিথে দিয়েছে—কই সে তো কোন হিন্দাব করেনি।

অরুণ। শুধু দিয়েছি—দিয়েছি তার দিয়েছি—ভিক্ষে দিয়েছি। তে স্বামীর যেমন টাকা ছিল, আমার স্বামীর ঝামীর তেমনি বুঝি ছিল—আমার স্বামী বুঝিতেই ব্যবসার এত ব্যাক বাড়ন্ত —সে কথা তুই ভুলে গেলি কি করে।

মায়াবতী। ভুলিনি—আমি লতীতের কথা কিছুই ভুলিনি। তবে তু যেমন বলতে পারিনি—সে রকম আমি বলতে পারি না। সেটাই আমার ভুল—তবে আমি আদ ভুল করবো না, তোর সঙ্গে হিন্দাব মতই কথা বলব।

অরুণ। কি বলবি—আমাকে তুই কি বলবি মায়া?

মায়াবতী। পূর্বণে দিনের কথা তোকে মনে পড়িয়ে দিয়ে অনেক কথা বলতে পারতাম কিন্তু সেটা বলার মত মানসিকতা আমার নেই। তবে একটি কথা আমি জানিয়ে দিচ্ছি—আমার স্বামীকে আজ কোন মূল্যে আশানগোল কেতে দেবো না—এটা আমার প্রতিজ্ঞা।

[চলে যায়]

অরুণ। তোর প্রতিজ্ঞা আমি পূর্ণ হতে দেবো না রে মায়াবতী। গামচোখী এ্যাও কোম্পানীর বারো আনার আশীদার লক্ষীকান্ত রাসের বো বলে তোর এত দর্প এত অহংকার! তোর দর্প অহংকার আমি আজ ভেঙে চূরমাং করে দেবো। তুই বে কথাগুলো আমার বলে গেলি, আমি সেই কথাগুলোই দলগুণ বাড়িয়ে যদি আমার স্বামীকে না বলেছি তো আমার নাম অরুণা নয়!

[প্রস্থানোত্তর]

[সিগারেট খেতে খেতে নিনাকি এসে বলে]

নিনাকি। কি হলো অরুণা—এত তর্জন গর্জন করছে কেন?
অরুণা। তুমি যদি আমাকে বাচাতে চাও—তাহলে আজই একটা বিহিত করবে।

নিনাকি। কি ব্যাপার?

অরুণা। তোমার বন্ধুর আশানগোল বাস্তবায়ন কথা বলেছিলাম বলে তোমার বন্ধুর বোঁ মায়া আমাকে বাঁ মন তাই বলে অপমান করে গেল।

নিনাকি। কি বললে—মায়া বোঁদি তোমাকে কি বলেছে?

অরুণা। আমার পায়ের গয়না গুলো তুমি নাকি ব্যবসার টাকা চুরি করে কিনে দিয়েছে।

নিনাকি। তাই নাকি?

অরুণা। তুমি বে নতুন লকিটা কিনেছো—তাও নাকি ব্যবসার টাকা চুরি করে—

তুমি করে—

নিনাকি। অরুণা।

অরুণা। অরুণাকে তোমার বন্ধুর বোঁ করল। করতে চায়। তবে খেয়ে পড়ে আমার বেঁচে আছি—নাহলে কোন সাহসে বলে তুমি নাকি—

মাগ্নের কোল শূন্য

পিনাকি। আমি নাকি—

অরুণ। ভিখারীর মত রাস্তার ধারের ঘুরে বেড়াচ্ছিলে আর তোমার বন্ধু—

কবির সাতকর্ণ বকীকান্ত দ্বার তোমাকে হাতা থেকে ডেকে নিয়ে এসে
বিশ্বনাথের পার্টনার করে নিয়েছিল—

পিনাকি। মারাবতীর বড় অহংকার হয়েছে। বন্ধুর ঘোঁ বলে আমি অনেক
কিছুই হজম করে পেছি—কিন্তু আর না—একটা হেতুনেস্ত করতেই হবে।

অরুণ। তুমি কিছুই করতে পারবে না, যুগেই তোমার ছুইনি। গৌরোক
কাছে যত তর্জন গর্জন—বন্ধু আর বন্ধুর গোয়ের সামনে গোলেই কল। জটিল
যায়—অসম পুরুষ কোথাকার।

পিনাকি। আঃ অরুণ। উল্টো কথা বলবে না—আমি কি করতে পারি—
আর আর কি করছি—দুখতে পারবে খুব শিগ্ৰি।

অরুণ। তারমানে ?

পিনাকি। লক্ষীকান্ত হাঁয়ের আঁবনের ভিত্তি আমি একটু একটু করে নড়িয়ে
দিয়েছি অরুণ। সন্তান পরবে পরবিনী মারাবতী জানে না যে তার ধানী তাসের
ঘরে বান বসছে এক আজ রাতেই সেই তাসের বরটাও আমি ডেকে চুরমাড়
বরে মেবো।

অরুণ। কি বলছো ?

পিনাকি। কাছে এসো, কানে কানে বলবো—

[দুজনে কানে কানে কথা বলে]

অরুণ। তাই নাকি —ও বাবা—এত ঘটনা। কিন্তু যদি কোন ঝামেলা
হয় ?

পিনাকি। কোন ভয় নেই, আমি আট-বাট বেয়েই কাজে নেমেছি। এখন

প্রথম দৃশ্য]

মাগ্নের কোল শূন্য

শু লক্ষীকান্তকে আঁসাননোল পার্টিগার ব্যবস্থা করলেই ব্যাস। কিন্তু তার আগে
তোমাকে মারাবতীর কাছে কমা চাইতে হবে।

অরুণ। কি বললে—

পিনাকি। সত্যি করে নয়, অভিনয়।

অরুণ। অভিনয়—

পিনাকি। হ্যাঁ—ওদের সামনে আমি তোমাকে অপমান করবো—তুমি
কিন্তু মনে করবে না—তু দু চোখের জল ফেলে প্রমাণ করবে—আমি তোমাকে
কতখানি শাপন করি। আর সেটা প্রমাণ হলেই আমার বন্ধু আর বন্ধুর ঘোঁ খুব
খুশী হবে—আর তখনই আসবে দর্বাশা ফোনি—যে কোন পথে লক্ষীকান্ত সব
ছেড়ে আঁসাননোল বেতে বাধ্য হবে। বল—তুমি রাজী ?

অরুণ। আমি—

পিনাকি। মারাবতীর অপমানের প্রতিশোধ নিতে হলে, সাধাজীবন হুগে
প্রাক্তে হলে তোমাকে রাজী হতেই হবে। বল—তুমি কি করবে।

অরুণ। আমি রাজী—

পিনাকি। চল—কাজ শুরু করি—প্রহর শিখর, অস্ত্রশা কাল হরনয়—
হাঃ হাঃ হাঃ—

[দুজনে চললো]

বইয়ের মধ্যে খ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের
জীবনী ও দেবদত্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্ভব্য পড়ুন।

পোপানীর চার আনা শস্যের দিবে আমার ব্যবসার পার্টনার করে নিবেছি—
 ১০০০ যোগাযোগ করে অল্পায় নলে এর বিয়ে দিবেছি—আমার বস্ত্রীয় জটিল
 এর নামে লিখে দিবেছি—কাজেই এত বড় উপকার ভুলে আমার সঙ্গে কোনদিন
 গেইমানী করবে না।

মারাবতী। মাস্তুরের ওপর বিশ্বাস ভাল কিন্তু অল্প বিশ্বাস ভাল নয়।
 লক্ষীকান্ত। মারাবতী।
 মারাবতী। যাক, ওদর কথা বাণ দাও। আমার নামের ছেলে মেঘমজারের
 প্রমরিন, একটু পরেই অভিযিয়া এসে পড়বে—তারের কিতাবে আপ্যায়ন
 করবে ভেবে নাও।

লক্ষীকান্ত। ওই যে, মেঘমজারের ঘুম ভেঙে গেছে।
 মারাবতী। ওমা! তাইতো। আমার লোনা, আমার মানিক।
 লক্ষীকান্ত। কি রে যে, ডাব জাব করে মাস্তুর দিকে চের কি বেখজিন?
 মারাবতী। শুধু দেখছে না—ভাবছে।
 লক্ষীকান্ত। কি ভাবছে বলতো?

[মারাবতী গেরে ওঠে]

গান

কি হারা, কি হারা

মাথা আছে এই মাস্তুর কোলে ॥

লক্ষীকান্ত। হ'ও-হাও-হাও—ওই দেখ, তোমার কথা বুঝতে পেরেছে—তাই ও
 কেমন হাসছে দেখ।

মারাবতী। আমার মনটা নোনা—টাদের কোথা—

[ওরা দুজন বসে বাজাকে আদর করছিল—লক্ষীকান্ত কোলে
 নিয়ে আগে অরনার হাত ধরে গিনাকি এসে তীক্ষ্ণকর্ষ বলে।]

(৭)

দ্বিতীয় দৃশ্য

মারাবতীর ঘর

[আসে বাজা কোলে মারাবতী ও গিছনে লক্ষীকান্ত
 বলতে বলতে আসে]

লক্ষীকান্ত। আমার আসাননোপ যাওয়া নিয়ে পিনাকির বো অল্প তোমাকে
 এত কথা বলেছে। ঠিক আছে, মেঘমজারের লক্ষ্মীকান্ত মিটে যাক তারপর
 দেখছি—পিনাকির বো অল্প এত কথা বলার মাহস পায় কোথা থেকে।

মারাবতী। তোমার বন্ধু পিনাকি চৌধুরীই এর মাহসাত।
 লক্ষীকান্ত। না—না মারাবতী পিনাকী এসব কিছুই জানে না। পিনাকিকে
 আমি খুব ভাল করে চিনি। পিনাকি যদি জানতে পারে অল্প তোমাকে এসব
 কথা বলেছে—তাহলে নিশ্চয়ই সে অল্পকে শাসন করবে।

মারাবতী। তোমার ভাবনাটা ভুল—
 লক্ষীকান্ত। কি বললে মারাবতী—আমার ভাবনা ভুল।
 মারাবতী। তুমি কি পিনাকি চৌধুরীর পরিবর্তন লক্ষ্য করনি?
 লক্ষীকান্ত। কই, তেমন তো কিছুই আমার চোখে পড়েনি—
 মারাবতী। কিন্তু আমার চোখে অনেক কিছুই লক্ষ্য পড়েছে। তুমি যখন
 তোমার বন্ধুকে এতই বিশ্বাস কর তখন আমি আগে থেকে কিছুই আর বলবো
 না, সময় হলে তুমি ঠিক বুঝতে পারবে। কিন্তু বুঝতে পেরেও তোমার তখন
 কিছুই করার থাকবে না।

লক্ষীকান্ত। না—না—তুমি পিনাকি লক্ষ্যে অহেতুক ভুল বুঝে বসে
 আছে। পিনাকিকে আমি হাত্যা থেকে ধরে নিয়ে এসে রাখচৌধুরী এ্যাক

(৮)

পিনাকি । বাও, মানে মানে গিরে মায়াবোদির কাছে কমা চেয়ে নাও—
মায়াবতী । পিনাকি ঠাকুরপো ।

অন্ননা । তুই আমায় কমা কর মায়া, আমি না জেনে না বুঝে তোয় সঙ্গে
বগড়া করছি, আমায় তুল হয়ে গেছে ।

মায়াবতী । আরে এরকম কমা চাওনার কি আছে । ঠিক আছে, ও আমি
কিছু যান করিনি ।

পিনাকি । দেখশে, কত বড় যন মায়াবোদির—কত সহজে তোমাকে কমা
করে দিল । এমন মাহবের সঙ্গে তুমি বগড়া করেছো—ছিঃ ছিঃ—
মায়াবতী । পিনাকি ঠাকুরপো, ছেড়ে দাও ।

দল্লীকান্ত । কি হলো মায়াবতী—আমায় কথা শুনো মিলছে কিনা ?

পিনাকি । কেন রিমবে না দল্লীকান্ত । আমি যে কখনও তুলতে পারিনা
তোমার দ্বায় কথা । তুই যদি আমাকে বান্দা থেকে ভেঁকে নিয়ে এসে ব্যবসার
পার্টনার করে না নিতিগ তাহলে আমি কি এই জায়গায় আজ আসতে
পারতাম—নাকি অল্পা আয়ার বৌ হবে আনতে পারতো ?

অল্পা । আমি—

পিনাকি । চুপ, একটা কথাও তুমি বলবে না । তোমাকে লাঠি ওয়ায়নিং
দিজি—ব্যবসার ব্যাপারে কোনদিন তুমি নাক পলাবে না । ব্যাবসাটা আমারের
তুই বন্ধু, ব্যবসায় ভালো মন্দ আয়া বুঝবে, তুমি কোনদিন কোন কথা বলে
আমাদের যত্নে মধ্য বিভেদের প্রাচীর তুলতে চেষ্টা করবে না ।

অল্পা । [কাঁদা] তোমাকে আমি কতবার বলেছি—আমায় তুল হয়ে
গেছে—আমি আর কোনদিন ব্যবসার ব্যাপারে কোন কথা বলবো না—তবু কেন
দার বার আমাকে অপমান করছে ?

পিনাকি । বেশ করেছি—একশোবার করবো—হাঁকার বার অপমান
করবো—

দল্লীকান্ত । নাঃ পিনাকি—কি হচ্ছেটা কি ?

পিনাকি । তুই জানিনা না দল্লীকান্ত, ঘটনাটা শোনার পর থেকে আমার
মাথায় আগুন জগছে—

মায়াবতী । পিনাকি ঠাকুরপো—সব কিছুই ভান কিছু বাড়াবাড়িটা ভান
বয়—

পিনাকি । মায়াবোদি ।

মায়াবতী । আজ তোমার মেবে সকারী আর আমার ছেলে মেবকাটারের
জন্মদিন—সেই জন্মদিনের আনন্দ তহুঠান তুমি কি বগড়া জগাচ্চি করে নই
করে দিতে চাও ?

পিনাকি । না—না মায়াবোদি—আমি আর কিছু বলছি না । আপনায়
আনন্দ করুন—আনন্দ—হাঃ হাঃ হাঃ—

মায়াবতী । চুপ কর অল্পা, চোখের জল মোছ ।

দল্লীকান্ত । কি রে পিনাকি, আগুনসোল থেকে কোন খবর এসেছিল ?

পিনাকি । ই্যা—একটু আগে একটা কোন এসেছিল—ব্যাপারটা শুনে
আমি ম্যানেজারকে কি করতে হবে বলে দিয়েছি ।

দল্লীকান্ত । তাহলে এখন আর কারখানায় কোন কার্মেনা নেই তো ?

পিনাকি । না—না বন্ধু, কারখানা ঠিক ঠিক চলছে ।

মায়াবতী । তাহলে আগুনসোল থেকে হচ্ছে না তো ?

পিনাকি । না মায়াবোদি, আমাদের আগুনসোল যাওয়ার কোন দরকার
নেই—আজ আমরা ছেলে মেবের জন্মদিনে সবাই মিলে আনন্দ করবো ।

দল্লীকান্ত । থাক বাবা নিশ্চয় হওয়া গেল ।

আমি বেঁচে থাকতে তা শব্দ নাগবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ম্যানেক্স, আমি যাচ্ছি—আজ রাতেই ওদের সঙ্গে মিটিংএ বসতে চাই। ই্যা—ই্যা আমি যাচ্ছি—

সকলে। কি হলো—

লক্ষীকান্ত। এমুনি আশানুগোল বেড়ে হবে নাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

মাধবতী। কি বলছেন?

লিনাকি। জন্মানেনই উৎসব আজ হবে না মায়াবেদী, আগে আমরু কীরখানার আমেলা মিটিংএ আমি তারপর উৎসব।

লক্ষীকান্ত। তোমি যাওয়ার কোন দরকার নেই লিনাকি।

লিনাকি। কি বলছেন লক্ষীকান্ত—কারখানার এত বড় বিলাস আর আমি তোকে একলা বিপদের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে যেয়ে মাতৃয়ের মত চুপ চাপ করে বসে থাকবো।

লক্ষীকান্ত। প্রমিকরা ক্ষেপে আছে। তোবও মাথা গরম। কাজেই এই অবস্থায় তুমি ওখানে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

লিনাকি। তাই বলে তুমি একা যাবি?

লক্ষীকান্ত। কোন চিন্তা নেই বন্ধু—আমি সব ম্যানেক্স করে দেবো।

মাধবতী। কি গো, তুমি সত্যিই এমুনি বেকবে।

লক্ষীকান্ত। ই্যা মায়াবেদী, তোমরা সাবধানে থাকবে। অন্তর কোথায় অন্তর।

মাধবতী। দীপক আর অন্তর বাগানে থাকা বরছে।

লক্ষীকান্ত। লিনাকি, আমার খেয়াল রাখবি।

লিনাকি। তুমি সাবধানে থাকি লক্ষীকান্ত। আজ সারারাত আমি ওঃ শব্দ নাগতে পারবো না।

[হঠাৎ লিনাকির মোবাইল কোন বেজে ওঠে, লিনাকি কোন ধরে বলে]

লিনাকি। জ্বালো—জ্বালো—

লক্ষীকান্ত। কার কোন?

লিনাকি। আশানুগোল থেকে ম্যানেক্সের বাবু কোন করেছে—ই্যা আমি

লিনাকি চৌধুরী বলছি—আবার কি হলো, কি বললেন—কারখানায় নতুন কক্ষে আমেলা শুরু হয়েছে—প্রমিকরা তাদের দাবি না মৌটা পর্বত কাজ করবে না—

লক্ষীকান্ত। আশাকে দে লিনাকি।

লিনাকি। ম্যানেক্সের বাবু লক্ষীকান্তকে ব্যাপাটা বুঝিয়ে বলুন—নে কথা বল—[কোন ধরে]

লক্ষীকান্ত। জ্বালো—আমি লক্ষীকান্ত রায় বলছি—বলুন কি ব্যাপার—

কি বললেন—প্রমিকরা কারখানার আকস ডায়ালুস করেছে—আপনি কি করলেন—

পুনিপ ডাকতে পারেন নি—কারখানার সিকিউরিটি গার্ডগুলো কি কমজিল? এটা—সিকিউরিটি গার্ডের সঙ্গে প্রায়বলের মারামারি লোকে গিবেছিল—খানা থেকে পুনিপ এসে থাকিয়ে দিয়েছে—কি বললেন—প্রমিকরা মালিকের সঙ্গে কথা বলতে

চাই—তাই আমাকে আজই আশানুগোল যেক হবে?

লিনাকি। না—না আজ তোমি আশানুগোল যাক্সরা হবে না। আজ তোমি ছেলে বেধম্মার আর আয়ার মেয়ে মজারীর জন্মদিন—সে সব কেনে যাক্সা যাক্স নাকি। কাল সকালে কিছু একটা করা যাবে।

লক্ষীকান্ত। কি বললেন, প্রমিকরা ক্ষেপে গেছে—আজ রাতেই অনেক শব্দ মিটিংএ না বসলে কারখানায় আন্দোলন ধনিয়ে দেবে—আপনাকে জানে যেহে কেনার জম্বিকি দিয়েছে—রেওয়ার্জি হুমকি—আমি তিল তিল করে সন্তানের মত যে কারখানাটা বড় বড় করে তুলেছি সেটা পুড়িয়ে ছাঁড়বার করে দেবে—না—

কোন হিন্দু নেই, আমি আসছি ঘাঘা ।

মায়ামস্তী । দুর্গা—দুর্গা—

কিন্তু যখন যাকব বাক্যকে নিয়ে চলে যায়]

অঙ্গণ। আহা রে! বাজীতে এত আনন্দ! হৈ চৈ ছেড়ে সঙ্গীতকে ব্যবহৃত
কবিগণের কাব্যের যেটোতে আশানুসঙ্গ চল যেতে হলো—আমার খুব ধারণা
আমার পক্ষে—আর ধারণা। [চোখের জল পড়েছে।]

—**निर्वाण**। आशाय—तांशले आसि याई वसुंके किरिये निम आनि—

काठवाँ । राशि-शुः राशि-शुः-

भिन्नानि । हाः हाः हाः—

করুন। কি হলো রে যারাবতী—প্রতিজ্ঞা তোয় পূর্ণ হলো! মায়াপের

জোনাক এধনি আশ্রয় করে ছড়িয়ে ধরে—
 সিনাকি সজি অঙ্গণ—ভূমি বা

ଆହୁଣୀ । [ଅରେ ଗିରେ] ନା—ଅଧୁନି ଆନନ୍ଦ ସାଠି ହାରିରେ କେବେ। ନା—

अनादि ।
प्राक् ।

আজ্ঞা। জানে নাকি শেষ হোক, পাথর কাটা তুলে কেলে দাঁও। সন্তান
 পায়বে গরবিনী দায়াবউর—দায়ের কোল শূন্য করে দাঁও—ভায়বর। বুকেতে
 [চলে যায়।

। कृत्य ।

শিল্পিক। হাঃ হাঃ হাঃ—নাথ এ্যাণ্ড সোথের কোম্পানীর ব্যারো আনার
 মালিক। তুমি কি জানো—আজ তুমি কোথায় যাচ্ছে? আননমোল?
 না—না—দৃশ্যবীর বাইরে। আমায় মন্নি ড্রাইভারকে বল। আছে—সে ঠিক
 সময়ের হোক যদি। ড্রাইভার কন্ট্রোলর ওপর চাপিয়ে দিয়ে একটু কেঁপেঠানো করে

[৭ম অধ্যায়]

 মায়েদের কোল শূন্য

দেবে। তারপর রাস চৌধুরী কোম্পানী হবে দুই চৌধুরী এ্যাং্ড কোম্পানী।
 এই রাস চৌধুরী হুটখুটী হয়ে যাবে চৌধুরী কটেজ। তার আগে আজ
 ঐ তরাতর জঙ্ঘকায়ে, তোমার শক্তির মায়ের কোল থেকে বাচ্চাটিকে
 কেড়ে নিয়ে তাকে গলা টিপে শেষ করে দিবে এই পিনাকী চৌধুরী জব্বাই
 পরে দেবে মায়ের কোল শূন্য। হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ—

[অদূরে দীক্ষিতের সন্ধান কোলে ঘা'। কখনওকো শব্দহীন, গিনাবি
চলে ধোঁসে মাঝ'। এনে আঁর্ত দায় করে বলে]

মায়াবতী । না--জা তুই গারবি নাহে আনোয়ার--যাবের কোল শূণ্য
 গরতে পারবি না । যাবার ওপর ভগবান আছে তুই আবার ঘামীরক কোন
 ক্ষতি করতে পারবি না । কিন্তু এই মেঘকে আমি কি করে বন্ধা করব ? ঠিক
 এই মূর্ত্তে এখানে যে আবার কেউ নেই ! আছে--একজন আছে, সে আগানের
 মুখিদির, আবার ঘামীর বিষত কালের নোক । সে আজ কাজে আদেশি ।
 সনেহি, তার নাটীর নাকি খুব জল্পন । তবু আমি মেঘকে নিয়ে তার বাজাতোই--
 যাব-তার কাছেই যাব--মুখিদির--

[ନାମାସତୀ ହୁଟିକ୍ରେ ଥାକେ । ଆମୋ ନେତେ]

খ্রীষ্টেরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (মূলগাম)-এর ছবি ও সেই
দেখে বই কিনুন ! ছবি ও সেইয়ের ওপর সিংগল বুক
সি'ডিকেটের কোন কাগজ খাটিকারলাগানো থাকলে বই-
নেবেন না ! বিশদ জানতে বইয়ের ভিতরে খ্রীষ্টেরবনাথ
গঙ্গোপাধ্যায় ও দেবদত্ত গঙ্গোপাধ্যায়-এর বক্তব্য পড়ুন !

না ? না—বেতে আমি ঘেব না । এই ঘেথ কোদাল নিয়ে এসেছি—নিজের হাতে এই কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে মাটির নীচে আমি আমার নাতীকে শুইয়ে দেব, তোরা উপোস করে কিরে ঘাবি । হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[দু' থেকে মায়বতী ডাকে]

মায়বতী । যুধিষ্ঠির—

যুধিষ্ঠির । আমার সেই ডাক । কাক জ্যোৎস্না রাতের ভোরবেলায় এই অশান ঘাটের পথে কি ভাবনা বোয়ালদ্বী আমাকে ডাকছে—

[কালো চার মুড়ি নিয়ে ঘেথকে কোলে নিয়ে মায়বতী এসে বলে]

মায়বতী । যুধিষ্ঠির—কই যুধিষ্ঠির—কোথায় যুধিষ্ঠির—

যুধিষ্ঠির । একি বোয়ালদ্বী, আপনি !

মায়বতী । হ্যাঁ যুধিষ্ঠির আমি—আমি ভীষণ একটা বিপদের নরে তোমার আত্মার দিকে ছুটে বাজ্জিলাম—কিন্তু পরেই শুনতে পেলাম একদল লোক বলা কওয়া করছে—যুধিষ্ঠিরের নাতী মারা গেছে—

যুধিষ্ঠির । আপনি ঠিকই শুনেছেন বোয়ালদ্বী । এই ঘেথ—এই গোড়া কপাল যুধিষ্ঠিরের কোলে কেমন করে চির ধূমে ধূমিয়ে আছে তার বাশখরা, যা, যবা, আঁধরের নাতী পেজ্জাঘ ।

মায়বতী । ঠিকই যাকে রক্ষা করে তাকে কে মারতে পারে ?

যুধিষ্ঠির । এ আপনি কি কথা বলছেন বোয়ালদ্বী ।

মায়বতী । তোমার নাতী মারা যাওয়া যাবনি যুধিষ্ঠির—মারা গেছে আমার এমঘমজ্জাঘ ।

যুধিষ্ঠির । কি বলছেন—আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন ।

মায়বতী । এখনও হইনি । শুধু ভুগি য়ি আমি আমাকে সাহায্য না কর

(১৫)

তৃতীয় দৃশ্য

অশান ঘাটের পথ

[কালো চাপা দেওয়া মরা নাতীকে বাঁ হাতে বুকে চেপে ধরে, ডান

হাতে কোদাল, খোঁচা খোঁচা লাড়ি, ব্যাকড়া চুল, হাঁটু অবধি ধুতি, হুঁহুঁ জামা গায়ে যুধিষ্ঠির বলতে বলতে আসে]

যুধিষ্ঠির । যাক্—যাক্ গো বোয়ালদ্বী—আমি এখন ছুটতে ছুটতে দেউলার কাছে যাক্—[এমকে লাড়িয়ে] একি—আমি কোথায় এলাম । আমি কি পাগল হয়ে গেছি—নাহলে আমি কি করে ভুলে পেলাম যে মরা নাতী বোয়ালদ্বীকে বুকে নিয়ে আমি অশান ঘাটে যাক্ । কিন্তু হঠাৎ বোয়ালদ্বীর ডাকই বা আমি শুনতে পেলাম কেন ! আসলে বাথুদের বাড়ী কাজ করি তো—এটা সেটা পাঁচ দকম পাঁচটা কাছ করবার জন্তে সারাদিন বোয়ালদ্বী কতবারই তো আমার নাম ধরে ডাকে—হুঁহুঁ সেই ডাক এখনও আমার কানে বাজছে—

[পেয়াল ডাকে, পাঁচা ডাকে, যুধিষ্ঠির মরা নাতীকে কাঁদতে-২ বলে]

যুধিষ্ঠির । পেয়াল ডাকছে, পাঁচা ডাকছে, অশান ঘাটে শুয়ে থাকতে ভোর ভয় করবে না পেজ্জাঘ ? চার যান আগে তোমার বাবা মা একসঙ্গে কলেরা মারা গেছে—চার যান পরে তুইও তাদের কাছে চলে যেসি ! কেন, এই বুড়ো আদর বড় ভালো লাসনো না বুঝি ? উত্তর দে যে পেজ্জাঘ—

[আবার পেয়াল ডাকে, পাঁচা ডাকে শুকন ডাকে, যুধিষ্ঠির বলে]

যুধিষ্ঠির । বাঃ-বাঃ-বাঃ—পেয়াল শকুনি গুলোয় কি আনন্দ—যুধিষ্ঠির দাসের এক বছরের মরা নাতীর কচি নরম মাংস হুঁড়ে হুঁড়ে চিবিয়ে চিবিয়ে ঘাবি তাই

(১৬)

মুখিগির। যেদিন আপনি আর বড়বাবু আমাকে নিয়ে আসতে বলবেন।
 মায়াবতী। লোকে পড়ে বেইমানি করবে নাভো?
 মুখিগির। বৌমালাস্বী—ঈশ্বর বেইমানি কল্পেও করতে পারে—কিন্তু এই
 শব্দ মুখিগির কোনদিন বেইমানি করবে না—কোনদিন না—কোনদিন না।
 মায়াবতী। আঃ কি শক্তি! শরতান পিনাকি চৌধুরী—তুই আর মায়ের
 কোল শূন্য করতে পারবি না।

[মুখিগির যেমজারকে নিয়ে ও মায়াবতী মৃত প্রকারে নিয়ে
 হু' পাশে যাবার উদ্দেশ্যে ছবি হয়, বাগো নেভে]

চতুর্থ দৃশ্য

মায় চৌধুরী বাগান

[গাভাল পিনাকি চৌধুরী বাজা সহ মায়াবতীকে টানতে টানতে
 নিয়ে আসে]

মায়াবতী। ছেড়ে দে আমার হাত ছেড়ে দে জানোয়ার—
 পিনাকি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—
 মায়াবতী। হাসতে ভোর লজ্জা করছে না জানোয়ার, একটু আপগও তুই
 আমার স্বামীর কাছে জাশো মাহুয়ের অভিনয় করে কত ভাল ভাল কথা বলে
 তাকে আদানদোল পাঠিয়ে দিলি—

পিনাকি। আসানদোল নয় হুন্দরী, আমার লড়ির ছাইডার এতজন তাকে
 পৃথিবীর বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে।

আমার স্বামী তো বিপদের সুখে পড়েছেই—আজ রাত শেষ হবার আগেই
 শরতান পিনাকি চৌধুরী আমার বেথকে মেয়ে এই হতভাগিনী মায়ের কোল
 শূন্য করে নিয়ে আমাকে গালন করে দেবে।

মুখিগির। না—এই মুখিগির দাস বেঁচে থাকতে টেইমান পিনাকি চৌধুরী
 আমার এই লাফুজাইয়ের গারে কীটায় আঁচড় দিতে পারবে না।

মায়াবতী। মুখিগির!

মুখিগির। মুখিগিরের এই কথা নাটী আর একবার মরবে। এই খোকাবাবু
 আমার কোলে বেঁচে উঠবে মুখিগির চাকরের নাতী পেন্দার হয়ে।

মায়াবতী। পেন্দার!

মুখিগির। দিন আপনার হেলের জামা কাপড় খুনে আমার মরা নাতিস
 গারে পরিয়ে দিন—

মায়াবতী। ঠিক বলেছো মুখিগির, ঠিক বলেছো—

[মায়াবতী মেয়ের জামাকাপড় খুনে সেই জামা প্যাঁট মৃত বাজার
 গারে পরিয়ে কোলে তুলে নেয়।]

মায়াবতী। এই ঘটনা যেন কেউ জানতে না পারে।

মুখিগির। কেউ জানতে পারবে না।

মায়াবতী। তোমার পাকার শোক, বাড়ীর আশেপাশের লোক যদি এই
 ঘটনাটা জানতে পারে?

মুখিগির। আমি পাড়াতেও যাব না, এখানকার বাড়ীতেও যাব না। আজ
 এখন এখান থেকেই আমি এই শেজারকে নিয়ে গাঁয়ের সেই ভাড়া বাড়ীতে ফিরে
 যাব।

মায়াবতী। আমার যেমজারকে নিয়ে কবে ফুঁমি করে আসবে?

মায়াবতী । নাঃ—নাঃ—আমি ভাবতে পারছি না—যে তোর এক উপকরণ
করেছিল তুই তাকে এখানে যেতে কেজিলি ।

পিনাকি । এখানে না মায়েলে যে আমি সব কিছুর একমাত্র মালিক হই
দায়িত্ব না জন্মায়, তোমার মর্প শরৎকালও আমি চূর্ণ করতে পারতাম না ।

মায়াবতী । সর্বনাশ হবে—তোমার মাথা বাক পড়বে । ভগবান এত পাশ
সম্মত করবে না যে ছানোয়ারি—

পিনাকি । তাহলে কানোয়ারের পাখার তোর বাচ্ছাটাই এখানে এসে
হয়ে যাক । [বাচ্ছাটাই কেড়ে নেয়]

মায়াবতী । [মিথ্যা কান্নার ভঙ্গিমা] না—

[বাচ্ছাটাই যে যেখানায় নয় এত বাচ্ছাটাই বৃদ্ধ—সেটি নেশার ঘোরে
পিনাকি বৃদ্ধিতে পাবে না তাই বাচ্ছাটাইর পলা টিপে ধরে]

পিনাকি । আহা—আমার বন্ধুর বড় আদরের সন্তান এই যেখানায়—
কখন সে মজার হাসে খেয়াল পাইছে । এবার আমি যেখানায় আসা প করে তোর
মৌবনের দীর্ঘতে বধী নাযাব । [বৃদ্ধ বাচ্ছাটাই নামিরে রাখে]

মায়াবতী । পারবি না—পারবি নায়ে কখনোয়ারি—আমি নদীর জলে
ঈপিয়ে পড় আত্মহত্যা করব ।

পিনাকি । তার চেয়ে আমার বৃকে ঈপিয়ে পড়—এই বৃকে আছে কামনার
নাগর—জটৈ পানি—শুণ্ণ উখাল পাখাল চেউ—
মায়াবতী । যে আত্মা বাঁচাও—

পিনাকি । কি—চিৎকার করে লোক ডাকবি—আমার সব কথা বলে দিবি
—তাহলে তোর বাচ্ছাটাই তো মরেছেই—এবার তুইও মর—

[পিনাকি যারার গলা টিপে ধরে, মায়াবতী মারা যায় ।
চাকর বানেশ্বর এনে বিভৎস দৃশ্য দেখে বলে]

বানেশ্বর । ছোটবাবু । আপনি বৌদিমলিকে গলাটিপে—
পিনাকি । না—সাপে কেটে—
বানেশ্বর । সাপে কেটে ।

পিনাকি । [এক গোছা নোট বানেশ্বরের মুখে চেপে ধরে বলে] ই্যা—সাপে
সেট একদকে মারা গেছে মায়াবতী এবং তার ছেলে যেখানায় ।
বানেশ্বর । ছোটবাবু ।

পিনাকি । ঠিক এই কথাটাই সবাই জানবে, সবাই জানবে । এ ছাড়া যদি
দ্র কথা আমি আরও মুখে শুনেছি পাই তাহলে—[মিজলবার দার করে
শেষের মাধ্যম টেকার] হ্যাঃ—হ্যাঃ—হ্যাঃ—বুঝতে পারছো ?

বানেশ্বর । আজ্ঞে—ই্যা ছোটবাবু, বুঝতে পারছি ।
পিনাকি । হ্যাঃ—হ্যাঃ—হ্যাঃ—আমার দ্বিধা বন্ধ লক্ষীকান্ত আগেই জরিব
দার চলে গেছে—মায়াবতীও মারা কাটাগো—যেখানায় মারা গেলি তেহাই
যে খায়ে দিলাম । বাকী থাকলে তিন বছরের বাচ্ছা মেয়ে জন্মায়—
সুত্রে আমি আমার ছেলে দীপকের সঙ্গে জন্মের বিয়ে দিয়ে সব শুভ সম্পত্তির
সমস্ত মালিক হব । তাছাড়া সবাইকে একসঙ্গে মায়েলে মোকেই বা বলবে
! যে যাই বলে বলুক—আমল আমি তো—

বানেশ্বর । ধর্মভীক লোক ছোটবাবু ।
পিনাকি । ই্যা—ভীষণ ধর্মভীক ।

পিনাকি । [আবার হুগোজা টাকা বানেশ্বরের মুখে চেপে ধরে বলে] শোন
শোন—এই বাচ্ছাটাকে আমি নদীর জলে ফেল দিচ্ছি—এই মায়াবতীর
গলাটিকে এখান থেকে তুলে নিয়ে দিয়ে যাবান বাচ্ছাটাকে পুতে দিবি ।

মা'য়ের কোল পূত্ৰ
 ত্যাবলয় সেই লস পোতা আশাটায় ওলয় লাসিয়ে মেবে একটা শিউলী গাছ
 চায়। আহায়ে মেঘমল্লার—তোয় মা বে শিউলী ফুল বড় ভালবাসতো—
 বানেশ্বর। ছোট্‌বাবু।

পিনাকি। সেই নিউজী গাছটা একদিন বড় হয়ে, বোকা গোকা দুজন
ভায়রস সেই ফুল টপটাপ করে খেয়ে অণুবে শাণ্ডি বৃক—আঃ হাঃ হাঃ—

[বানেশ্বর দত্ত মাদ্রাসা'র হাত দুটো ধরে নিয়ে যাবার ভবিতে
এবং পিনাক্তি মত বাচ্চাটাকে নিয়ে যাবার ভবিতে

कृदि हस, आदिना नदल !

কি. বি. ব. ১৩

अथः प्रः

চৌধুরী বাগান

[কৃষ্ণি বছর পার হবে গেছে, তাই দু'ড বছর আগেই যাহ্নব জলোব চেহারা
 বয়স বাড়াবে ছাপ। চোরের মত কালো কাপড় তাকা দিবে এক
 না বোঁকা কান্নাকাতি আসে তার চোব মুখ বিজ্ঞান জামা
 কাপড় হেঁড়া চম, উল্কা থুকে সে এলিক ওদিক চোয়ে বলে]

পাবিত্র মিশ্র শব্দতান সিনাকি চৌধুরী। আজ থেকে হুড়ি বছর তা
নলকোত্ত। হঃ হঃ হঃ—আমি মরি নি—আমাকে তুই মেয়ে কেহ

(3)

আপা-গোপাল যাবয় শবে আয়ার কনটিনা গাড়ীটার ওপর লকি চানির দিবে না। এক মেয়ে ফেলতে চেয়েছিল শরতান পিনাকি চৌধুরী, এগারিভেটের পর আমি মরে গেছি ভেবে লড়ির ডাইভার আয়ার যুক্তপ্রায় শরীরটা নদীর জলে কণে দিয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বরের রূপায় একজন যাবির সফরভার আমি বেচে টালাই। সেই মাঝি আয়ার চিকিৎসা করেছিল—জান কিরে আসার পর আমি আয়ার নাম ঠিকানা পরিচয় সব তুলে গিয়েছিলাম। মাঝিরের সঙ্গে নৌকার নীকায় কত জাযা যুক্তান—হঠাৎ একদিন বড় উঠলো, আয়ার চোকের সামনে একটা নৌকা নদীতে ডুবে গেল—সেই যুক্ত দেখে আমি মাথা ঘুরে নৌকার মাধ্য পড়ে গেলাম—মাঝিরা তাঁরে নৌকা ছাড়িয়ে আয়ার চোখে যুক্ত দিল—আমি জান কিরে পেয়ে আশ্চর্য হলাম—আয়ার নাম ঠিকানা পরিচয় সব মনে পড়ে গেল। আমি মাঝিরের ছিজালা করলাম—আমি লক্ষীকান্ত রায়, আমি মাঝানে কি ভাবে এসাম, যুক্তি আয়ার সব ঘটনা খুলে বলল। আমি বাড়ি লবে এসাম। কিন্তু কোথায় আয়ার বাড়ি। আয়ার রায়চৌধুরী ভবন আজ শুধু চৌধুরী বটকে হয়ে গেছে, রায় চৌধুরী কোল্লানী হয়ে গেছে চৌধুরী এগার গোলাল্লানী। তাহলে আমি এখন কোথায় বাব ? বাড়ি কিরে গেলে শরতান পিনাকি আমাকে খন করবে। তাহলে—হ্যাঁ, আমি লকিয় থাকবো।

[নেপথ্যে অক্লান্ত হুঁসি শোনা যায়]

কল্পীকান্ত। কায় হানির শব্দ পেলাম, তবে কি ভোগবোধকায় বাসানে কেউ মূল হুঁসতে আসছে ? কে আসছে ? না না আমার এখন আরাট্টিক হবে না, আমি পালাই না হলে এমনি ধরা পড়ে যাবে—, কোনো কাপড় ঢাকা দিয়ে দজে যাবে।

['ହ'ହାତେ ନିଉଁଳୀ) ସୁନ ନିଧେ ଚୁଡ଼ିକାସ ଗଢ଼େ ଅକ୍ଷୟା ଆସେ । ଯାଯାବତୀ ଏ ଆମର ଏକଟି ସକ୍ୟ ଯେଥେ ତାହି ଛାଟି, ଚରିତ୍ରେ ଏକଜନ ଆଜିନେତ୍ରୀହି ଅଜିନାମ କାହାବେନ ।]

অন্তরা। আঃ—বাগানের নিউলী গাছের তলার কত মিউলী ফুল পড়ে ছি-
আদি ফুল গুলো ছুঁড়িয়ে দিলাম—আঃ কি সুন্দর পছন্দ।

[অন্তরা গেয়ে ওঠে]

পান

শিশির ভেজা শিউল ফুলের

মিষ্ট মিষ্ট গন্ধ

কাঁধে লাসে

বকে কাঁপল জাগে।

[চোস্ত পাঞ্জাবী পরে আবীর এসে বলে]

আবীর। অন্তরা, এ তুমি কি মান গাইছো।

অন্তরা। না—মানে—আবীরদা। ভোরবেলার আপনি এখানে।

আবীর। নদীর ধারে বেড়াতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ তোমার পান স্নানতে পেয়ে
এদিকেই চলে এলাম।

অন্তরা। কিছ—

আবীর। না অন্তরা—কিছর আড়াল দিয়ে তুমি আমার প্রমর্দী এজি-
বেতে চেপে না।

অন্তরা। না মানে—

আবীর। না—না কোন কারণেই তুমি কখনও এ পান গাইবে না। পিনাকি
বাবুকে সূর্যের আলো গ্রাস ছ'মান হয়ে গেল, তুমি আমার কাছে উচ্চাঙ্গ নকীত
শিখছো। বিভিন্ন রূপ রঙ্গিনীর ওপর তোমাকে ডানির দিচ্ছি। সেই তুমি
কিনা—না—না—আমি তাবতেই পারছি না।

অন্তরা। আমি সহজ সস্তা পান গেরোছি বলে আপনায় খুব খই হয়েছে
তাই না?

(২২)

পঞ্চম দৃশ্য]

মায়ের কোল শূন্য

আবীর। তা হবে না কষ্ট। তুমি আর পিনাকি বাবুর মেয়ে সঞ্চারি যে
আমায় প্রিয় ছাত্রী। বিশেষ করে তোমাকে নিয়ে যে আমি অনেক ছুপ্ত দেখি।

অন্তরা। কি বপু রেখেন আবীরদা?

আবীর। হাঃ-হাঃ-হাঃ—সে কথা এখানে বলা যাবে না।

অন্তরা। আবীরদা।

আবীর। আজ তুমি একটু আগেই আমাদের বাড়ী যাবে। এডমিন
তোমাকে আমি যে কথা বলব বলব করে বলতে পারিনি, আজ সেই কথাটা
[প্রস্থানোক্ত]

এলব।

[একই নখে নীলাদ্রি আসে খাচ্চা লাপে, নীলাদ্রি বলে]

নীলাদ্রি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—ভয়, আপনায় সঙ্গে আমার খাচ্চা লাপে গেল।

অন্তরা, কে এই ভক্তলোক?

অন্তরা। সেই যে—তোমাকে আমি যে গানের যাত্রীর যশাইয়ের কথা
বলেছিলাম, উনিই তিনি।

নীলাদ্রি। আর, আপনিই আবীর দাবু। হালো—ওত যদি আবীর
দাবু।

আবীর। যদি; অন্তরা, ওনার সঙ্গে তো আমার পরিচয় করিয়ে দিলে
না।

অন্তরা। না—মানে—উনি—

নীলাদ্রি। বাব, থাক অন্তরা। অমন জব্বা কড়িত করে তোমাকে আর
পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না। আমি নিজেই আমার পরিচয় দিচ্ছি আবীর
দাবু। আমার নাম নীলাদ্রি ব্যানার্জী, বেকড' এগাও কায়েট কোম্পানীর
পোপাইটার।

আবীর। ও—আপনিই সেই বিখ্যাত বিজ্ঞানসন্ধান মিটার ব্যানার্জী।

[২৩]

[একে অগুর কাজাকাছি হয় । শাড়ী পরে সঞ্চারি এসে বসে]

সঞ্চারি । এই যে—একেবারে একাকার হয়ে যাবেন না, একটু দূরে দূরে
থান্নন । কারণ—

অন্তরা ও নীলাঙ্গি । কারণ ?

সঞ্চারি । আমার প্রক্কের বাবা পিনাকি চৌধুরী, আর্প জগবতী না অক্ষণা
দেবী এবং আমার ভাস্কোভাঙ্গা মা মার্কী দাসী। দীপক চৌধুরী যদি হঠাৎ আপনাদের
এই ব্যাপারটা আবিষ্কার করে কেল তাকলে কেসটা একেবারে কালিকট বঙ্গর
হয়ে যাবে ।

অন্তরা ও নীলাঙ্গি । সঞ্চারি !

সঞ্চারি । অন্তরাগি, তুই তাড়াতাড়ি বাগান থেকে যাওঁী চলে যা ।
বাণী মাসমনি মা আমার বিছানার ভরে গুধেই বসছে—কই যে অন্তরা!—আমাকে
চা দিয়ে যা ।

অন্তরা । সর্বনাশ ! কাকীয়ার ঘুম ভেঙে গেছে । আমি যাচ্ছি নীল ।
বিছানার বসে চা না গেলে কাকীমা আমাকে যাচ্ছেতাই সালাগান দেবেন ।

নীলাঙ্গি । তুমি এত ভয় পাচ্ছো কেন অন্তরা ?

অন্তরা । নীল, ভয়ে ভয়ে যায় কীবনের এত জ্বলো দিন কেটে গেছে
শেকি আর এত সহজেই নির্ভর হতে পারে । যদি আমার মা বাবা বেঁচে
থাকতো বেঁচে থাকতো আমার একমাত্র ভাই মেঘস্বাধ, তাহলে কি আমাকে
জ্বর করতে হতো ? [চলে যায় ।

নীলাঙ্গি । শোন—শোন অন্তরা!—আজ তুমি আবার বাবু বঙ্গর কাছে গান
শিখতে যাচ্ছো তো—

সঞ্চারি । কেন মশাই—আপনিও কি যাবেন নাকি ?

নীলাঙ্গি । কেন, তোমার কি আপত্তি আছে ?

(২৫)

নীলাঙ্গি । সেই সঙ্গে আর একটা কথা আপনাকে জানিয়ে দিই । কথটা
শুনলে আপনি খুব খুশি হবেন । আসামী বছরে আমি অন্তরাকে বিয়ে করছি ।
আপাততঃ আমি আপনার ছাত্রী অন্তরা নামের ভারী স্বামী । কি খুশি
হয়েছেন তো ?

আবীর । এ্যা—হ্যা—দারুণ খুশি হয়েছি, এত খুশী হয়েছি যে মুখের
জায তা প্রকাশ করতে পারছি না । নীলাঙ্গি বাবু ! আমি চলি । নমস্কার ।

নীলাঙ্গি । নমস্কার । [আবীর চলে যায়]

অন্তরা । হাঃ-হাঃ-হাঃ—আবীরদা একটা পাসল ।

নীলাঙ্গি । অন্তরা !

[নীলাঙ্গি অন্তরাকে কাছে টানে অন্তরা ছিটকে গিয়ে নাচবে
ছন্দে গিয়ে ওঠে ।]

গান

দীপক ভেজা নীলজি ফুলের

মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ

ক'পন লাগে

যকে ক'পন লাগে ।

নীলাঙ্গি হাঃ-হাঃ-হাঃ—ক'পন তো আগবেই অন্তরা ।

নীতাংশ

ফুল যে টোপা টোপা

এতে লালাই ফাঁদ খেঁপা

তখনই আমেছে আমার

ঘুম ঘুম লেগা লাগে ।

অন্তরা ও নীলাঙ্গি । হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[২৬]

সঞ্চারি । গাঙ্গুল না মাথা বারাপ । আমি তে জ্ঞানি ।

নীলাঙ্গি । কি জ্ঞানো ? [অক্ষয় যাক্সা শব্দে গিকে তাকিয়ে]

সঞ্চারি । ফুল বত গভীর অরণ্যেই ফুটুক না কেন, যৌমাছি ঠিক সেখানে

হাঁজির হয়ে যাবে । কি হলো, তাঁরকে তাকিয়ে কেন ? এদিকে তাকান ।

এদিকে কি নেশা আছে ?

নীলাঙ্গি । জু নেশা নয় আঠা আছে ।

সঞ্চারি । কিসের আঠা ?

নীলাঙ্গি । কাঠালের ।

সঞ্চারি । সেই জেগেই বুঝি ভালবাসা কাঠালের আঠা বিরতের তেল দিকে

ছাড়িয়ে নিচ্ছেন জামাইবাবু ?

নীলাঙ্গি । কি বললে ।

সঞ্চারি । অজ্ঞবাসির সঙ্গে যখন আপনাত বিয়ে হবেই, তখন আগে থেকেই

আমি জামাইবাবু বলে ডাকলাম । আমায় বাবা মা দাদা মাজুর নয়, তাই বত

তাড়াআড়ি সম্ভব সেই অমায়িকের অত্যাচারের, লাইনার, বন্ধনার বোঁচা ভেঙে

আপনার পালের পানিরকে আপনি বউ করে করে নিয়ে যান । বিয়ের পরে

আপনাকে মনে রাখবেন তো জামাইবাবু ?

নীলাঙ্গি । নিশ্চয়ই মনে রাখব ।

[সঞ্চারি সূত্যের ছন্দে মেয়ে গঠে]

গান

(সঙ্গীত) পল্লব গলে কেউ কি

ফাল্গুন ফুলের গন্ধ শোষণে কেউ কি

আরনার মত দেখে যে

সেই জার ভুল করে গো

নন্দী মনে ছাড়া দেবে কেউ কি ?

(২৩)

নীলাঙ্গি । সঞ্চারি, আমি চলি— [প্রস্থানোত্তর]

সঞ্চারি । তাহলে বসি ? [বাধা দিয়ে]

নীলাঙ্গি । কি ?

গীতাংশ

লক্ষ্য কেন জামাইবাবু

ভূমি বলে দিদির বর

বুঝেছো নরকে যাক কথ

রাখার কি আছে মোর ?

নীলাঙ্গি । হাঃ-হাঃ-হাঃ—বুঝেছি—বুঝেছি—

সঞ্চারি । কি বুঝেছো ?

নীলাঙ্গি । তোমার অন্তরাসিক বদলি এখন চা খেতে চললাম ।

[সঞ্চারি পেরে গঠে]

গান

ও জামাইবাবু জলসান

একলা খেও না—

নীলাঙ্গি । খেলে কি হবে ?

গীতাংশ

জাননা দিয়ে বউ পালানে

খেতে পারে না ।

সঞ্চারি । হাঃ-হাঃ-হাঃ—

নীলাঙ্গি । অজুত মেয়ে ওই সঞ্চারি । কত বড়মোকের ঘরে অশ্রু কত

সাধারণ ! মেয়ে মনে হয় একেবারে গাঁয়ের মেয়ে—

[নীলাঙ্গি চল যেতে যায় । কলসী কাঁধে দু'আনি এসে বলে]

দু'আনি । ও জামাইবাবু—জলুন ।

(২৪)

[চল যায়]

নীলদ্রি। আরে হুঁআনি, তুমিও আমাকে জামাই বাবু বলছো।
 হুঁআনি। কেন বলব না! আমি যে পাঁচের আড়াল থেকে তনুলায়
 ছোটসিমি আপনাকে জামাইবাবু বলে ডাকছিলাম। তাই আমিও জামাইবাবু
 বললাম।

নীলদ্রি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—ঠিক আছে ঠিক আছে। কিন্তু পোন—

হুঁআনি। বলুন জামাইবাবু।

নীলদ্রি। পাঁচের আড়ালে লুকিয়ে থেকে তুমি যা দেখেছো শুনেছো সে
 কথা বেন কাউকে বলো না, যেমন। [চলে যায়।]

হুঁআনি। এমন হৃদয় বাহুব আমি কখনও দেখিনি। বড়সিমিনি শিউলী
 ফুল ফুটতে এসে কত কাঁদেন আর উনিও এসে কত যত্ন আর যত্নের কথা বলে
 বড়সিমিনিকে আরও হাসান। আর মুখপোড়া পেজার—নিজেও হাসে না,
 আমাকেও হাসতে ধের না। দেখি গেল কোথায় ছোটটা—

[হুঁআনি যেতে যায়। প্রোট বাঁশের এসে বলে]

বানেশ্বর। এ্যাঁই—এ্যাঁই হুঁআনি। কোথায় বাচ্চিস।

হুঁআনি। আমি—জ—জন জানতে দাছ।

বানেশ্বর। জন জানতে যাচ্চিস তো রাগ বাগান দিয়ে কেন।

হুঁআনি। ওই যে—ফু—ফুল।

বানেশ্বর। ফুল।

হুঁআনি। নি—শিউলী ফুল। ফুলে শিউলী ফুল ফুলব বলে এদিকেই
 এলাম।

বানেশ্বর। তোকে না কতদিন বলেছি যে জোরবেলায় রাগ বাগানের শিউলী
 ফুল ফুলতে যাবি না।

হুঁআনি। সেলে কি হবে দাছ।

বানেশ্বর। তখনই তো সে আসে।

হুঁআনি। কে আসে।

বানেশ্বর। সে তুই বুঝবি না। আজ থেকে সেবার হুঁজি বছর আগে
 যাকে আমি নিজের হাতে মারি খুঁড়ে মারি তলার—

হুঁআনি। দাছ!

বানেশ্বর। সেই তো আসে। ওই ভাতা মসিহের মাথার ভগ্ন যখন পোষাক
 তামা ওঠে, চণ্ডী মণ্ডনের ভেতর থেকে কাল পাঁচা উড়ে যায়—বহুল পাঁচের যদ
 ভাল বসে বাহুব ওলো যখন ডানা বাপটান তখনই তো সে আসে।

হুঁআনি। দাছ।

বানেশ্বর। সে ধলখিল করে হাসে। হুঁগোর লুটের লাল পাঁচ গরুর মাড়ী
 ঝাঁপ, সে এলো ফুলে সিঁদুর পরে ধোঁয়ার যত ফুঁতনি পাঁচের ঘুরতে ঘুরতে
 পাক যেতে যেতে হাসতে হাসতে এসে ওই শিউলী গাছটার গন্ধে মিলিয়ে যায়।

হুঁআনি। দাছ।

বানেশ্বর। না—না—আমার কোন দোষ ছিল না—তুমি বানেশ্বরকে কমা
 কর বোয়ালজী—আমি শুধু মাটি খুঁড়ে তোমাকে ওইয়ে দিয়ে ওই শিউলী গাছটা
 লসিয়েছিলাম—আমি আমি কিছু জানি না—আমি কিছু জানি না—

[চলে যায়।]

হুঁআনি। হুঁ হুঁ—দাছ যে কি জাই পান যলে আমি কিছুই বুঝতে
 পারি না। আমি কোথায় পেজারের কথা জাবহিলাম—বুড়োটা এসে দিলে সব
 মাটি করে। গাভরিন হলো নী থেকে এসেছে বুঁয়তির দাড়র নাতি গৌমার গোবিন্দ
 পেজার—আজ যদি দেখা হয় তাহলে ওই শিউলী ফুল তার গায়ে ঝুড়ে দিয়ে
 বড়সিমিনির মত গাইব—

[ছ'আনি পেরে ওঠে]

গান

শিশুর ভেজা মিউজী ফুলের

মোট মিউজী গুল্ম

কাঁপলো লালো ।

[গীতাধার নিতাই পানের মধ্যে এসে গীতার কলকের টানে বিরে বলে]

নিতাই । কোথায় লাসে—এ লাসে—কোথায় লাসে—

ছ'আনি । নেতাই, আবার তুই আমার গিছু নিয়েছিল । বলি—তোর

কি ছিটে কোঁচাও লজ্জা নেইরে গীতা খোর ?

নিতাই । আছে—লজ্জা আছে বলেই তো তোর ঘাড় থেকে পেঞ্জারের

জালবাসায় ভুত ছাড়াবার লজ্জা খামিকে শুভানকে ডেকে নিয়ে এসছি ।

ছ'আনি । কামিকে ওতায় । কোথায় সেই মুখ পোড়া ?

[কাপাণিকের মত লাজ পোষাক পরে কমণ্ডল হাতে, কাঁধে

কোলা, হাতে ডিমটে নিয়ে আসে কামাকা

পিছনে বারল আসে]

বাঁয়াকা । [ছ'আনির মাথায় জগ ছোটায়] ও'হুইং কিং এফ্রি জী

অজায় কট । কান আজ্ঞে—

বারল । কামরূপ কামাকাস আজ্ঞে ।

ছ'আনি । আমোল মুখপোড়া কামিকে ঠাকুর—তুমি আমাকে বশ করতে

এসেছো ? কথাছি বশ—তুমি এখানে বস—আমি পেঞ্জারকে বধরটা দিয়ে

জল দিয়ে এখনি সিরে আসছি । হু' বশ করবে । [চলে যায় ।

কামাকা । অজুত কাণ্ড—কিন্তু তু কিয়াকার কথাবর্তি । তুই জামিন

ছু'ডী আমি এই অকলের ডাক সাইটে ওয়া ? জলপড়া, তেলপড়া, বাসিলপড়া,

জুনপড়া, বাণ গরপরা আমি এই সব কল বরে আসছি ।

(৩০)

পঞ্চম দৃশ্য]

মায়ের কোল শূন্য

নিতাই । কামাকা ওতায়, তুমি আমায় কথা পোন ।

কামাকা । হিং টিং ছট—

নিতাই । এ্যা—

কামাকা । ছটকট করিন না । পট পট করে ছাগলের মত কচি পাতা

'চবিয়ৈ ধান না । বটপট একটা খোলাং কুটি কুড়ির নিয়ে ছু' জায়গায় জুটো

পোল পোল ঘর কটি ।

নিতাই । ঘর ।

বারল । ঘর বো নেতাইনা ঘর—ওস্তাদজির হাত চালাবার ঘর ।

নিতাই । এ্যা—তুমি হাত চালাতে জানো ?

কামাকা । বাদনা । আমি কি কি চালাতে জানি বলে দে ।

বারল । ওস্তাদ হাত চালাতে জানে, বট চালাতে জানে, বাটি চালাতে

জানে, আর জানে নল চালাতে ।

কামাকা । হেং-হেং-হেং—আরও কত কি চালাতে জানি । ঘর কাট—

ছুটো ঘর । একটা ঘর তোমার আর একটা ঘর পেঞ্জারের ।

নিতাই । তুমি পেঞ্জারকে কেনো !

বারল । চেনে মানে—পেঞ্জারকে চেনে, পেঞ্জারের দাঁতকে চেনে, চৌধুরী

পটেবের মালিক শিনাকি চৌধুরীকে চেনে ।

কামাকা । কামরূপ কামিকের আজ্ঞে, আমি এখানে নতুন এলেন সব

গোকে চিনি । ঘর কেটেছিলা ?

নিতাই । ই্যা ।

কামাকা । এবার আমি হাত চালায়ে দেখব ছ'আনির ভালগাণা কোন ঘরে

গয়ে পড়ে ।

নিতাই । এই ঘরটা আমার, ওই ঘরটা পেঞ্জারের ।

বারল । ওস্তাদ ! তুমি হাত চালাও ।

(৩১)

কামাক্ষা। হাত তো চালাব—কিন্তু তুই যার বাগান থেকে অনন্ত মুক্তির
শেষক ভুলে নিয়ে এসেছিস ?

বাবল। না ওজার।

কামাক্ষা। কেন ?

বাবল। আমি শেকড় তুলতে যাচ্ছিলাম। এমন সময় দেখলাম বাগানের
যাযো কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে—ওরে বাবা—ভাণ্ডারি বাইনি। গেলেই
আমার হাত মুটবে ধরতে বাম দায় রাম রাম। [পুঁটলি তেঁখে চলে যায়]

নিভাই। ঠাকুর মশাই ! সত্যিই ওখানে বাগানে ভুত আছে ?

কামাক্ষা। পা দে রে রে—ওপর কথা দাঁদ যে। আমি হাত

চালাছি।

[কামাক্ষা জান হাত মাটিতে পেতে হুঁদিয়ে মন্ত্র বলতে থাকে]

কামাক্ষা। হুঁ—চল চল হাত চল দিন এলো হাত চল—লাল কোলা
ইল কলা কল সোলা চল—হুঁ—কার আঁকে কামরূপ কামাক্ষার আঁকে
আবার চল বাঁধিস না, ভাইনে চল এবার ঠাকুরি বি চণ্ডীর পা। হুঁ—

[হাত নিভাইয়ের ঘরে গিয়ে গুঁঠে। কামাক্ষা বলে]

কামাক্ষা। যার দিয়ে কেঁজা, খুঁশি হোক চেল্লা। নাকানি, চোপানি
হাপানি, ঘোপানি, হুঁজানি ছুঁজী তোমার ঘরে ঢুকে পড়েছে।

[নিভাই কামাক্ষাকে জড়িয়ে ধরে বলে]

নিভাই। হুঁজানি—আমায় হুঁজানি।

কামাক্ষা। জং রে রে রে—ছেড়ে দে শালা বিয়ে পাগলা, দেহতে পাছিস
না আমি ব্যাটা ছেলে।

(৩২)

নিভাই। তাও তো বটে একটু আগে এক ছিগিনা গীজা খেয়ে ছিলাম
কন।

কামাক্ষা। ঠিক আছে। কাল এসে আমাকে এক পুঁথি গীজা দিয়ে
গাবি।

নিভাই। এই নাও টাকা—আমাকে বল করার বাড়লি দাও।

কামাক্ষা। [অতি বড় একটা মাছলী দেখিয়ে বলে] এই নে। এই
মাছলিটা কালো কাড়ে বেঁধে শলার পুঁথিতে হুঁজানির সামনে দিয়ে ঠাড়াবি।

নিভাই। ঠাড়ালে কি হবে কামিক্ষ ঠাকুর ?

কামাক্ষা। জং রে রে রে হু হু হু, হুঁজানি বাড়ি ঠাকুর মত তোর
গামনে এসে ডাকবে প্যাঁক প্যাঁক—তুই অমনি এই মাছলিটা দেখিয়ে বলবি—
দেখ দেখ। যুগুতে পেয়েছিস ? হেঃ—হেঃ—হেঃ—হেঃ— [মজা বানায়]

নিভাই। হিঃ—হিঃ—এবার কি হবে হুঁজানি—ঠাড়া বাড়লিটা কালো
কাড়ে বেঁধে শলার পুঁথিতে আনি—তারপর দেখাব মজা।

[হুঁজানি জন নিয়ে ফিরে এসে বলে]

হুঁজানি। কি মজা দেখাবিয়ে মুখপোড়া নেভাই ? [মজা বানায়]
নিভাই। এখন বলব না—পরে।

হুঁজানি। আমরূপ নীজাখোর ছোঁজা, বল করার ওধু দিয়ে মেয়ে মাছরকে
এস করবে। কামিক্ষে ঠাকুরটা গেল কোথায় ? দে মুখপোড়া পালিয়েছে। কিন্তু
পেছাদকে দেখতে পাচ্ছি না কেন। দুটি শিউলী ফুল পাড়ি গছটা নাকি দিয়ে।

[হুঁজানি যেতে যায়, খাটা ধুতি, চেক শাট, গলার গামছা নিয়ে
ঠাকনা হাতে প্রহ্লাদ এসে বলে]

(৩৩)

প্রহ্লাদ । এ্যাই মেয়েটা ! বরদার তুই ওই শিউলী নাড়টায় হাত দিচ্ছিস না ।

হুঁ'আনি । হাত দিলে কি কহবি রে পেছান ।

প্রহ্লাদ । স্নায় বাগানের ঘাস চাঁটার মত তোকেরেও আমি চেষ্টা করি যুক্তিতে শুয়ে ওই আশ জ্ঞানভাষা জ্বলে ফেলে দেব ।

হুঁ'আনি । কেন রে পেছান ।

প্রহ্লাদ । ওই শিউলী পাছটা গাছ নয় । ওটা আমার হাড়ের বোঁদ । আমি বলি—তোমার বোঁদালন্তী আমার কে ? দাছ বলে—তোমার হাড়ের মত, তুই যোক সকালে সন্ধ্যায় ওই মা পাছটাকে প্রণাম করবি ।

হুঁ'আনি । তুই প্রণাম করিস ?

প্রহ্লাদ । হ্যা, যোক সকাল বেলায় আর সন্ধ্যা বেলায় । শুধু তুই নয়—দাহর কথা মত বাব বাগানটাকে আমি পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন করে রাখি, কাউকে আমি শিউলীফুল পারতে দিই না ।

হুঁ'আনি । যদি বড়দিকিদিগি ফুল পাড়তে আসে ?

প্রহ্লাদ । বড়দিকিদিগি । দে আমার কে ?

হুঁ'আনি । অস্তুরা দিকিদিগি, অস্তুরা দিকিদিগি, বাব বাবা যা তাই কুড়ি বড়র আগের মায়া গেছে ।

প্রহ্লাদ । বড়দিকিদিগি বাবা না দুজনেই মারা গেছে ! আমারও তো বাবা দুজনেই মারা গেছে । বড়দিকিদিগির সঙ্গে আমার জীবনের খুব যিগ । আচ্ছা !

হুঁ'আনি—বাবা মারেরা এমন করে মায়া যাব কেন বজতে ? ডায়া অনেকদিন বাঁচতে পারে না ?

[দীপক এসে কোথেকে হাত লিখে দাঁড়িয়ে বলে]

দীপক । হ্যাঃ—হ্যাঃ—ওই পাগলা ছেলেরা কে যে হুঁ'আনি ?

[প্রহ্লাদও দীপকের মত দাঁড়িয়ে বলে]

প্রহ্লাদ । হ্যাঃ—হ্যাঃ—ওই পাগলা ছেলেরা কে যে হুঁ'আনি ?

দীপক । কি—এত সাহস তোমার, তুই আমাকে পাগল বলিলি ।

প্রহ্লাদ । তুই বা কোন সাহসে আমাকে পাগল বলিলি যে । কে তুই ?

হুঁ'আনি । চুপ কর—চুপ কর—পেছান—ওমার সঙ্গে ওইভাবে কথা লাগ না । উনি হলের বাবুর ছেলে ছোটবাবু, দীপক দাদাবাবু ।

দীপক । হ্যাঃ—জানো কয়ে চিনিরে দে । রাঙ্গেলটা যেই হোক যেন

যাতে ও আমার সঙ্গে টকর লাগতে না আসে ।

হুঁ'আনি । আপনি রাগ করবেন না ছোটবাবু ও পাঁ থেকে নতুন এসেছে, ওলটা আপনাদের পুথুনো ঢাকের যুঁধিটির দাড়র নাতি, ওর নাম পেছান ।

[চলে যায় ।

দীপক । তোমার নাম পেছান ?

প্রহ্লাদ । পেছান নয়—প্রহ্লাদ প্রহ্লাদ ।

দীপক । আই নি—তোমার তো বেশ বড় চোখে মেজাজ !

প্রহ্লাদ । বুনো হাতি তো তাই পোষ মানাতে সময় লাগবে ।

দীপক । তুই সময়ই লাগবে না—চাবুকও লাগবে ।

প্রহ্লাদ । চাবুক নয়—ডাঁড়গ । আমি চললাম । [প্রস্থানোক্ত]

দীপক । আরে শোন শোন—বাবার আগে ওই শিউলী নাড়টা থেকে মায়ায় কিছু ফুল পেতে দে ।

প্রহ্লাদ । একটা ফুলও হবে না ।

দীপক । ছোয়াট ! আমার বাবার বাগান বাড়িতে দাঁড়িয়ে আঁঠোয়ই পুণো চাকরের নাতি হবে আমার স্বপ্নের ওপর এমন করে জবাব ! একট, ফুল নয়—আমি ওই শিউলী নাড়টা থেকে সব ফুল ঝরিয়ে নিয়ে যাব ।

[পঞ্চম দৃষ্ট]

মায়েদের কোল শূণ্য

অন্তরা। একটু একটু আবছা আবছা।

যুঁধিষ্ঠির। বড়দিম্বিণি।

অন্তরা। আমার মনে পড়ে—মা শাল পাড় পরদের শাড়ী পরতো—ক
পরতো বস্ত্র বড় সিঁহুরের চিপ, এসে হুগ—নিশিতে সিঁহুর—মা আমাকে
নিরে ঘুম পাড়ানি গান গাইতো।

দীপক। চুপ কর—চুপ কর অন্তরা—আমি তোমার আঁচড়ে গল্প
চাই না। চৌধুরী বাবীর বিয়ের আবার স্বপ্ন বিলাস। সেই তখন থেকে
লোক পেছাদারের দিকে এমন ভারব তাকিয়ে আছে যেন ওই গৌরো তুতট
নিজের তাই।

সঞ্চারি। মাল! এসব তুই কি বলছিস।

দীপক। ঠিকই বলছি।

অন্তরা। আমি তোমাদের বি।

দীপক। জুঁ কি নয়—তুমি আমার বাবা পিনাকী চৌধুরীর অন্তরা—
সঞ্চারি। মালটি মিলিওনার পিনাকী চৌধুরীর বাড়ির ছালা—তুই
জানিস—আজ থেকে কুড়ি বছর আগে আজকের এই অন্তরাদীঘ বাবাই
তোমার বাবা মায়ের অন্তরাতা।

দীপক। ব্রহ্মা—ওই অন্তরাই তোকে বাঁকা গায়ে নামাচ্ছে। অন্তরা,
কিন্তু ভালো হবে না।

অন্তরা। যুঁধিষ্ঠির দাছ! আমাকে একটু থির এনে দিতে পারো। এ

থির—একটু থির। [কাঁদা]

সঞ্চারি। কাদিস না অন্তরা। তোকে শক্ত হতে হবে।

কিছুই শক্ত করতে হবে। যখন যিন পাবি, তখন এর প্রতিশোধ নিবি।

অন্তরা। সঞ্চারি।

(৩৮)

সঞ্চারি। অন্তরা, তুই তোমার স্বপ্ন সজীভের অন্তরা। বিজ্ঞান করে বা—
আঙোপে গমকে ঘোড়ে ঘুরানায় আজকের এই অপমান তুই লুকিয়ে রাখ।
গর কোন ভয় নেই। অন্তরার পিছনে এই সঞ্চারি আছে। [চলে যায়।]

যুঁধিষ্ঠির। পানের পানকে এমন গল্প ফুল ফুলিগে। কি করে দিম্বিণি? আমি
জানি—ওই ছোটদিম্বিণির বাবা। পিনাকী বাবুই—

অন্তরা। চুপ কর—চুপ কর যুঁধিষ্ঠির দাছ—

প্রহ্লাদ। বড়দিম্বিণি।

অন্তরা। কেন তুমি অন্তরের কথা যায় যায় আমার সামনে বল। আমি
তো তোমাকে বলেছি—আমার বাবা এ্যাক্সিডেন্টে যারা গেছে একথা আমি
গিমান কসি না। আমার মা ভাই যে লাগে কেটে মারা গেছে—জাতক আমার
গান্ধ হয।

প্রহ্লাদ। দিম্বিণি। আপনি কঁদছেন।

অন্তরা। তোমার দাছব কাছেই তো আমার কঁদবার জায়গা প্রহ্লাদ।
গুণ হুগের সব কথাই তো আমি তোমার দাছকে বলি। আর তো কারও
কাছে আমি মনের কথা বলতে পারিনি, অন্ত কারও কাছে কঁদতেও পারি না।
পিনাকী কাকা, জরুগা কাকীমা আমাকে বিয়ের মত খাটার। দীপক শাখাকে
যখন তখন অপমান করে।

প্রহ্লাদ। দিম্বিণি, ওরা আপনাকে কেন কষ্ট দেয়? ওরা আপনাকে
কেন এমন করে কঁদায়? আমি যদি বাবুদের বাড়ীতে ঢাকের কাছটা পাই,
আর তখন যদি ওরা আপনাকে অপমান করে আমি কিন্তু জগৎ সহজে ছেড়ে
দেব না।

যুঁধিষ্ঠির। কি করবি রে হতভাগা শেহ্লাদ—বাবুদের তুই কি করবি?

প্রহ্লাদ। বাবা আমার বড়দিম্বিণিকে কঁদান, যারা আমার বড়দিম্বিণিকে

(৩৯)

মায়ের কোল শূন্য

[পঞ্চম দৃশ্য]

বি. ষাটস, যারা আমার বড়দিকপিকে অন্নদানী বলে গালাগাল দেয়, তাহেঁদের আমি বলা টিপে মারব ।

[চলে যায়]

মুখিষ্ঠির । হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[পিছনে পাড়িয়ে মুখিষ্ঠির নাচতে নাচতে হাততালি দেয় । অন্তর্য্য বলে ।

অন্তর্য্য । মুখিষ্ঠির দাঁহ, প্রকলাব যদি তোমার নাতি না হয়ে আমার ভাই মেঘমল্লার হস্তো তাহলে আমি বৃষভান—এই পুঁথিবীতে আমার কেউ না থাক—মায়ের পেটের একটা ভাইতো আছে । [কাদতে কাদতে চলে যায়]

মুখিষ্ঠির । আছে—তোমার ভাই তোমারই আছে । কিন্তু এখন সে কখন তোমাকে আমি বসন্তে পাগবো না—দখর হোক তখন বলবো—তখন ।

[চলে যায়]

[অন্তর্য্যকে লক্ষ্যকাজ এসে বলে]

লক্ষ্যকাজ । আমি বাগানের এক কোলে বোপের মধ্যে যদে সব বেখেছি—কিন্তু ওদের কথা কিছুই শুনতে পাইনি—তবে মুখিষ্ঠিরকে আর বানেশবকে আমি চিনতে পেরেছি—বিন্দু মামাবতী মামাবতীর একি লাজ পোষাক । না না মামাবতীর ভো বৎস হরেছে—তবে কি মামাবতীর মত বেখেতে ঐ বেয়েটা আসব মেয়ে অন্তর্য্য—ই্যা-ই্যা অন্তর্য্য—কত বড় হয়ে গেছে অন্তর্য্য, দেখতে ঠিক এর মায়ের মত হয়েছে । কিন্তু মামাবতী কোথায় ? মামাবতীর সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত আমি কিছুই বুঝতে পারছি না । কিন্তু মামাবতীর সঙ্গে আমি কি করে দেখা করবো ? তাকাজী আমাকে এ অবস্থায় দেখে মামাবতী কি চিনতে পারবে ? মামাবতী কেমন আছে কে জানে । আমি এই বাগানে লুকিয়ে আদি—মামাবতী বাগানে এলেই আমি চুপি চুপি তার নামনে যাব । মামাবতী যদি চিনতে না পারে আমি আমার পরিচয় দেব—পুরুষো কথা মনে করিয়ে দেবো ।

(৪০)

শব্দ ম দৃশ্য]

মায়ের কোল শূন্য

মামাবতী তুমি এসো—আমি তোমার পথ চেয়ে যদে আছি । আমি যে তোমার কথা ভুগতে পারছি না—তুমি কি আমার কথা ভুলে গেছো—ভুলে গেছো—ভুলে গেছো—

[কান্নার ভেঙ্গে পড়ে ছবি হয় । আলো নেভে]

যষ্ঠ দৃশ্য

হুবীর মুখাজীর বাড়ী

[আবীর ব্যথার কণ্ঠে গাইতে গাইতে আসে]

গান

ভোলা কি যার ওগো

প্রথম প্রহরের স্মৃতি

ভোলা কি যার ।

[অন্তর্য্যান এসে বলে]

অন্তর্য্যান । তোমার শানের স্বরে কাজ এত ব্যথা কেন আবীররা ? আবীর । হাঃ-হাঃ হাঃ—ব্যথা তুমি কি কয়ে বুঝে ? না—না—সে সব কিছু নয়, নতুন গান নিখেছি তো, তাই একটু সময় দিয়ে গাইছিলাম । অন্তর্য্যান । যতই তুমি লুকিয়ে রাখতে চাও আবীররা—আমি কিন্তু অনেক আগেই জানতে পেরেছি—

আবীর । কি জানতে পেরেছে অন্তর্য্যান ?

(৪১)

অন্তর্যাম। তুমি—

আবীর। আমি ?

অন্তর্যাম। অন্তর্যামকে ভালবেসেছো।

আবীর। ই্যা বোনেছি, যেসেছি। আজ তোমার কাছে আমি স্বীকার করছি—অন্তর্যামকে ভালবেসে আমি যেন মনে অনেক দূর দেবে কেলেছি। কিন্তু গতকাল আমি বুঝেছি—অন্তর্যাম যাকে ভাল বেলেছে তার নাম নীলজিৎ ব্যানার্জী, সেকর্ড এ্যাণ্ড ক্যাসেট কোম্পানীর প্রোপাইটার।

অন্তর্যাম। না—না আবীরদা, তা হতে পারে না অনেকের মুখে সেই ভদ্রলোকের প্রণয় বদনাম শুনেছি। লোকটা পাকা ব্যবসাদার।

আবীর। সেতো সবাই জানে। কিন্তু—

অন্তর্যাম। ওহো কিছু নয়। আজ যদি অন্তর্যাম শিখতে আসে তুমি তাকে সব কথা বুঝিয়ে বল। লজ্জা নয় সংকোচ নয়, তুমি যাকে ভালবাস তাকে ভালোবাসেই তাকে সাধন করে দিয়ে বল—মানের পাপিরা যেন কিছুতেই অন্তর্যামের খাঁচায় বন্দি না হয়।

[চলে যায়]

আবীর। তাই বলব অন্তর্যাম। আজ অন্তর্যাম এলে তাকে আমি বলবই—অন্তর্যাম, তোমাকে আমি নাই বা পেলাম, কিন্তু আমি তোমাকে ভালবাসি বলেই আমি তোমার ভালো চাইছি।

[অন্তর্যাম এসে বলে]

অন্তর্যাম। আবীরদা—

আবীর। তুমি।

অন্তর্যাম। কি ব্যাপার বলুন তো—আপনাকে আজ যেন কেমন লাগছে আপনায় কি শরীর খারাপ ?

(৪২)

আবীর। না।

অন্তর্যাম। তাহলে কি হয়েছে আপনায় ?

আবীর। কি যেন একটা স্বপ্ন কেটে গেছে অন্তর্যাম।

অন্তর্যাম। আপনি তো গায়ক সুবর্ধক, আবার নতুন স্বপ্ন করে মোবেন।

আবীর। কিন্তু অনেক দিন ধরে অনেক পুণ্য নিয়ে যে স্বপ্নটা আমি করছিলাম, সে স্বপ্নটা তো আর কিরে পাওয়া যাবে না অন্তর্যাম।

অন্তর্যাম। আবীরদা।

আবীর। তুমি আমার সঙ্গে পাশ, দেখি সেই স্বপ্নটার দাঁড়া স্বপ্নটাকে আমার কিম্বদন্তি নিজে পারি কিনা।

অন্তর্যাম। ঠিক আছে, দেখা যাক। গানটা দেখি।

[দুজনে মুখোমুখি বসে গান গায়]

গান

ভোলা কি রাস এগো

প্রথম প্রহরার স্মৃতি

ভোলা কি যায়।

নিরন্তর সন্ধ্যার সন্ধ্যা

সবদ্য কালের মাঝে

কেন্দ্রের সুর বাজে

কিসের যাদুয়া

অন্তর্যাম। হ্যাং-হ্যাং-হ্যাং—

আবীর। অন্তর্যাম। তুমি হাসছো ?

অন্তর্যাম। আপনায় এই রাগ মিশ্রিত অস্বস্তির গান শুনে আমি না হেসে পালিয়ে না। সেদিন যাপানে বলেছিলেন গানে গানে আমাকে কিছু কথা বলবেন আজ বুঝি গান গেয়ে সেই কথা আমাকে শুনিতে দিলেন।

(৪৩)

আবীর । অন্তরা ।

অন্তরা । আপনি ভুল করছেন আবীরমা, জীবন তুল করছেন ।

আবীর । আমি ভুল করছি ।

[নীলদ্রি এনে বলে]

নীলদ্রি । নিশ্চয়ই আপনি ভুল করছেন আবীর বাবু যুগটা তো আধুনিক ।

এই আধুনিক যুগে ওই সব রাসাঙ্গারী গান কেউ শুনতে চাই না মশাই । চিকিৎসা, চিকিৎসা । আপনি আমার জীবী জীকে চিকিৎসা নিয়ে দেখিয়ে দেবেন ।

আবীর । আপনি কি আপনার জীবী জীকে নিয়ে চিকিৎসা নিয়ে বেরকর্ড এবং ক্যান্সার করে বাকারি মাত করতে চাইছেন ?

নীলদ্রি । আরে মশাই—আমি তো গান নিয়ে বিজ্ঞানন্দ করি ।

আবীর । হ্যাং-হ্যাং-হ্যাং—আপনি বিয়ে আর বিজ্ঞান এক চোখে দেখেন ।

অন্তরা । না—না—তা কেন ? নীল আমাকে ভালবাসে

আবীর । কিন্তু অন্তরা—তোমার জীবী জীবী তোমার চেয়ে তোমার গানকেই বেশি ভালবাসেন ।

নীলদ্রি । আরে মশাই—চাডুন তো ওই সব কথা । এই নিম্ন হাজার টাকা বাবুন । অন্তরাকে আপনি বেশি করে চিকিৎসা নিয়ে দেখেন । কি হলো—টাকটা বাধুন । [টাকা দিতে যায়]

আবীর । ওই হাজারটা টাকা আপনি আপনার মানি ব্যাগেই রেখে দিন । আমি টাকা বিক্রি করে অন্তরাকে গান শেখাই না ।

নীলদ্রি । তাহলে কিসের বিনিময়ে শেখান ?

আবীর । একটা শ্বপের বিনিময়ে ।

নীলদ্রি । শ্বপ ! আই মিন টাকা ছাড়া এ যুগে আর শ্বপ বলতে কি আছে ?

আবীর । আজ নীলদ্রিবাবু । আপনার অনেক টাকা আছে । সেই টাকার বাজনার আওরাকের জর যন্ত্রণা ধরে কাছে আসতে পারে না ।

নীলদ্রি । হ্যাং-হ্যাং-হ্যাং—তা যা বলেছেন । অন্তর, আমি তাহলে চলি । আবীরবাবু, তাহলে এই চিকিৎসাটা মনে রাখবেন । [চলে যায়]

আবীর । অন্তরা, তুমি কি নীলদ্রি বাবুর ইচ্ছা অনুযায়ী চিকিৎসা গানই শিখবে ?

অন্তরা । না, আমি চিকিৎসা শিখব না । আপনি আমাকে রাসাঙ্গারী সঙ্গীতই শেখাবেন ।

আবীর । এখন কি আর তোমার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ভালো লাগবে ?

অন্তরা । লাগবে লাগবে আবীরমা । ভালবাসার দ্বারা অনেক কিছুই সম্ভব হতে হয় । আপনি যখন আমার বাড়ীতে সফারকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শেখান, তখন আমার মনে হয়—আমি শুনে গিয়ে গান বাজনার আসরে গিয়ে বসি । কিন্তু পারি না । আমাকে তো বিয়ের কাজ করতে হয় । দিনকি কাকা আর অকলস কাকীমাঝে তো আপনি চেনেন !

আবীর । আমি অনেকেরই চিনি, তুমি চেন না ।

অন্তরা । তারমানে ।

আবীর । তুমি কি নীলদ্রি বাবুকে চিকিৎসা চেনো ?

অন্তরা । না চিনলে ভালবাসা কি করে ।

আবীর । তুমি তবে তারবেসেজো ঠিকই কিন্তু তিনি তোমাকে ভালবাসেননি ।

অন্তরা । হ্যাং—আবীরমা ! আপনি যা জানেন না—তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না ।

আবীর । অন্তরা !

স্বীয়। নয় জোঁ বি! যেখানে পাঁচ না—এ ঘূর্ণের এক একটা ছেলে এক সঙ্গে পতন্ত্রলো মেরের সঙ্গে ভালবাসা করছে? তার পর তারা দেখছে যে মেরের গাধার ব্যাংক ব্যালেন্স বেশি, কিংবা যে মেয়ে ভালো চাকরি করে সে যাঁই হ্যাণ্ডাই হোক আঁচ খাঁজ জাগাই হোক, তাকেই নোঁ করে ঘরে নিয়ে আসছে। ভয়নি তুইও—

আবীর। মাঃ—দাদা—তুমি চুপ কর। নিজের যাপকাটি দিয়ে তুমি খবাইকে যাপতে চেও না। পৃথিবীটা টাকা দিয়ে তৈরী নয়, এখানে মাটি আছে কার্পাস আছে। অনেক দিনের এই পুস্তকো পৃথিবীতে অনেক খাঁশত বোধ আছে। যে বোধ থেকে ভালবাসা আসে নীরবে চুপি চুপি। টাকার যাইকেল লুড়ে সেই ভালবাসাকে খুন করা যায় না।

স্বীয়। তাহলে আমিও যেমন ভুল করেছি, তুইও কি আবার সেই ভুল করতে চান? গরীবের মেয়েকে ভালবেসে নিয়ে করে আমি পথের ভিখিরী হয়ে গিয়েছিলাম—

[অজ্ঞান এসে বলে]

অজ্ঞান। স্বীয়রদা সেইজনেই বুঝি তুমি চাইছো তোমার ভাই পিনাকি চৌধুরীর মেয়ে সঞ্চারিকে বিয়ে করে রাজকজা সহ অর্ধেক রাজস্ব একদিকে পেয়ে থাক?

স্বীয়। হ্যাঁ, আমি চাই চাই। ও সঞ্চারিকে গান শেখাতে যার। ভাই আমি চাই গান শেখানোর ফাঁকে ফাঁকে সঞ্চারিকেও প্রেম শেখাব, যাতে করে সঞ্চারি ওকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়।

আবীর। টাকার এক মোত তোমার। যাতেম অঙ্ককারে হাজার টাকার মাল পাচার করে দিয়েও তোমার টাকার খিদে মিটিছে না?

স্বীয়। মূধু সামলে কথা বলাব।

আবীর। তুমিও পা সামলে লব চলবে দাদা। কারণ—এ অফিসের

(৪৭)

অন্তর। অন্তর্যাব কীরনের সব ঘটনা আপনি জানেন। ভাই আপনার কাছে আমার অনুরোধ—নিম্নকি কাকা আর অরুণা কাকীমার অন্তর্যাব থেকে বাঁচাব একমাত্র পথ এবং ভবিষ্যতের একমাত্র আশ্রয় নীলদ্রিয় প্রতি ভালবাসা আপনি ভেঙে দেবেন না।

আবীর। কিন্তু আমি যে তোমাকে—
অন্তর। সেহ করেন আমি জানি আর জানি বলেই কোড় হাত করে আপনার কাছে অনুরোধ করছি—আপনি নিজে ঈর্ষির থেকে সঞ্চারির সাহায্যে চলে যাব।

আমার সেই ভালবাসার বাসা বন্ধ করে রেখে দেবেন।
আবীর। পারলাম না, পারলাম না, অনেক চেষ্টা করেও আমি স্বাৰ্ধপনের সন্ত লোভীর মত আমার মনের কথাটা আমি বলতে পারলাম না।

[মাতাল স্বীয় এসে বলে]

স্বীয়। ভালোই তো হয়েছে, আপন চুকে গেছে। তুই সব হৈমো ভালবাসার পিছনে পিছনে ছুটে আর একটা পরং চাটুজোর দেবদাস হয়ে কি লাভ?

আবীর। কি লাভ, সে তুমি বুঝবে না।

স্বীয়। বুঝব না! বুঝব না তো নিজের জীবনটাকে আমি এইভাবে তৈরী করলাম কি করে।

আবীর। তুমি কি দাদা!

স্বীয়। আমি তোমার মত পথ্য নই। আমি বাস্তববাদী মানুষ।

মায়ের ঘূর্ণে ভালবাসা ছিল। এ ঘূর্ণে ভালবাসা হলো এক যক্ষ ভালবাসে।
আবীর। ভালোবাসা বিজনেস।

(৪৬)

সবাই জানতে পেরেছে তুমি দু'নয়, দু'খোর লোক। পাবলিক কেনে

গেলে—

বুধীর। আরে বা মা, পাবলিকের ভয় দেখান না। এ যুগে কোল যাটটা দু'নয় নয়? কোন অফিসার যু'খা না? যু'খা না থেলে সংসার কাবত চলবে? বক্স টাকা কিলো সরষের তেল, দশ টাকা কিলো বেগুন, পঞ্চাশ টাকা কম বাজারে জালো মাছ পাওয়া যায় না। পাবলিক তো বোকা, তাই তারা ট্রেন বাসের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে গ'কীতে জাঙ্গন লাগায়, পথ অব্যবস্থার ট্রেনে নিত্য নৈমিত্তিক দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে একটা কথাও বলে তোদের পাবলিকের দস্তক গুলো লিক হয়ে গেছে লিক। [গ্রন্থানতঃ]

আবীর। দাদা।

অন্তমান। সুবীরদায় কথা বাগ দাখ। আমি যে কথা অন্তরাকে বলতে বলেছিলাম তুমি সে কথা বলেছো?

আবীর। বলেছি অন্তমান কিন্তু সে আমার কথা বিশ্বাস করেনি।

অন্তমান। তাই বলে তুমি এত সহজে হাল রেখে যেবে। তাকে আর ভালো করে বোঝাবে না? কি হলো উত্তর দাও।

আবীর। হ্যাঃ হ্যাঃ—হ্যাঃ—অন্তমান। উত্তর শুনে কি লাভ হবে? অহরেক খাঁচায় যে পাখি বন্দি হয়ে গেছে তাকে আর অবশ্যের খান গুলিয়ে কি লাভ?

অন্তমান। কিন্তু—

আবীর। কোন কিছু নেই। অন্তরা নীলগিри বাকুকে ভালবাসে, তার সঙ্গে বিয়ে হবে। সে হবে বড়লোকের ঘো। বড় মেজাজ নিয়ে বড় গরিব হয়ে গে গাড়ী ছুটিয়ে পার হয়ে যাবে জীবনের অনেক পথ।

অন্তমান। আর তুমি কি করবে?

(৪৮)

[আবীর গেরে গঠ]

দাদা

পথে যেতে যেতে

যদি দেখা হয় কোনাঙ্গ

শুধায় তখন তারে

ভালো আদো তো—

ওগো, ভালো আদো তো—

এমান জবাক চোখে

তাকিয়ে কেন

কতদিন সেরে দেখা

হলো বলহুতা।

[আবীর গাইতে-২ চলে যায় অন্তমান বলে]

অন্তমান। কি হবে—আবীর! শেষ পর্যন্ত অহু'ব হবে শড়বে নাতি? যার না, আবীর! মাকুণ বাবা! মেয়েছে। কিন্তু নীলগিরি মত একটা বাজে পকে অন্তরা জামেবেছে আবীর! তা জানতো না। না—না—আমাকে এ শাবে—এই চোঁ। করতে হবে। দরকার হলে সঙ্গীর সাহায্য নিতে পারি—

[বাবার ভঙ্গিতে ছবি হয়]

শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (মূলগ্রাম)।—এর ছবি ও সেই দেখে বই কিনুন। ছবি ও সেইয়ের ওপর সিম্পল বুক সিডিভেটের কোন কানজ বাসিটকারলাগানো থাকলে বই-নেবেন না। বিশদ জানতে বইয়ের ভিতরে শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও দেবদূত গঙ্গোপাধ্যায়-এর বক্তব্য পড়ুন।

(৪৯)

[দকের পিছন বিকে লুকিয়ে গড়ে, বাঁশের এল বলে]

বানেশ্বর । কোথায় গেলি হু'জানি—এই হু'জানি ছুড়ি—ভুই কি আয়ার
একানি চোখানি খাইয়ে ছাড়বি ? কোথায় গেল ছুড়িটা ? আমাকে বলল—জল
আনতে যাচ্ছি । আমি বললাম—খবরদার সজোবেকার দায় বাসানে যাবি না ।
তুই ছুড়ি এদিকেই এয়েছে । আসবে না কেনে—হু'জানি দিন রাত হু'জানির নাতি
পেছনের পেছনে পেচনে খুঁজে । পেছনের রূপ যৌবন দেখে ছুড়ির নেশা লেগে
গেছে । তবিরে নিতাই বস করার মাহুলী নিয়ে হু'জানির সঙ্গে পিঠীত করতে
চায় । কোথায় সীজাখোঁস নিতাই আর কোথায় পেছান । তবে হু'জানি ছুড়ির
একর আছে—পেছনের সঙ্গে বিয়ে হলে মাপাবে ভাল । তাই ওদের বিয়ের
চ্যাপারে হু'জানির কাছে কথটা একদিন পাড়তে হবে । আহা ! পেছনের কি
রূপ কি যৌবন । কিন্তু আমি একটা ক্রিনিস বুঝতে পারিনা—হু'জানির সঙ্গে
যৌবনেও দেখতে ভালো ছিল না—তবিরে ওদের সঙ্গে এক সোন্দর হ'লে কি
করে ? তবে কি মারে বেঁচে ওঠেছে বলে এমন রূপ হয়েছে । না, বারো ওদব
কথা শুনে মাক নেই—হু'জানি ছুড়ি কোথায় গেল দেখি—হু'জানি—
সজাশ্ব কিছুই পাচ্ছি না—যেয়েটা । আমায় জালিরে মারলে বাপু । কিসের
শব্দ হ'লো—ওরে বাবারে কথায় কথায় তরকার হয়ে এসেছে—ওরে বাবারে
—নিউনী গাছটা । মনে মনে উঠেছে—না—না বোয়ালদা আয়ার তুমি
সেরো না—আমি তো বলেছি—আমায় কোন দোষ ছিল না—পিনাকি
বাবু তোমাকে পলাটপে মেয়েছিল, খবর কথামত তোমার লগনটা আমি
এই নিউনী গাছের তলায় পুঁতে দিয়েছিলাম—কিন্তু পিনাকি বাবু ভয়ে
আমি সেকথা কাউকে বলতে পারি না—তুমি আমাকে ক্ষমা কর বোয়ালদা—
[ভয়ে শিহিরে শিহিরে যাব]

(৫১)

সজাশ্ব দৃষ্টি

বায়-বাগান

[চোরের মত কালো কাপড়ে ধা ঢাকা দিয়ে লক্ষ্যাকান্ত এদিক ওদিক
ভ্রমণে-২ আলো]

লক্ষ্যাকান্ত । বেশ করেকদিন হলো আমি এই বাগানে লুকিয়ে আছি
বাগানের গাছের কল ধরে, আস জল খেতে বেঁচে আছি । কিন্তু কেন কে
আছি ? যাদের কল বেঁচে থাকে, তাদের সঙ্গে যদি দেখা না হয় তাহলে কে
থেকে কিল্লাত ? মায়াবতীর কোন সন্ধানই আমি পাচ্ছি না, সন্ধান পাচ্ছি
আমার ছেলে যেযমজারের । তবে কি যেযমজারকে সঙ্গে নিয়ে মায়াবতী
কোথায় চলে গেছে ? কিন্তু তাই যদি যায় তাহলে অন্তরা একা এই শত্রু পুর
আছে কি করে ? না—না আমি কিছুই বুঝতে পারছি না—আমি যে কারও
দেখা করে আসল ঘটনা জানবো তাও পিনাকির ভয়ে পারছি না । সজা
লক্ষ্যাকান্ত পেছান নামে একটা ছেলে নিউনী গাছের গোড়াটা বাট দিয়ে পহির
করে, আর পাছটাকে প্রণাম করে কি সব বলে । এই ছেলেটাকে দেখলে আমি
বুঝেছিলাম লোক বলে মনে হয় কিন্তু কেন এমন হয় ? কে এই ছেলেটা ? নিউ
পাছটার সঙ্গে ওর কি এত কথা হয় ? তবে নিউনী গাছটাকে নিয়ে একটা বক
লুকিয়ে আছে, আর কি সেই বহন্য আমাকে জানতেই হবে ।

[নেপথ্যে বাঁশের বলে]

বানেশ্বর । হু'জানি—এই হু'জানি—

লক্ষ্যাকান্ত । কে যেন এদিকেই আদে—কি হলে—খানি ? দকে গেল
খানি লক্ষ্যাকান্ত । আমায় বেগে গেলো । না—না—আমি লক্ষ্যাকান্ত গাছের পাড়ি—

[৫০]

[নন্দীকান্ত বলে]

নন্দীকান্ত । বাবেন্দর—

বাবেন্দর । [চমকে ওঠে] কে—আমাকে বাবেন্দর বলে ডাকলো—

নন্দীকান্ত । [ঢাকা হুলে ধাঁড়িয়ে বলে] দেখ তো আমার চিনতে পার

কিনা—

বাবেন্দর । [চিৎকার করে] না—ভূত—ভূত—না—না—আমি পালাই—

নন্দীকান্ত । শোন—শোন—

বাবেন্দর । বাম—বাম—বাম—ওরে বাবা [দৌড়ে চলে যায়]

নন্দীকান্ত । বাবেন্দর আমাকে চিনতে পারলো না—ভূত দেখায় মত চমকে

ওঠে গর পেয়ে পালিয়ে গেল—কিন্তু ওর কথাগুলো বলে দেল সেগুলো সব

সত্য শরতান পিনাকি চৌধুরী মায়াবতীকে গলাটিগে মেরে কেলেছে । আর

মায়াবতী লাগটা বাবেন্দর নিউলী পায়ের তলাব পুঁতে দিয়েছে ! ওঃ—আঁকি

সব করতে পারছি না—শরতান পিনাকি চৌধুরী তোকে আমি ছাড়বে না—আঁকি

তোকে গলা টিপে মেরে মায়াবতীকে মারার প্রতিশোধ নেব—চরম প্রতিশোধ

শরতান পিনাকি চৌধুরী তোমর মৃত্যুর দিন আসতে আর বেশী দেরী নেই—

খুব শিখি তোমর শব্দে আমার দেখা হবে সেইন আমি সব হিসাব যুঝে নেব—

নেব—নেব ।

[দৃষ্ট ছবি হ্রস্ব আলো নেভে ।]

অষ্টম দৃশ্য

পিনাকির ঘর

[একটি প্যাঁক্ট পরে পিনাকি ও জ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে সেজে শুকে]

অকনা আসে ।

পিনাকি । অকনা—জুনেছো—

অকনা । কি ?

পিনাকি । 'গ্রেসড' কোম্পানীর মাসিক নীলাদ্রি ব্যানার্জীর মতল নাকি

অন্তরার প্রেম চমকে প্রেম । ওরা নাকি বিয়ে করবে ।

অকনা । না, অস্তরার সঙ্গে নীলাদ্রির বিয়ে হবে না ।

পিনাকি । তবে ?

অকনা । শহরের বিব্রাত ব্যবসায়ী বর্ণপুত্র চক্রশেখর ব্যানার্জ হ একমাত্র

ছেলের সঙ্গে আমি আমার মেয়ে সঞ্জারির বিয়ে দেব । কারণ নীলাদ্রি প্রচুর

সম্পত্তির মালিক ।

পিনাকি । কাজেই নীলাদ্রিকেই আমাদের জামাই করা চাই—জাইতো ?

এ্যাই কে জাহ্নস ? এই তো নাজিকে নিয়ে যুধিষ্ঠির আসছে

[যুধিষ্ঠির ও প্রজ্ঞার আসে । যুধিষ্ঠির বলে]

যুধিষ্ঠির । পেলাম হই আজ্ঞে । পেলাম হই বাবু । এ্যাই এ্যাই হতভাগা—

পেলাম । বাবুকে পাবের কাছে—মেমসাহেবের চরণের কাছে দণ্ডবৎ হয়ে

পেলাম কর ।

প্রজ্ঞার । বাবু ! মেমসাহেব ! আমি দণ্ডবৎ হয়ে পেরাম করছি ।

অকনা । তুমি যুধিষ্ঠিরের নাতি ?

যুধিষ্ঠির। কুমি নয়—কুমি নয়—তুই বলুন যেমনায়েব। চাকরের লাড়
চাকর তো। হেঃ-হেঃ-হেঃ—

পিনাকি ও অরুনা। তোর নাম কি ?

প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদ।

যুধিষ্ঠির। আঃ—আবার প্রহ্লাদ বলে। পেল্লাস—পেল্লাস। ছোটলোক
চাকরের লাড়ি ছোটলোকের মত কথা বলবি। স্বর্গদার সভ্য কথা বলবি না।
অসভ্য চাকরের মুখে আবার সভ্য কথা।

পিনাকি। তা তোমার নাতীর চেহার টেহার তো বেশ ভালোই।

যুধিষ্ঠির। হিঃ-হিঃ-হিঃ—ক্যানো ভাতে গায় তো।

অরুনা। ক্যানো ভাতে থাকরা ছেলের পায়ে বস্ত্র অমন সুন্দর হয় কি
করে !

প্রহ্লাদ। কেন হবে না যেমনায়েব—দাঁড়ব মুখে তুনেছি আমার যাহেক
রক্ত ছিল খুব কম। বাবাও নাকি খুব ইন্দুর দেখতে ছিল।

পিনাকি। তুই নাকি আমার ছেলে দীপককে কিছুদিন আগের সময় বাপানে
অপহান করেছিন ?

যুধিষ্ঠির। চিনতো না বাবু—চিনতো না। বাঁদর তো, তাই যেতাকে
চিনতে পারিনি।

[দীপক এসে বলে]

দীপক বেশ ভালো করে চিনিরে দেবার কাজেই তোমার নাড়কে আমর
চাকর রাধব যুধিষ্ঠির।

প্রহ্লাদ। চাকর নয়—বলুন কাজের লোক।

যুধিষ্ঠির। হুপ কর, হুপ করবে হতভাগ।

[৫৪]

[যুধিষ্ঠির প্রহ্লাদের পাশে চড় মাঝে। অরুনা বলে]

অরুনা। একি করলে যুধিষ্ঠির। গৌরব গোবিন্দ যোকা ছেলটাকে চড়
মাঝে কেন ?

দীপক। আমি ওকে চাকরের কাজ দিলাম।

পিনাকি। চাকরি তো দিলি—কিন্তু শু কি কাজ করবে ?

দীপক। কেন—হারোছানি করবে।

অরুনা। কই করমান পাঠবে।

যুধিষ্ঠির। হেঃ-হেঃ-হেঃ—জুতো, শেলাই থেকে চণীপাঠ সব কাজ শুরু দিয়ে
এরিয়ে নেবেন। হতভাগা ছোটলোকের ঘরে জন্মে বাবুদের বাড়ীতে ছোট কাজ
করবে না তো কি করবে।

দীপক। এ্যাঁই—এ্যাঁই পেল্লাস ! তোর ওই গামছাটা দিয়ে আবার বাবার
পায়ের কুতো দুটো পরিষ্কার করে দে।

প্রহ্লাদ। দাঁহ !

যুধিষ্ঠির। যে না ধে। লজ্জা, কি ! জুতা পরিষ্কার করা ঘিরে কাজ শুরু কর।
একদিন জো তোকেই এ বাড়ীর অনেক কিছু পরিষ্কার করতে হবে।

সকলে। তারমানে !

প্রহ্লাদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—দাঁহ কখন বুঝতে পারলেন না ? এ বাড়ীর
বাড়ীদার বেনিন সঙ্গে আসবে না, বেনিন আমি নিজে ঝাঁটা ঘরে এ বাড়ীর
খুলো বালি ময়লা সব পরিষ্কার করে দেব। আমি খুব ভালো ঝাঁট দিতে পারি।
বাপানের শিউলী তলাটা আমি রোহু সকাল সন্ধ্যা ঝাঁটা দিই।

যুধিষ্ঠির। কথা বাদ দিয়ে কাজ শুরু কর।

প্রহ্লাদ। দাঁড়া দাঁড়া—গামছাটা বেশ ভালো করে ঝেঁয়ে নিই। বাবু
কুতোয় বদি খুলো লেপে যাব।

[৫৫]

[গায়ত্রী যেহে প্রক্কার পিনাকির পায়ের ছুতো পদিকায় কবচে

শাকে । হুটে এসে অন্তরা বলে]

অন্তরা । না—না প্রহ্লাদ—তুমি তোমার গায়ত্রী দিয়ে কারও পায়ের ছুতো পদিকায় করে দিও না ।

সকলে । অন্তরা ।

অন্তরা । আপনাদের কি অন্তর্নৃতি নেই ! দেখতে পাচ্ছেন না—এখানে থেকে আসা বোকা ছেলেরা যখনো কি বেমনার মৃতি ?

অকনা । মৃতি ছাড়া কথা বলছিস যে অন্তরা ।

পিনাকি । চাকরের হুঁশ দেখে বুঝ কষ্ট হচ্ছে তাই না ?

অন্তরা । হবেই তো কাকাবাবু । চাকরের কষ্ট তো বিয়েরাই বোঝে ।

আমিষ তো এ বাতীর ঘি ।

দীপক । কি—কি আশায় শহিনের কথাগুলো আজ বাবা মায়ের সামনে লাগানো হচ্ছে । যা—বাবার থা থেকে কোটটা খুলে নে । মায়ের হাত থেকে ত্যান্টেট বস্ত্রটা তুলে নে । কি হলো আশার কথা জমতে পাচ্ছিন না !

মৃধিষ্ঠির । পাচ্ছে পাচ্ছে দাঙ্গাবাবু—আমাদের সামনে লজ্জা করছে তো ।

পিনাকি । চাকরের সামনে বিয়ের আবার লজ্জা কিগের !

প্রহ্লাদ । কিলের লজ্জা শুনবেন ?

মৃধিষ্ঠির । শেস্তাও ! তুই শায় না ।

প্রহ্লাদ । শায়ব তো রটেই লাড়ু । চাকর যখন হয়েছি তখন খেয়ে ভোজ্যাকতই হবে । তবে আজ তো আমার চাকরের চাকরীর প্রথম দিন—তাই শেষ বাবের মত সত্যি কথাট বলে যাই । আমি ওকে দ্বিধির্দ্বন্দ্ব বলে জেজেকছি—আরও আমার আদর করে বলেছে তাই ।

সকলে । পেল্লাও !

(৫৩)

মৃধিষ্ঠির । কথা করে দিন আজ । এই বুড়ো মৃধিষ্ঠির কথা দিয়ে যাচ্ছে—আমি হস্তাঙ্গা পেল্লাওকে যেসে ধরে অগমান করে এতেবাসে এ বাতীর সজ্জের ছুতোর গোলায় করে দেব—জুতোর গোলায় । হেঁ-হেঁ-হেঁ— [চল যায় ।

সকলে । হাঃ-হাঃ-হাঃ—কিবে বিটা, কি জুনলি ! কাজ কর ।

[অন্তরা পিনাকির কোট খোলে । অন্তরা'র হাত থেকে ত্যান্টেট বস্ত্র নেয় তারপর বলে]

অন্তরা । আপনাদের পা থেকে জুতো গুলো খুলে দিন আমি জুতো রাখার আলমারীতে জুতো গুলো রেখে আসি ।

পিনাকি । একেবারেই তোকে এত নীচে নামাব না অন্তরা, মতই হোক তুই তো আমার বজু লজ্জা কাস্তের মেয়ে ।

অন্তরা । ইস—কীলহেন কাকাবাবু ? দাঁড়ান, আমি ঝাঁটন দিয়ে আপনায় চোখ মুছিয়ে দিই ।

অকনা । এ্যাই শরতানী মেয়ে, তুরে ভুবে কল খাওয়া হচ্ছে, নীলজির সব্ব প্রথম কবছিস ?

অন্তরা । ইস, তাকে আমি বিবে করব ।

পিনাকি । না অন্তরা, নীলজির সব্ব তোর বিয়ে হবে না ।

অন্তরা । কেন হবে না । আমি নীলজিকে ভালবাসি, নীলজিও আমাকে ভালবাসে । আমরা দুজনেই মনে মনে অনেক মুর এগিয়ে গেছি ।

সকলে । আবার পিছিয়ে আসবি ।

অন্তরা । না—না—আগনার আশায় এমন স্বর্বাশ করবেন না ।

সকলে । মুর হয়ে যা শরতানী । [ঠেলে দেয়

অন্তরা । আঃ—মাপো—[পড়ে যায়]

(৫৭)

[স্কাগি এসে অন্তর্যাকে তুলিতে-২ বলে]

স্কাগি । মা কোথায় পাবি—বাধা কোথায় পাবি যে অন্তর্যাবি । ভাদেব
যে কাল সাপ সংশ্লিষ্ট কয়েছে । ওঠ—আমায় কথা শোন । বিবে ভোক্ত
নীলাদ্রি বায়ু সবেই হবে ।

সকলে । কি বলিলি ।

স্কাগি । শুধু বুঝেই বলিলি । ভেতরে ভেতরে কাজেও অনেকখানি
এগিয়ে গেছি । সুক ন্যা এলিডেল । প্রমাদন বেধে ।

[নীলাদ্রি এসে বলে]

নীলাদ্রি । আমি বাইরে থেকে সকলের সব কথাই শুনেছি স্কাগি । কারও
তোমার বাধা আমাকে ভেবে পাঠিয়েছেন বলে আমি সিদ্ধান্ত আগে একে
তোমাদের গুই সবিত্তে পাঠিয়ে ছিলাম ।

সিনাকি । তুমি কি জানো নীলাদ্রি—আমি তোমাকে কেন ডেকে
পাঠিয়েছিলাম ?

নীলাদ্রি । না ।

অরুণ । আমি তোমার সঙ্গে আমার মেয়ে স্কাগির বিয়ে দিতে চাই ।

নীলাদ্রি । মিসেস চৌধুরী, চাইলেই কি পুৰিবীর সব জিনিষ পাওয়া
যায় ?

নীপক । আমার কোন স্কাগিকে তোমার পছন্দ নয় ?

নীলাদ্রি । জীবন পছন্দ—তবে শক্তিক। হিনাবে, বলার মালিক। হিসাবে
নয় ।

স্কাগি । চিরার্থ—চিরার্থ মাই জিয়ার জামাই বাবু । ডাডটা বিন—মিনিটে
মিই । ভয় নেই—পালিবে ছুঁলে কালি লাগবে না । [হাত মেলায়]

সকলে । হাত ছেড়ে দে স্কাগি ।

স্কাগি । ছেড়ে তো দেবই । আমি না ছেড়ে দিলে অন্তর্যাবি পাবে কি
নয় । অন্তর্যাবি, নীলাদ্রি জামাইবাবুর সঙ্গে হাত মেলা ।

নীলাদ্রি । না স্কাগি । নাটকের নৃত্যের মত নারিকার হাতে আমি হাত
মেলাতে চাই না । আমি অন্তর্যাকে ভালবাসি—তার চেয়েও ভালবাসি তার
গানকে । তাই তুমি তোমার বাবা বা নানাকে জানিয়ে দাও—খুব তাড়াতাড়ি
দুই স্বাক্ষরী বেধে শুভদিনে শুভ লাগে তোমার অন্তর্যাবির হাত আমার হাতের
সঙ্গে যিনিবে বলব—মুদ্রিত হস্তের তব তবজ্ঞ স্বাক্ষর যথ । হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[চলে যায়]

অন্তর্যাবি । হাঃ-হাঃ-হাঃ—কি হলো কাকাবাবু—কি হলো গো কাকীমা—
হুড়ি বছর ধরে টাকা হুড়িয়ে হুড়িয়ে অনেক কিছুই তো কিনেছেন—আজ
ভালবাসা কিনতে পারলেন কি ?

সকলে । কি বলিলি !

অন্তর্যাবি । এর চেয়ে কড়া কথা বলতে পারলাম না বলে আপনাবি । আমাকে
কমা করবেন । কারণ—বাবু বিবিদের লজ্জা না । থাকলেও যি চাকরের তো
লজ্জা আছে ।

নীপক । ওই শক্তানী মেয়েটার চূড়ের মুঠি ধরে — [এগিয়ে যায়]
সিনাকি । [দাঁড় ধরে] এ্যাঁই ! মুঠিটা একই শায়েল সামলে—জঙ্ক

আনোয়ারদের মত যেখানে সেখানে হামলে পরিদশি ।

নীপক । ঠিক আছে—খামিয়ে যখন মিলে তখন যেন লাইন ছেড়ে দিয়ে
এই নীপক চৌধুরী কর্তৃক লাইনটাই ধরবে । হাঃ-হাঃ-হাঃ— [চলে যায়]

স্কাগি । দাখা রে দাখা—বড় লাইনে খাস না—ও লাইনের সাক্ষী বড় কেউ
বরে যায় । খরগোলের মত সুমিয়ে সুমিয়ে গিয়ে দেখাবি—কঙ্কণ ব্যাটা থপ থপ
করে আগুই গিয়ে বসে আছে ।

অরণ্য। এই বে—খুব তো নাকে যুখে চোখে কথা বলছি—নীলারি
যে তোকে অপহৃত করলো তাকে তোর লজ্জা করলো না ?

সকল। ভোমারের মত বাবা মায়ের মেয়েদের লজ্জা স্কন্ধা ব্যকে নাকি ।
পিনাকি । সকাবি, নীলারি বলে গেল অস্তরায় চরে সে অস্তরায় পানকে
বেশি ভালবাসে—তার মনেটা কি ?

অরণ্য । সে পান লিখলো কার কাছে ?

সকল। তার লেখের হস্তের কাছে ।

সকল । তার মানে ।

সকাবি । বাবা, যা ছুড়ি বছরের মধ্যেই ভোমার ভোমারের জীবনের মানে
বইটাই হারিয়ে কেলেজো ! নাহলে কি করে ভুলে গেলে যে অস্তরায় মা
আর্য কাকীমার পানের গলা ছিল যত মিষ্টি কত মধুর কত মমতা মাঝানো ।

[চলে যায়]

পিনাকি । অস্তর। যদি সত্যিই মায়াবতীর মত গানের গলা পাই তাহলে খুব
চিন্তায় ব্যাপায় ।

অরণ্য । ক্যাসেট কোম্পানীর মালিক নীলারি নিশ্চয় অস্তরায় গান শুনে
কুণ্ড হয়েছ—

পিনাকি । কাজেই আশাও একদিন অস্তরায় গান শুনে হবে—
অস্তর। তার আগে ব্যক্তিগত একটা গানের আসর বসতে হবে—সেখানে
সকাবী অস্তর। জু'কেনেই গান গাইবে—

পিনাকি । যদি অস্তরায় গানের গলা সকাবীর থেকে ভালো হয়—তবে শুধু
আর গান গাইতে হওয়া হবে না—গলা টিপে শুধু গানের গলা চিরজারে বন্ধ করে
দেবে ।

[গলা টেপার ভঙ্গিতে ছবি হয়, আলো নেভে]

স্বপ্ন
সুখিরের বাড়ি
[বানেশ্বর ও প্রহ্লাদ আসে]

প্রহ্লাদ । কি বলছো বানেশ্বর দাছ ।
বানেশ্বর । আমি ছু'আনি কে খুজতে বায় বাগানে নিয়ে যা দেবেছি—তাতে
আমার শিলে ঢমকে গেছে । মাঝাৎ ব্রহ্মহস্তিরে সাক্ষাৎ ব্রহ্মহস্তি—স্বপ্ন গায়
বায়—

প্রহ্লাদ । আমি ভো প্রভুত্বিন সকাল সন্ধ্যায় স্বপ্ন বাগানে যাই, মিউজী
গানের তলাটা ঝাঁট দিয়ে পরিকার করে দিই । কই আমি কোনদিন কিছু
দেখিনি ?

বানেশ্বর । তুই বিশ্বাস কর পেছাদ—আমি যিহু কথা বলছি না ।
প্রহ্লাদ । আমার কি মনে হয় জ্ঞানো, বানেশ্বর দাছ ?
বানেশ্বর । কি মনে হয় যে পেছাদ ।

প্রহ্লাদ । ভোমার বয়েস হয়েছে, চোখে কম দেখে তাই তুমি কি দেখতে
কি দেখেছো—ঠিক নেই ।

[ছ'আমি এসে বলে]

ছ'আমি । তুই বল পেছাদ, আমি দাতুকে সেদিন থেকে বুঝিয়ে পারছি না—
দাতু যুগের যোগে কুত কুত করে টেচিয়ে উঠছে—

প্রহ্লাদ । তাই নাকি—তাহলে তো সত্যিই চিন্তায় ব্যাপায় । চল বানেশ্বর
দাছ, আজ সন্ধ্যাবেলায় স্বপ্ন বাগানে গেয়ে দেখবে বাগানে ভুত না পেতনী কি
আছে ।

বানেশ্বর । না—না—আমি বায় না—এবার আমায় দেখলে ঐ ব্রহ্মহস্তি

নির্ধাক্ত আশ্রয়কে গলাগিলে যেহে আমার স্বপ্ন হুবে খাবে—জ্বরে বাবা দে বি
ভয়ঙ্কর দৃষ্টি—দায় দায় দায়—

[চলে যায়]

হুঁ'আনি । হাঃ হাঃ হাঃ—বুড়ো বয়সে ভীষনভি হয়েছে—

একদিন । না—না—বিক্র একটা নিশ্চয়ই দেখেছে, না হলে এত ভয় পাত
কেন ।

হুঁ'আনি । পেছাৎ ।

একদিন । আমি আজ সন্ধ্যাবেলায় রাস বাগানে গিয়ে যেন থাকবো, দেখবো
কি কাছে রাস বাগানে—

[চলে যায়]

হুঁ'আনি । পেছাৎ পোন—তোমার সঙ্গে কথা আছে—হুঁয়ে চলে পেল । আমি
কোথায় হুঁ'টা মনের কথা বলবো বলে এলাম—সেটা বলতে না দিয়ে পেছাৎ
চলে গেল বত নষ্টের গোড়া আমার দাঃ দাঃ দাঃ বাজি বাই—বুড়োকে দেখানো মজা—
কুত কুত করে আমার জীবনটা আঁকিয়ে দিল বাটের মরা— [প্রস্থানোত্তত]

[লাগি হাতে বুলি যুঁধিগ্রি এসে বলে]

যুঁধিগ্রি । হুঁ'আনি—তুই আমার বাড়িতে আবার এসেছিস ।

হুঁ'আনি । নে তো বেকতেই পাচ্ছো গো বুড়ো—

যুঁধিগ্রি । কিন্তু কেন এসেছিস, আমার বাড়িতে তুই কেন আসিস ।

হুঁ'আনি । তোমার নতির সঙ্গে হুঁটো-মনের কথা বলতে আসি গো
বুড়ো—

যুঁধিগ্রি । কি বললি—পেছাৎ তোমার সঙ্গে কথা বলে ।

হুঁ'আনি । এখন একটা আখটা বলে, আগে আমার দিকে চাইতোই না ।

এখন, আড় চোখে চায় ।

যুঁধিগ্রি । তাতো চাইবেই যে ছুঁ'জী । তোমার বত ছুঁ'জীনের চোখই
হুঁকে ছুঁ'জী দরার কাঁব । কিন্তু সাবধান—পেছাৎকে আমি তোমার কাঁধে পড়তে
দেখ না ।

(৩২)

হুঁ'আনি । তাহলে কি এই ধারে তুমি পড়বে বুড়ো ।

যুঁধিগ্রি । [লাগি উসকে] জ্বরে রে শালী—এই লাগির বারি যেরে তোমার চায়
হুঁটো আমি না জাতি তো আখার নাম যুঁধিগ্রিই নয় ।

হুঁ'আনি । দাঃ ।

যুঁধিগ্রি । উঃ—বাবন হুঁয়ে চায় ধনতে চায়—হুঁ'জী চায় চিত হয়ে জ্বতে ।

তুই জামিন হুঁ'আনি—পেছাৎ কে ?

হুঁ'আনি । কে পেছাৎ ।

যুঁধিগ্রি । কে জাবান, আমার নাতী । আমার ডাড়া ঘরের ছুরারে বাধা
বাক বাজীর হাতী । আমার সেই কেপা হাতীটাই তো বন জ্বলনের বড় বড়
পাছেয় ডাঙ্গালনা গুলো পট পট করে জাঙবে ।

হুঁ'আনি । দাঃ ।

যুঁধিগ্রি । এ কথা তুই বুঝি না । এ কথা শুধু তিনি যোগেন আর আমি
বুঝি । আর কেউ বোঝে না—আর কেউ না । [চলে যায়]

হুঁ'আনি । হুঁ—নাতীকে নিয়ে বুড়োর কি মেলাক—পেছাৎকে জ্বরের
তোমার জ্বরের মত ঠিকী করতে চায়—বাবনের বাড়ীর ছেলের মত আদব
কারণ শেখাতে চায় । কিন্তু বুড়ো তুমি কি জানো আমার মত কোথায় যেয়েদের
আরবার কাঁচ তোমার বাধা একেবারে চিটিকাক ।

[নিতাই এসে বলে]

নিতাই । হাঃ-হাঃ-হাঃ—আমি সেই চিটে ফাক দিয়েই তুঁকে পড়েছি

হুঁ'আনি । তারমানে ।

নিতাই । আর তুই আমাকে ত্যাগের দিতে পারবি না । এবার তোকে
আদী হাস হুতেই হবে ।

হুঁ'আনি । কি—আমি যানী হাস হয় ।

(৩৩)

নিতাই । হ্যা—ভাকবি । শ্যাক প্যাক । আমি বলব—বেধ বেধ ।
[পলায় মাছলি গরে মাছলি দেখায় । ছুঁ'আনি হাসতে হাসতে বলে ।
ছুঁ'আনি । হাঃ-হাঃ-হাঃ—ওরে ব্যাক ব্যাক শ্যাক শ্যাক শেয়াল—ভাহলে
শোন—

নিতাই । পরে শুনব, আগে তুই এদিকে তাক ।
ছুঁ'আনি । তোকে ছাড় আমি আর একদিনও বাঁচব নায়ে ।
নিতাই । উঁহুঁ বাবা—বলীকরনের মাছলি ।
ছুঁ'আনি । কয়েক জাতি—আব না ।
নিতাই । বাই ফাই—ধাক্কা ন—
ছুঁ'আনি । ভোয় জোখ দুটো কি মিষ্টি—
নিতাই । কত দিন পরে এলো বৃষ্টি—
ছুঁ'আনি । জুই বৃষ্টি এলো না যে মুখশোড়া, মিষ্টি করে একটা মাছও পড়লো ।

[ছুঁ'আনি নিতাইয়ের পাশে চর ঘেরে চলে যায়]

নিতাই । কি—তুই বশ না হয়ে আমার গালে চর ঘেয়ে পাঁজিরে গেলি ?
নেতাইকে তুই চিনিস না শালী—তোকে আজ হাতেই আমি—না, তোকে নহু
সেই শালী আমি কে ঠাকুরকে ধরব ।
[অস্থানোভত]

[কামাক্ষা আসে । সঙ্গে বাঁদল । কামাক্ষা বলে]

কামাক্ষা । ধ্যানে নিত্য মহেশ্বর যজ্ঞত পিহি নিত্য—
নিতাই । পরশা কেবত হাও ।
কামাক্ষা । নিত্য—
নিতাই । জাবমানে ?
কামাক্ষা । চাক চক্র বতঃ শংকর করজলায়গ ।

নিতাই । রাখে তোমার পু দর । তোমার বলীকরনের মাছলি কিছু
নাথ করিনি ।
কামাক্ষা । কি করে কাজ করবে—তুই তো মাছলিটা শুদ্ধ করে নিসনি ।
নিতাই । সে কথা তো আমাকে বলনি ।
কামাক্ষা । এসন্নয় পদ্মশনর—

বাঁদল । কামিকে ঠাকুর ।

কামাক্ষা । বাঁদল, ব্যাকি কথাই তুই বলে যে ।

বাঁদল । তাহলে পোন নেতাই । ওস্তান বলছেন—

নিতাই । কি বলছেন ?

বাঁদল । মাছলিটা কালি মধ্যে শুদ্ধ করতে হবে ।

নিতাই । কালি মধ্যে ।

কামাক্ষা । কালি তজ্জে ।

নিতাই । কিছ এখানে তো যা কালি নেই ।

কামাক্ষা । ছুঁ'আনিই হবে কালি ।

নিতাই । এ্যা !

বাঁদল । আর ছুঁ'আনি হবে শিব ।

নিতাই । শিব !

কামাক্ষা । ই্যা—নেতাই শিবের বুকে পা পিষে ছুঁ'আনি কালি হয়ে পাড়াবে ।

নিতাই । কি ভাবে ?

কামাক্ষা । বাঁদল, তুই শিব হবে যা । আমি উল্লঙ্ঘনী নৃত্য করতে

ভে কালি হয়ে যাই ।

[বাঁদল শিব হয়ে জায় গড়ে, কামাক্ষা তার বুকে কালি হবে
পাড়ায়ে, নেতাই বলে ।]

নিভাই। মা-গো! আমার এই মাতুলি! শুদ্ধ করে দাও।

কামাক্ষা। ব্যাস, তোর মাতুলি শুদ্ধ হয়ে গেল। এইবার এই শোকের
রাখ। এটা দু'জানিকে দেখাশোই দু'জানি মা কালি হয়ে তোর বুকে ঠাড়াবে

বাদল। তার কিছুক্ষণ পরেই কাজ শুরু হবে

নিভাই। কাজটা কি বকতম হবে?

কামাক্ষা। দু'জানি তোর বশ হয়ে যাবে। তুই তার হাত ধরবি, সে তোর

হাত ধরে গেয়ে উঠবে—

[কামাক্ষা যোগেশের হাত নাচতে-২ গায়]

গান

হগো আমার প্রাণের বধ,

মধু খেতে আসবে কি

আঁখি যে তোমার ফুল কুমারী

আমার ভাল বাসবে কি—

বাদল। দিন তা যিশ্বি তিনা—তিন ত' তিন্ত তিনা।

[কামাক্ষা নাচতে-২ গাইতে ২ বাদল মূর্খে বাজাতে-২ চলে যায়।
নিভাই বলে]

নিভাই। দু'জানি। এবার তোকে দেখে নেব। বশ না হয়ে যাবি কো-
—বশ করে তোকে দু'দিন কাছে রেখে তিন দিনের যেন—

[দুই পথে আসে প্রহ্লাদ ও দু'জানি। প্রহ্লাদ বলে]

প্রহ্লাদ। জনোয়ার দীপক চৌধুরীর কাছে পাঠিয়ে দিবে তাই না?

নিভাই। শেজাদ!

প্রহ্লাদ। আল্লাহ তোর বেষ্টনে যাবে যে পাঁজাখোর নেতাই।

নিভাই। দু'জানি!

কামাক্ষা। দু'জানির দশ তুই খবদার কথা বলবি না।

নিভাই। একশোবার বলব। দু'জানি আমার। তার থেকে তোকে এক

দশ মিনি ভাঙ্গ দেব না।

কামাক্ষা। তাহলে শোনয়ে নেতাই—কাল বাবুদের বাড়ীতে যেমন মাটি

শট লোকটার মাথা কাটরে দিয়েছি—কাজ তোর মাথাটাও তেমনি

কাটবে।

নিভাই। তাই নাকি রে শালা পেরো তুত। ওই ছুঁড়িটার ছোয়া শেষে
বদলে খুঁজ তেল হয়েছ—তোমার তেল চুবুছুনি আমি ঘুটিয়ে দেব।

নিভাই। তাহলে মে-মেরে লেডি কুমারবাচ্চা। দীপক চৌধুরীর পরে
লগানো হাতটা তুই এগিয়ে যে।

[প্রহ্লাদ নিভাইয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাকে কেল দিয়ে
থুকে পা দিয়ে হানতে থাকে]

আঁখি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

নিভাই। [প্রহ্লাদের হাত ধরে টেনে বলে] একি কখুজিস—ও মরে যাবে
পাখিরে নে বলছি। তুই কি পাগল হয়ে পেলি নাকি।

[দু'জানি ওকে সরিয়ে দেয় নিভাই পালাতে-২ বলে]

নিভাই। ঠিক আছে—আমি এর বদলা নেব পেছাদার। আজ যেমন তুই
থুকে পা দিয়ে ঠাড়িয়েছিস—তোমার বুকেও তেমনি পা দিয়ে ঠাড়াবে
চৌধুরী। কখাটা বেল মনে রাখিস।

কামাক্ষা। -আরে বা বা—তোমার দীপক চৌধুরীর নেশা আমি জ্ঞাবব। তার
নাকি চৌধুরীর বুকে বলে একখানা একখানা তার পাঁজা খুঁজে নেব।

ভায়রর কোর মৃত্যুটা হিঁড়ে হুড়ার মুখে কেলে দিয়ে আমি পাগলের মত হুঁ-হা-হাঃ—

হুঁ'আনি, চুপ কর—চুপ কর বলছি পেজাদ। এমন করছিস কেন ? করে হানাহান কেন ? তুই বজর ঘেসে গেছিস। কি হয়েছে তোরা ?

এফ্লাদ। আমার—

হুঁ'আনি। তুই আমার পাশে বল, আমি তোকে ভালবাসার গল্প শোনাই

[হুঁ'আনি ও এফ্লাদ পাশাপাশি বসে যুধিষ্ঠির এসে বলে]

যুধিষ্ঠির। উঠে আর—উঠে আর হতভাগা—ওই ঘেরেটার কাছ উঠে আর।

এফ্লাদ। নাহ। [উঠে যায়]

যুধিষ্ঠির। কোনদিন তুই ওই হুঁ'আনির সঙ্গে মিশবি না।

হুঁ'আনি। তবু তুমি আটকাতো পারবে না। একটা কথা কান দিয়ে নেবে—গাই বাজুরে ডাব থাকলে বনে গিয়ে দুধ দেবে। [চলে যায়]

যুধিষ্ঠির। কি বললি হুঁ'আনি ছুঁড়ি—

এফ্লাদ। তুমি আমাকে হুঁ'আনির সঙ্গে হেলামেল করতে সাও না দাঃ।

যুধিষ্ঠির। ওয়ে হতভাগা। ও হলো গিয়ে হুঁ'আনি—আর তুই হুঁ'আনি—টাকার সঙ্গে কি হুঁ'আনির মিল হয়।

এফ্লাদ। নাহ।

যুধিষ্ঠির। তোরা বিয়ে হবে বড় বাজীর ঘেরের সঙ্গে। তুই মটর পা ছেপে বিয়ে করতে যাবি। কত বাজনা বাকি থাকবে। লোকজর ঠাই চ করতে তুই তখন হান্দারী নাড়তোকে নিয়ে কত আমোদ আভাদ করবি। আর আমি—

এফ্লাদ। ভুনি।

যুধিষ্ঠির। তাহে আশা বুজো গরুর মত জীবনের পোয়াল দুধারে শুয়ে সেই গানো দিনের আধর কাটব। তুই তখন একবারও এই বুজোটার দিকে কিজ্ঞেও গাব নায়ে হতভাগা—চাইবি না। 'কামা']

এফ্লাদ। নাহ—নাহ—মাঝে মাঝে তোমার কি হয় বলতো। এমন সব গাটা পাট্টা কথা বল—আমি কিছুই বুঝতে পারি না। মা'বখান থেকে আমার পায় বজর উঠে যায়। আমি চাকর হয়ে বাবনের সম্পর্কে আশা জামল কথা বল কেনি।

যুধিষ্ঠির। পেজাদ।

এফ্লাদ। আমার মনে হয়—আমি চাকরের ছেলে নই, আমি তুল কমে চাকরের ছেলে হয়ে জন্মেছিলাম। চাকরের কাজ করতে আমার ভালো লাগে না। গরুর কাছ করতে আমার খুব কষ্ট হয়, কান্না পায় মাজু। তোমার কথা শবে আমাকে সব গছ করতে হয়। কিন্তু আমি আর পারছি না দাতু, আমি আর কষ্ট সহ্য করতে পারছি না। [কাঁদতে-২ চলে যায়]

যুধিষ্ঠির। কি করে সব করতে পারবে শোকাধর, সবাই জোয়ার চাকর যুধিষ্ঠিরের নাতি বলে জানলেও আমি তো জানি তুমি কে—তোমার পায়ে বে দবলোকের মজু সেই মজু কি কখনও যেইযানী করে—করে না ডাই সময় নেই তোমার আপল পরিচয় আমি জানিয়ে দেবো কিজ্ঞ তাই আগে পর্যন্ত কষ্ট লেগে চাকরের কাজ বে করতেই হবে—[প্রস্থানোত্তত]

[বানেশ্বর এসে বলে]

বানেশ্বর। পেজাদ কাঁদছে কেন গো যুধিষ্ঠির খুজো।

যুধিষ্ঠির। কাঁদছে।

বানেশ্বর। ই্যা—কৈহে কৈহে মুখটা ঝাল করে ফেলোচ। হুঁ'আনি তাকে করাচ্ছে।

মায়ের কোল শূন্য

যুধিষ্ঠির । আবার হুঁআনি ।

বানেশ্বর । তুমি এক কাজ কর যুধিষ্ঠির খুজো—হুঁআনির সঙ্গে নাতি শেক্সপেয়ার বিয়ে দিয়ে দাও ।

যুধিষ্ঠির । না—তা হয় না যে বানেশ্বর—তা হয় না ।

বানেশ্বর । কেন হয় না—জ্ঞানী তো দুজনেই দুজনের পার্শ্বি বর । দাদা আর হুঁআনিও দাদা ।

যুধিষ্ঠির । চুপ কর—চুপ কর তো বানেশ্বর ।

বানেশ্বর । তোমার নাতি ফরসা বলে তোমার খুব অজ্ঞকার তাই কিন্তু তুমি আমার একটা কথার উত্তর দেবে যুধিষ্ঠির খুজো—তোমার ছেলের ছেলের বোঁ তো দুজনেই কানো ছিল । মাহু বানেশ্বরকে ভালো ছিল । তোমার নাতির এমন ধল হলো কি করে ? বাবুর বাবীর ছেলের মত হলো কি করে ? তাহলে কি তোমার নাতি শেক্সপেয়ার তোমার আদল নাতি

যুধিষ্ঠির । তবে যে হারামজাদা বানেশ্বর—আজ তোর একদিন কি একদিন । আমার নাতি আসল নাতি নয় ? পাগল কোথাকার কোথাকার—তোকে আজ আমি মেরেই ফেলব—মেরে শেষ করে দেব ।

বানেশ্বর । থবদীর—

[ছুই বুজো হাতা হাকি করে . বানেশ্বর পড়ে যায় । যুধিষ্ঠির ভুল বুঝতে পেরে বলে]

যুধিষ্ঠির । ভুল হয়ে গেছে । বাবুর বাবীর পুরণে চাকর এই যুধিষ্ঠির হয়ে গেছে । ওঠ—ওঠ রে বানেশ্বর । আমি তোর গায়ের মুনো বিচ্ছিন্ন । ছুই তোর যুধিষ্ঠির বুজোকে কমা করে দে—কমা করে দে ।

[যুধিষ্ঠির বানেশ্বরকে তুলে, খুজো খেঁজে দিয়ে তার হাত ধরে কমা চায় । আলো নেভে ।

(৭০)

দুর্লভ দুখ

চৌধুরী ষটেজ সল্লগ মঞ্চ

[আনন্দ ভক্তরা পিছনে সফ-হী আসে]

ভক্তরা । না—না—সকারী আজকের মাংসানে আমি কিছুতেই গান গাইবো না

সকারী । আমার বাবা মা না জ্ঞানলেগে তুমি তো আবীরদার কাছে গান শখিস, তাহলে কেন তুমি মাংসানে গান গাইবি না । গান তোকে পাইতেই হবে ভক্তরা ।

ভক্তরা । সকারী—

সকারী । আজকের গানের কর্মপটিনানে আমাকে হুঁদিরে দিয়ে আমার বাবা মাংসানে না কে বাবা মনে দিয়ে প্রমাণ করে দিতে হবে যে আমার চেয়ে তুমি অনেক ভালো পাইতে পারিস ।

ভক্তরা । না—না—আমি জিততে চাইনা । তুমি বাইকে জামিয়ে—আজকের গানের কর্মপটিনানে আমি গান গাইবো না ।

[আবীর এসে বলে]

আবীর । কি বলছো ভক্তরা । গনাকি কাকা, জরুরী কাকীমা কত সাধ করে তোমার গান শুনতে চেয়েছেন—তোমার গানের গলা কত সুন্দর তা প্রচার করার আজ এত টাকা ব্যয় করে এই মধ্যে গানের কর্মপটিনানের আয়োজন করেছে, আর তুমি বলছো গান গাইবো না ।

সকারী । আবীরদা ।

আবীর । তুমি প্রথমে বাকী হওনি, কিন্তু পরে তুমি আমাকে গান গাইবে

(৭১)

বাস্তবের কোল শূন্য

বলে কথা দিয়েছো—কাছেই আছ যদি ফাঁশানে গান না পাও তাহলে সকলে কাছে আমি ছোট হয়ে যাব।

অন্তরা। ছোট হয়ে যাবেন।

সঞ্চারী। তা হবে না। নীলাদ্রিগাবুর অহরোধে উনি তোকে পোষা কোয়ার নিয়ে গান শেখাচ্ছেন।

অন্তরা। সঞ্চারী—

সঞ্চারী। তাহাড়া তুই কেন বুঝিস না অন্তরা যদি যে আঁকে প্রতিযোগিতার জেতার ওপর নির্ভর করছে তোর জীবন-যৌবন উল্লসে।

অন্তরা। ভবিষ্যৎ—

আবীর। হৃদয় একটা ভবিষ্যৎ, বস্তুত্ব একটা ভবিষ্যৎ, যে ভবিষ্যতের বস্তু তুমি মনে মনে অনেক আগেই দেখে ফেলছো। যে হৃদয়ের সীমানার মধ্যে আঁক কাগজ প্রবেশের অধিকার নেই।

সঞ্চারী। আবীরদা, আপনি কি তাহলে—

আবীর। না—না—আজ আর কোন কথা নয়। তুমি জানো না সঞ্চারী অন্তরা নিজের আঁকে বলেছে—নীলাদ্রি গাবুর সঙ্গে ওর ভালবাসার বাসা বেঁধে দিতে তাই অন্তরাকে জিজ্ঞেসেই হবে।

অন্তরা। কিন্তু সঞ্চারীর সঙ্গে গানের কমিটিশানে আমি জিতবো কি করে? সঞ্চারী তো আমার থেকে ভালো গায়।

সঞ্চারী। আরো বাগা—আমি প্রথমে গান গাইতে গিয়ে ভাল গান গাইবো না, গানের বাণী ভুলে গিয়ে উল্টো পাঠ্য। বাণী বলে দেবো—কালতে কাগজে বসি কপতে করতে উঠে পড়বো, তারপর তুই গান গাইবি। আর তাহলেই প্রমাণ হয়ে যাবে তুই আমার থেকে ভালো গাইতে পারিস—

(৭২)

সশম দৃষ্টি]

মায়ের কোল শূন্য
অন্তরা। কি বলছিস সঞ্চারী তুই আমাকে জেতার জন্তে এত কাণ্ড করবি! তুই আমাকে ভালবাসিস!

সঞ্চারী। অন্তরা যদি, তোকে আমি কতখানি ভালবাসি সে কথা আমি তোকে বোঝাতে পারবো না। অন্তরা যদি, আমার বাবা মা আমাকে, এখানে একটু অজিনব করতে হবে।

আবীর। ই্যা, হৃদয় অতিনয় করতে হবে, নাও শুরু কর, সকলে একসাথে হেসে ওঠো—হাঃ হাঃ হাঃ—

অন্তরা। হাঃ হাঃ হাঃ—

[পিনাকি ও অরুণা এসে বলে]

অরুণা। বাঃ বাঃ—কাঁধখানে গান শুনে বলে কত লোক মাঝে মাঝে তখন থেকে বলে আছে আর তোমরা হাসাহাসি করছো!

পিনাকি। আবীর, গানের কমিটিশানে কখন শুরু হবে—

আবীর। সঞ্চারী কার সঙ্গে গানের কমিটিশানে করবে কারাবাস?

অরুণা। কেন, গানের পাণ্ডা সুমাত্রী অন্তরার সঙ্গে। ওর নাকি সঙ্গে হয় আছে, ওর মায়ের যত কষ্ট পেয়েছে—

আবীর। একথা আমি কোনদিন বলিনি কারীমা—

[দীপক এসে বলে]

দীপক। কোন সাহসে বলবে, কষ্ট তো কারেক্ষয় যত কাঁ কাঁ—

সকলে। হাঃ হাঃ হাঃ—

[অরুণা এসে বলে]

অরুণা। কি হলো আবীরদা, শোভাভাষা যে খেঁচা হাফিয়ে ফেলছে, এবার কাঁধে গুলি বয়ে গেল—

আবীর। ই্যা—শুরু করবো, এখনও তো নীলাদ্রি বাবু এসে পৌঁছাননি।

(৭৩)

[প্রহ্লাদ এসে বসে]

প্রহ্লাদ । এসে গেছে, নীলাদ্রি জায়াহিবাবু পাড়ী থেকে নেমে এদিকেই আসছে ।

নীলক । এ্যাই প্রহ্লাদ, চুপ করে বস—

প্রহ্লাদ । বসছি—বসছি— । একপাশে বসে ।

[বৃধিষ্ঠির ও বানেশ্বর আসে]

বৃধিষ্ঠির । আমরা কোথায় বসব, জামরা—

প্রহ্লাদ । ও দাঁড়, ডোমরা আমার পাশে বস ।

বৃধিষ্ঠির । কইরে বানেশ্বর বস, বস— [দুজনে প্রহ্লাদের পাশে বসে]

পিনাকি । [বানেশ্বরকে] কিরে তুই বানেশ্বর না ?

বানেশ্বর । আজ্ঞে ই্যা বাবু, আমি বানেশ্বর, আপনার সেই পুরনো চাকর—

মনে আছে—আপনার সব কথা মনে আছে—

পিনাকি । শুনে ছিলাম তুই পাগল হয়ে পিঁপেছিলাম—ভাঙলে সে কথা কি মিথো ?

বৃধিষ্ঠির । না—না বাবু মিথো নয় । ও ব্যাটা পাগলই তো । দিনশ্রান্ত তুত দেখে আর আবোল তাবোল বলে । আপনাদের বাড়ির লাগনে গানের আসর যদুছে শুনে আমি বজলম—চল পাগলা বানেশ্বর বাবুদের বাড়িতে গান শুনে আমি চল

আবীর । আপনারা সবাই চুপ করে বসুন, আমরা আজকের গানের লড়াই শুরু করছি—

নীলাদ্রি । ই্যা, শুরু করুন আবীরবাবু আমি এনে গেছি—

পিনাকি ও অক্ষয় । এনো এনো নীলাদ্রি এসো—

[ওরা সকলে যেকের পাশে বসে, আবীর বলে]

আবীর । মাননীয় প্রোফুসরসী, আমি আজকের কাংনান শুরু করছি—

(৭৪)

আজকের লম্বুঠানে গান গাইবে কুয়াসী অস্তরা ও কুয়াসী সঞ্চারী—প্রথমে গান গাইবে কুয়াসী সঞ্চারী—সঞ্চারী শুরু কর—

সঞ্চারী । [গলা কেড়ে] নমস্কার । আমি একটি বাগ প্রদান গান গাইছি—
যে গানটি আমার মাটার মশাই আমাকে শিখিয়েছেন—

[গানের আগে মাজকোব বাগে একটু জালান করে—আ—]

গান

গুণ প্রদীপ জ্বাল

কে করে গো আরতি

কাসির মাটা বাজে

নেই তার বিরতি—

দ্বিমিত্রিক দ্বিমিত্রিক তালে—

[গানের বাণী তুলে যায়—এক কথা বায় বায় বলে ,

সকলে । সঞ্চারী—

আবীর । কি হলো—গানের বাণী তুলে গেছো ?

[সঞ্চারী আবীর গাইবার চেষ্টা করে পাইতে না পারার অভিনয় করে উঠে,
বাণী বলে—সুর তুল করে কাশতে থাকে, ভয়াক ভোল]

সকলে । সঞ্চারী—

দর্শক । বস্তু করুন—ওর গান আমরা শুনতে চাইনা—

আবীর । অস্তরা, তুমি শুরু কর—

[অস্তরা গায়]

গান

গুণ প্রদীপ জ্বাল

কে করে গো আরতি

কাসির মাটা বাজে

নেই তার বিরতি

(৭৫)

বর্ষক । যাঃ—বাঃ—

প্রিমিকি টিমিকি ভালো

বাঁজছে মৃদু

কর ধর কাঁপে তাই

শুভাশিসী অল

বিশ্বজনক, লাভ পূর্ব সঙ্গ

অব ডাঁক করে

পেয়ে প্রেম জোড়ি

পুষ প্রদীপ জ্বালি

কে করে গো আরাতি

বর্ষক । যাঃ—বাঃ—দারুণ, দারুণ, জবাব নেই—

[সবলে হাততালি দেয়]

[পিনাকি অকণ, দীপক রেখে যায় কিছু সবার মাঝে

সবেরও হাততালি দেয়]

নকলে । যাঃ—বুব ভাল পেয়েছে—

পিনাকি । অন্তরার গানের গলা সত্যিই ভালো—

সকালী । নীলাদ্রি বাবু, আপনি কিছু বলবেন না ?

নীলাদ্রি । ই্যা, আজ আমি সব সময়ে খোঁজা করছি—আজকের সজীত প্রতিযোগিতায় বিজয়িনী অন্তরাকে আমি আমার জীবন সঙ্গিনী হিসাবে গ্রহণ করবো—

[সকলে হাততালি দিয়ে শুভেচ্ছা জানায়, দৃষ্টি ছবি হয়, আলো নেড়ে অন্তরা চাঁড়া নকলে চলে যায়]

একাদশ দৃশ্য

অন্তরার ঘর

[আলো জ্বললে অন্তরা জোড় হাত করে বলে]

অন্তরা । ভগবান আমাকে রক্ষা করেছে । রক্ষা করেছে আমার যা বাবার আশীর্বাদ আজকের এই ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে । বাবা মা ! তোমরা কর্তৃ থেকে তোমাদের মেয়েকে চিরকাল আশীর্বাদ করো আশীর্বাদ করে নক্ষত্রিকণ্ড । কারণ—সে আমাকে সাহায্য না করলে আমি জিততে পারতাম না । সে যেমন রক্ষা রেখেছে, তেমনি কথা রেখেছেন আশীর্বাদ । ওদের দুজনের সাহায্যে নীলাদ্রির সঙ্গে আমার বিয়ে হবে । বিষের পরে আমাকে এ বাড়ী থেকে চলে যেতে হবে । কিন্তু এই বাড়ী ছেড়ে আমি কি করে যাব—এ বাড়ীর এখানে সেখানেই তো ছাড়িয়ে ছিটিয়ে শক্ত আছে আমার যা বাবা ভাই মেঘমল্লারের হাজারও স্বাভি—আঃ—কে জ্ঞাস্তি—অনেক রাত হয়েছে—এবার আমি ঘুমিয়ে পড়ি ।

[এক সুঠো শিউলী ফুল নিয়ে প্রহ্লাদ এসে বলে]

প্রহ্লাদ । দিবির্মান—ও দিবির্মান !

অন্তরা । কে—

প্রহ্লাদ । আমি প্রহ্লাদ ।

অন্তরা । প্রহ্লাদ ! তুমি তাহলে বাড়ী বাঙালি ?

প্রহ্লাদ । বাচ্ছিকায় আপনাত গান শুনে এক বুক আনন্দ নিয়ে বাগানেই ভেতর দিয়ে বাচ্ছিকায়, এমন সময় দাড় মললে—পেছাদ, কিছু শিউলী ফুল ছড়িয়ে নিয়ে গিয়ে তোর দিবির্মান হাতে দিয়ে আয়, আর বলে আয়—দিদি ! এটা তোমার মারের আশীর্বাদ ।

অন্তরা । শুয়ে প্রহ্লাদ । আমার মারের আশীর্বাদ আমার মাঝে তুলে দে

[প্রহ্লাদ অস্ত্রমার মাথার শিউলী ফুল দেখে, তারপর বলে]

প্রহ্লাদ । আমি আর তোমাকে দ্বিধামি বলব না ।

অন্তরা । তবে কি বলবি ?

প্রহ্লাদ । দ্বিধি বন্ধ । [দ্বিধি]

অন্তরা । প্রহ্লাদ !

প্রহ্লাদ । ও দ্বিধি—দ্বিধি গো ! তোমার বিষের সময় আমি কিন্তু তোমার কাছ থেকে একটা নতুন জামা কাপড় নেব ।

অন্তরা । প্রহ্লাদ !

প্রহ্লাদ । সেই নতুন জামা কাপড় পরে তোমার বিষের খিনিষ পত্র এই এমনি বস্ত্রে মাথার নিরে তোমার সঙ্গে তোমার খণ্ডর বাজী বাব । খণ্ডর বাজী পরিয়ে আমাকে ষারোয়ান বলে, ঢাকব বলে তাজিহে দেবে না তো ! [দ্বিধি ? বল না]
দ্বিধি—দ্বিধি গো—বল না বল না— [কাঁদতে-২ চলে যায় ।]

অন্তরা । ধরে প্রহ্লাদ ! তুই তনে য—হেলেট ! কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলে—আমার কথা শুনে গেল না ।

[পোনার হার নিয়ে পিনাক ও অরুনা আসে]

পিনাকি ও অরুনা । অন্তরা !

অন্তরা । কাকা—কাকীমা ! আপনারা এত যাত্র—

অরুনা । থাকতে পারলো না মা অন্তরা, তোমার বাবা মায়ের মূখ জুটো মনে পড়ে গেল ।

পিনাকি । যেন পড়ে গেল মানে—বুটো কেমন মূজতে মূজতে উঠলো ।

অরুনা । তা উঠবে না কেন গো—সকামিক হারিয়ে দিয়ে অন্তরা

মা জিতেছে ! একি কম আনন্দের কথা !

অন্তরা । কাকীমা !

পিনাকি । তোম কাকীমা তো ! অল্লাহে একেবারে আটখানা ।

অন্তরা । আর আপনি ?

অরুনা । তোম কাকা ? সেই তখন থেকে শুধু বোকার মত কাঁদছে আর কাঁদছে । তাই আমি বললাম—কাঁদছে কেন গো—চল না, মেয়েটাকে কিছু উপহার দিয়ে আসি ।

অন্তরা । উপহার !

পিনাকি । পোনার হার—হীরে পান্না সেটিং করা পোনার হার ।

অরুনা । ওই হারটা সকামির জুড়ে কিনেছিলাম ।

পিনাকি । কিন্তু তুই জিতেছিস বলে...

অরুনা । তোম পলাডেই পরিবে দিতে এলাম ।

পিনাকি ও অরুনা । জাবলাম—অন্তরাও তো আমাদের বেয়ের মত ।

অন্তরা । কাকীমা !

অরুনা । আর তো মা—এই হারটা পরে তোকে কেমন মানার একবার দেখি ।

পিনাকি । জেতার উপহার, হাও তো ।

[অরুনা অন্তরার গলায় হার পরিয়ে দিয়ে পলাটিপে ধরে । অন্তরা

ছাড়াবার চেষ্টা করে বলে]

অন্তরা । ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও বলছি—

অরুনা । ছেড়ে দেব—অরুনাও মেয়ে কোথাও ।

পিনাকি । তোম পলাটিপে একেবারে শেষ করে দেব ।

অন্তরা । জাঃ—নাঃ মা—

[পিনাকি ও অরুনা অস্তুরকে কোলে নিয়ে তার গলা টিপে ধরে ।

অস্তুরা জ্ঞান হারায়, বিহ্বল চমকায় । নহনা কাপড় ঢাক

নিয়ে লক্ষীকান্ত এসে বলে]

লক্ষীকান্ত । ছেড়ে দে—ছেড়ে দে বন্ধু—জানাব যেথেকে তোরা ছেড়ে দে । নাহলে এখনি আমি তোদের গলা টিপে মারবো—তারপর তোদের বুকে বসে হাড় পাঁজরা গুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খাব—চুয়ে চুকে খাব—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

পিনাকি ও অরুনা । কে ছুঁয়ি ।

লক্ষীকান্ত । কে তুই—কি জানা করছিস । আমাকে চিনিস না । তাহলে দেখ—যেখ আমি কে—পিনাকি চোঁবুয়ী । শরতানী অরুনা—বেশ ভালো করে চেয়ে দেখ আমাকে চিনতে পারিস কিনা । হাঃ-হাঃ-হাঃ—[মুখের ঢাক খোঁজে] ।

পিনাকি ও অরুনা । একি—কে ছুঁয়ি—

লক্ষীকান্ত । আমি লক্ষীকান্তর প্রেতাঙ্গী—প্রেতাঙ্গী হয়ে হুড়ি বহুর বুয়ে বেড়াছি । প্রতিশোধ চাই প্রতিশোধ ।

পিনাকি ও অরুনা । না ।

লক্ষীকান্ত । ইয়া—আমাকে মেরে কোর প্রতিশোধ—মামাবতীকে মেহে কোর প্রতিশোধ—আমার যেখজ্ঞারকে মেরে দেওয়ার প্রতিশোধ—অস্তুরাকে মারতে চাওয়ার প্রতিশোধ—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

পিনাকি ও অরুনা । না—না—[পাকাতো যায়]

লক্ষীকান্ত । কোথায় পালাবি—আমি তোদের ছুঁয়ে দেব ।

অরুনা । না—

লক্ষীকান্ত । ছুঁয়ে দেব । তারপর বাড়ি বুটকে মড়ক খাব । পেট থেকে তোদের বাড়ি ছুঁ'ড়ি টেনে টেনে ছিঁড়ে খাব । হাঃ-হাঃ-হাঃ—

অরুনা । পাগলি এয়া—ই তরুণ প্রেতাঙ্গীর হাত থেকে বাঁচতে না তো পাগলি এয়ে—[চল যায় ।

পিনাকি । ঠাড়া শরতান—আমার শিশুরটা নিয়ে আসি—তারপর দেখবো ঠাড়া ছিঁড়িই প্রেতাঙ্গী না প্রেতাঙ্গীরা পী কোন জানোয়ার ।

লক্ষীকান্ত । শরতান পিনাকী আমাকে মারবার জন্য শিশুর আনতে এসে । ওমা আমার আগেই আমাকে পালিয়ে হব—কিছু অস্তুরাকে ঐ শিশুর রেখে আস যাই কি করে । অস্তুরা—অস্তুরা—

[অস্তুরার জ্ঞান কিংবদন্তি আসে, উঠে বসে লক্ষীকান্তকে দেখে
ভয়ে চিৎকার করে [কছু কথা বলতে পারে না]

অস্তুরা । [খোঁচবার মত] আঃ—আঃ—[ভয়ে চিৎকার করে]

লক্ষীকান্ত । ভয় পান না—ভয় পান না মা আমি তোয় খাব ।

অস্তুরা । [ভয়ে, চিৎকার করে] না—খোঁচবার মত আশ্রিত্য

লক্ষীকান্ত । অস্তুরা আমাকে চিনতে পারছে না—কিছু ও কথা বলতে পারছে না কেন । অস্তুরা মা, কথা বল—

অস্তুরা । [গলায় হাত দিয়ে] আঃ—

লক্ষীকান্ত । [অস্তুরার গলার হাত নিয়ে] তোর গলায় কি হয়েছে মা ?

তুই কথা বলছিস না কেন ?

অস্তুরা । [ছুট কট করে] আঃ—

[দীপক এসে বলে]

দীপক । কি হয়েছে—কি হয়েছে অস্তুরা—

[লক্ষীকান্ত দীপকের দিকে তাকায় । দীপক লক্ষীকান্তকে

দেখে ভয় পায়]

দীপক । ডিক—কে ছুঁমি—

নন্দীকান্ত । আমি ডোর বস [এগিয়ে যায়]

দীপক । [ডরে পালাতে পলাতে] ডু—উ—ত—ত—ত—উ—উ—ত । বাঁচাও—

বাঁচাও— [লোঁড়ে চলে যায়]

অন্তরা । আঃ—

অন্তরা । ওরা সবাই আমাকে তুত মনে করে ডরে ডরে পাগিয়ে গেছে, লোকজন—

কুটিয়ে নিয়ে আমাকে কাঁচবার জন্তে ওরা! একুনি এসে পড়বে—না না আমি—

পাগিয়ে যাব—অন্তরা—পরে দেব। হবে । [চলে যায়]

অন্তরা । আঃ—আঃ— [কথা বলার অনেক চেষ্টা করে]

[অল্প পরে রিভলব্র হাতে পিনাকি, অকনা, দীপক, সঞ্চারী সকলে

দৌড়ে আসে]

সকলে । অন্তরা—অন্তরা—ওই তো অন্তরা—

পিনাকি । কিন্তু শরতালটা কোথায় গেল ।

দীপক । নিশ্চয়ই পানিয়েছে ।

অন্তরা । [বোবার মত] এ্যা—

সঞ্চারী । কিন্তু অন্তরাগি অমন করছে কেন ? ওকথা বলতে পারছি না—

কেন—অন্তরাগি—

অন্তরাগি কাছে যেতে যা' পিনাকি সঞ্চারীকে ধরে বলে]

পিনাকি । যাস না—কাল না সঞ্চারী, ওকে তুতে পেয়েছে ।

সঞ্চারী । কি বলছে! বাবা !

দীপক । বাবা ঠিক কথাই বলেছে—আমি নিজের চোখে তুতটাকে গদা

টিপজে দেখে ডরে পানিয়েছিলাম ।

সঞ্চারী । মাথা ।

পিনাকি । ওর বাব নজরী কান্ডের প্রেতাত্মা শুধু ওর ওপর তবই করেছিল

ওকে শলা টিপে বোবা করে দিবে গেছে ।

অকনা । আহায়ে ! কি কপাল মেয়েটার । ছেলেকেলায় বাবা মা ভাইকে

গরালো, আঁহরা শুকে কত কষ্ট করে বাইরে পড়িয়ে এতবড় কয়লাস—নীলগিরি

তে ভালো ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে ঠিক হয়ে গেল আর শেষে কিনা ওর শরতান

গায় প্রেতাত্মা ওর গলা টিপে বোবা করে দিয়ে ফেল । এখন ওই বোবা তুতে

শুওরা অনাথা যেহেতু নিয়ে আমি কি করবো—তুমি বলে দাও ভগবান তুমি

পালে দাঁও—[কাঁদা]

অন্তরা । [অন্তরা বেগে অকনার দিকে এগিয়ে আসে] এ্যা—

অকনা । মামো—[ডরে পি ছিয়ে যায়]

পিনাকি । ববরবার—আঁহাদের দিকে এগিয়ে আসবি না—আর এক পা

গরে এলে জ্বালা করে শেষ করে দেবো ।

সঞ্চারী । না—না বাবা—অন্তরাগিকে তুমি যেতো না [পারে ধরে]

অন্তরা । [অন্তরা হাহাকার করে কাঁদে] আঃ—আঃ—[চুল খামচায়]

দীপক । ওই দেখ—ও কেমন মিজের তুল ছিঁড়ছে দেখ—

অকনা । পানিয়ে চল—পানিয়ে চল—

[পিনাকি সহ সবাই প্রস্থানোত্তর, সঞ্চারী অন্তরার কাছে যেতে যায়]

সঞ্চারী । অন্তরাগি—

অন্তরা । আঃ—[হাত বাড়ায়]

[সকলে সঞ্চারীকে টানতে টানতে নিয়ে যায়, অন্তরা বোবার আঁড়িকে

হাহাকার করে, নেপথ্যে গান ডেসে আসে]

গান

গানের শাপলা

বোবা হবে পেছে

আর কি গাবে না গান

ভালবাসা যার ভালবাসা ছিল

[সেথা] ব্যথা আজ জরুরান ।

সকারী। অন্তরঙ্গি—
অন্তর। আঃ—

[অন্তরঙ্গি মাটিতে গুঁজে সকারীর দিকে হাত বাড়িয়ে হাতাকার
করে, সকারী অন্তরঙ্গির দিকে বেতে বাধ, সকলে সকারীকে
টেনে ধরে দৃঢ় ছবি হয়]

বাদশ দৃঢ়

আবীরের বাড়ি

[উল্লসিত প্রকার ও অন্তরঙ্গি আনে]

অন্তরঙ্গি। কি বলছে প্রকার।
প্রকার। হ্যা অন্তরঙ্গি দাদা, আমার দিদি শুধু বোবা হয়েই কারনি
দিদিকে তুতে পেয়েছে—তুতে।
অন্তরঙ্গি। গাঙ্গলয় যত কি উঠে পাটা বকছে প্রকার।
প্রকার। উঠে পাটা কথা আমি বলছি না অন্তরঙ্গি দাদা! ধবরট
পেয়েই আমি সকাল বেলার দিদির কাছে ছুটে গিয়েছিলাম কিন্তু ওরা আমাকে
দ্বিধির কাছে বেতে দিল না—
অন্তরঙ্গি। প্রকার—
প্রকার। আয় দুহু থেকে দেখলাম আবার দিদি কেমন পাঙ্গলের মত
হয়ে গেছে, বোবার মত আকারে ইকিতে। যদি কি বলতে চাইছে কিন্তু কিছুই
বোবা হচ্ছে না।

(৮৪)

অন্তরঙ্গি। তাবদ—
প্রকার। আমি চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলাম—আমি যে কাল রাত্রেও
বাবার দিদির সঙ্গে কত কথা বলেছি—আবার সেই দিদির এই অবস্থা কি হবে
হুজা!
অন্তরঙ্গি। তার উত্তর ওরা কি বললে—
প্রকার। পিনাকি বাবু বলল—তোমার দিদির ওয় বাবার ভুতে শেষেছে—
ওর বাবার প্রোত্তা ওকে গলাটিপে বোবা করে দিয়েছে।
অন্তরঙ্গি। বিখ্যা কথা বলেছে—ওরা তোমার বিখ্যা কথা বলেছে।
প্রকার। কিন্তু পিনাকি বাবু, গিন্নিমা নীপক বাবু বলল—ওরা নিজের চোখে
প্রোত্তাটিকে দেখেছে—
অন্তরঙ্গি। ওদের কথা তুমি বিশ্বাস করছো।
প্রকার। আমি বিশ্বাস না করলেও—নিতাই হুজা, বাবনখর দাছ
আবীর পাঙ্গলয় লোক সবাই পিনাকি বাবুর কথা বিশ্বাস করেছে, ওরা তুত
দাড়াবার জন্ত কামাক, ওরা'র কাছে থবর দিতে গেছে।
অন্তরঙ্গি। তোমাদের পাড়াহ লোকেরা আশিকিত বোকা মাল্লু, ওরা তুত
প্রত বিশ্বাস করে, তাই তাদের অক বিশ্বাসকে কাকে লাগিয়ে পিনাকি চৌধুরী
একটা বিখ্যাকে সত্যা প্রমাণ করতে চাইছে—কিন্তু আমরা এটা যেন নোহে না।
প্রকার। অন্তরঙ্গি।
অন্তরঙ্গি। তুমি নীলাদ্রি বাবুকে একটা ধবর দাও কারণ, মন্তরা তার ভাবী
স্ত্রী—এ ব্যাপার তারই সব থেকে আগে প্রতিবদ করা উচিত।
প্রকার। নীলাদ্রি বাবু অনেক আগেই ধবরটা পেয়েছে।
অন্তরঙ্গি। নীলাদ্রি বাবু কিন্তুই পিনাকি চৌধুরীর কাছে এই অন্তরঙ্গ
প্রোত্তা'র করেছে?
প্রকার। প্রতিবাদ করা তো হবে কথা—যেইমানটা দিদির ওয় ওরকে
অবীকার করে সকারী দ্বিধিম্বিকে বিয়ে করতে চায়।

(৮৫)

অংশুমান । কি বলছেন প্রহ্লাদ ।

প্রহ্লাদ । তাহাঁতে আপনাদের কাছে ছুটে এসেছি অংশুমানস । মম্বা কান্দিত্তির চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন না হলে আমার দিদি পাগল হয়ে যাবে—নয়তো আত্মহত্যা করবে । [কান্না]

অংশুমান । প্রহ্লাদ—

প্রহ্লাদ । হাঁচান ডাক্তার দাদা—আমায় দিঙ্গিকে আপনারা বাঁচান ।

অংশুমান । তুমি যাক প্রহ্লাদ । আমি আদীরদাকে সঙ্গে নিয়ে যাব তাড়াতাড়ি সম্ভব বাজি ।

প্রহ্লাদ । তাড়াতাড়ি আসবেন ডাক্তারদাদা, ধেনী হয়ে গেলে আমার দিঙ্গিকে আমি বাঁচাতে পারবো না । [কান্নাতে কঁপতে চলে যায়]

অংশুমান । জুত খোঁজ আমি বিধান করি না—কাজেই অস্ত্রাঙ্গ বাবার প্রোক্তাঙ্গা যে অস্ত্রাঙ্গ গলাটিগে করে অস্ত্ররাকে বোবা করে দিয়েছে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ঘটনা । নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটা রহস্য আছে । আদীরদা আত্মক হৃদয়নে একসঙ্গে গিয়ে ব্যাপারটা দেখে আসবো । আদীরদা ঘটনাটি অনেকে কিনা কে জানে । আদীরদা যদি ব্যাপারটা শোনে তাহলে খুব ব্যথা পাবে । কারণ দু'আমি ভো জানি—আদীরদা এখনও মনে অস্ত্ররাকে কতখানি ভালবাসে ।

[স্বীয় এসে বলে]

স্বীয় । আদীর যদি অস্ত্ররাকে জামবেসেই থাকে তাহলে সে অস্ত্ররাক সঙ্গে নীলাঞ্জি ধাবুর বিয়ের যোগাযোগ করেছিল কেন ?

অংশুমান । আদীরদা অস্ত্ররাকে অনেকখানি ভালবাসে বলেই অনেক সহজই অস্ত্ররাক দিয়ে সবিরে দিতে পেরেছিল ।

স্বীয় । অংশুমান—

অংশুমান । প্রকৃত প্রথম যে শুধু হারাতেই চায় স্বীয়দল, গোস্তে দাদাদায় উন্নত হয়ে কাছে পেতে চায় না—দুঃস্থ হয়ে গিয়ে শুধু মুঠো মুঠো হাড়য়ে নতে চায় কেনে আসা জীবনের স্বর্গ ।

স্বীয় । যাজ্ঞে কথা, আজকের দুনিয়ায় ভদ্র ভালবাসা কালবাসা কিছড় নেই ।

অংশুমান । ভাসবাসা নেই ?

স্বীয় । কোথায় আছে ভালবাসা ? ভালবাসা যদি থাকতো—অস্ত্রাঙ্গ বোবা হয়ে গেছে দেখে তার ভালবাসায় নাক ক নীলাঞ্জিবা অস্ত্ররাকে বিয়ে করায় কথা দিবেও কথা কিরিয়ে নিতে পারতে ।

অংশুমান । লোকটার কি মনুষ্যত্ব নেই !

স্বীয় । মনুষ্যত্ব—হাঃ হাঃ হাঃ—এই ইনেক্ট্রনিকদের যুগে শুই মনুষ্যত্ব শয্যা এখন আমসত্ব হয়ে গেছে—যে শয়তনে সে চুষে চুষে থাকে ।

অংশুমান । স্বীয়দল !

স্বীয় । হাঃ হাঃ হাঃ—শোন অংশুমান, বাঙালী জাতটা কব্ব কবেই মরেছে, ভালবাসার দায় দিতে গিয়ে ভিখারী হয়ে গেছে । যতদিন না বাঙালীরা তাদের বাঙালী প্যাটার্ন ভেঙে বেগিয়ে আসতে পারবে, ততদিন তারা অবাঙালীদের সঙ্গে অর্থনৈতিক কম্পিটিশনে পেরে উঠবে না । ভোয়সা দেখতে পাচ্ছো না—কর্তব্য আর ভালবাসার ভাবে বিজ্ঞের হয়ে কত বাঙালী কেনে আজ সেক্সান আর কত বাঙালী, মেয়ে আজ পার্বতী হয়ে বসে আছে ?

অংশুমান । তবে কি বাঙালী মেয়েরা জেমুখী আর বাঙালী ছেলেরা হুব হুনীদল !

স্বীয় । হতে হবে । কারণ এটা ১৩২৭ সাল—সভ্যতার বৈকাল । যদি বাচতে চাও তে এখনও চরিত্র বিক্রী কর । আদীরকে বোঝাও—এদেশের অনেক

ছেলের বাপ দাওয়া যেমন বেশ কিছু শিক্ষিত ছাশল পুবে রেখে দিয়েছে।
পদ প্রধার স্থান মার্কেট মে ছাগল বেড়ে দিয়ে টাকা কিনব বলে, আশি
তের্মান অপেক্ষা করে আছি সফারির নকে আবীরের বিয়ে মেবার আশায়।

অন্তমান। আপনার ওই আশা—আশা নয় কুশা। ভাই কুশা
অন্তকারে নিজের মুঠি আপনি নিজে দেখতে পাচ্ছেন না।

স্বীয় অন্তমান।

অন্তমান যেরস জো অনেক হলো, এবার মাতৃকর চরিত্রে ভিক্রম,
স্বীয়। তারমানে, তুমি আমার চরিত্র নিয়ে কথা বললে।

অন্তমান। এলিক্যাপ্ট হেথেনে স্ববীরদা এলিক্যাপ্ট? অর্থাৎ হাতি—
যার বড় বড় না বড় বড় কান, বিরাট একটা শূঁড়, কিন্তু চোখ দুটা তার
একেবারেই ছোট। আপনার চরিত্রটাও তেমনি।

স্বীয় অন্তমান।

অন্তমান। নিজের চরিত্রের নোরা গল্প আপনি নিজের নাক দিয়েই
শোবেন, তাই ভালবাসায় বিশাল পৃথিবীকে আপনি হাতের মত ছোট্ট সোখ
দিয়েই দেখেন।

[চলে যায়।]

স্বীয়। এ মূগর এই আমতল মার্কা আমতল শুলো যদি এমি ঠাকুরের
মুগে জ্বাভো, ঠুতাহলে যদি ঠাকুর আর বিশ্বকবি হতে পারতো না। যেমন
আদি পাশছি না আখার সন্দারটালে মনের মত করে গড়ে তুলতে। কিন্তু না,
হাল জাফলে হবে না, যেমন করেই হোক আবেয়ের ভালবাসায় গাইনে সফারির
ভালবাসার মাকগাভাটাকে নিয়ে আসতেই হবে। ওই বাড়ীটা এলে অনেক
মাল আসবে। টাকা সোনা টেন টি ভিনজায় আসবার পাজী বাড়ী—
শিনাকি চৌধুরী টোটা সন্দিক্ত অর্দ্ধেক। অন্তরা যোবা হয়ে গেছে, এই তার
স্বর্গ হোয়াস।

শান্তি শূন্য]

শান্তির কোল শূন্য

[সফারি আবীরকে ডাকতে-২ ছুটে-২ আসে বলে।]

সফারি। আবীরদা—আবীরদা—আবীরদা কোথায় স্ববীরবাবু? তাঁর
সঙ্গে আমার ভীষণ করুণি নরকার আছে।

স্বীয়। কি ব্যাপার?

সফারি। আপনি কি শোনেনি অন্তরাটি কাল রাত থেকে যোবা
হয়ে গেছে?

স্বীয়। ভালোই তো হয়েছে, জোয়ার লাইন পরিষ্কার হয়ে গেছে।
তুমি তোমার বাবাকে স্পষ্ট কথায় জানিয়ে দাও—সেই রেকর্ড কোম্পানীর
মালিক নীলমাত্রকে বিয়ে না করে তুমি তোমার গানের মাইক আবীরকেই
বিয়ে করবে।

সফারি। হিং হিং—আপনি কি।

স্বীয়। সফারি—সফারি তোমাদের প্রেমের ফুটবল খেলার মাইক
সফারি। ভালবাসার খেলার মাইক অন্তরা যাদু যাদু ফুটবল ফরমিস। আমি
যেন মনে লাল কর্ড মেবার জাবহিলায় কিন্তু তার আগেই তোমার স্ত্রী
এসে গেল।

সফারি। স্ববীর বাবু।

স্বীয়। এবার এমি যাদু, এমি যাদু যাদু যাদু। স্ত্রীত জুয়ে পাড়েছে,
এই মাইকে আবীরকে বিয়ে করে ভালবাসার বসটাকে কিক করে খোলে চুকিয়ে
দাও আমি ছুইসিল নাকিয়ে দিয়ে বলি গোল। হ্যাং হ্যাং হ্যাং। [চলে যায়।]
সফারি। পাগল হয়ে গেছে। লোকটা ময় খেয়ে খেয়ে পাগল হয়ে
গেছে। আখার বাবা যেমন টাকা ছাড়া কিছু চেনে না, ওই রাসদন মণের
জিনার স্ববীরবাবুও স্ত্রীটাকা ছাড়া কিছু চেনে না।

[সফারি চলে যেতে যায়। আবীর এসে বলে।]

আবীর। আজকের পুৰিবাতে বাপের টাকা আছে তরাই তো অনেক মিথ্যেকে সত্যি বলে চালিয়ে দিচ্ছে সঞ্চারি।

সঞ্চারি। আবীর দা।

আবীর। আমি হাতুতেই অন্তরায় দুর্ভাগ্যের কথা শুনেছি এবং বুঝতে পেরেছি—এটা শিনাকি বাবুর চক্কাস্ত।

[অশুমান এসে বলে]

অশুমান। বুঝতে পেরেও তুমি এখনও নিশ্চিন্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আবীর। দাঁড়িয়ে নেই—বল ঘুমিয়ে আছি।

অশুমান। একথা বলতে জোয়ার লজ্জা করলো না আবীরদা।

আবীর। কেন লজ্জা করবে। অজ্ঞাতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে

ভারতবর্ষে প্রায় নব্বই কোটি মানুষের যদি ঘুমিয়ে থাকতে লজ্জা না করে তাহলে আমার ঘুমিয়ে থাকতে লজ্জা করবে কেন?

সঞ্চারি। আবীরদা।

আবীর। প্রতিবাদের কর্তৃক আজ বোবা হয়ে গেছে। সবাই আপন আপন হুঁধে হুটকেন গুলিয়ে রাখতে ব্যস্ত। ভাড়াটা অন্তরায় সপার অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে যাবার মত আমার কোন পথই আমার জানা নেই।

সঞ্চারি। জানা নেই।

আবীর। কি করে থাকবে কোন দাবিতে আমি অন্তরায় হয়ে লড়াই করতে বাব—তায় সঙ্গে আমার কিম্বদন্তি সঞ্চারি।

অশুমান। স্বপ্নের সঞ্চারি।

সঞ্চারি। তারখানে।

অশুমান। আবীরদা অন্তরায় জালবান্দে সঞ্চারি।

সঞ্চারি। আবীরদা। একথা আপনি আমাকে বলেননি কেন? আমি

যদি এ ঘটনা জানতাম তাহলে অন্তরায়কে কিছুতেই নীলাদ্রি বাবুর সঙ্গে মিশতে দিতাম না।

আবীর। কিন্তু অন্তরায় যে নীলাদ্রি বাবুরকে ভালবেসেছিল।

সঞ্চারি। কিন্তু আশুমান কি শুনেছেন—অন্তরায়ের জালবান্দার মাস্ক সেই জানোয়ার নীলাদ্রি ব্যানার্জী এখন আমার বাবা মার কথা শুনে অন্তরায়কে বাধ দিয়ে আমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে।

আবীর। না সঞ্চারি, তুমি কিছুতেই ভোমার বাবা মাস্কের প্রস্তাব মেনে নিও না।

সঞ্চারি। তাহলে আপনি আমাকে কথা দিন—ডাক্তারের সাহায্যে আপনি অন্তরায়কে হত্ব করে তুলবেন? আমার বাবার অন্তরায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবেন?

আবীর। আমি—

সঞ্চারি। অভিমান করে দূরে থাকবেন না আবীরদা। আপনাতা দয়া করে অন্তরায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে জকে বোঝান জকে সাক্ষ্য দিন—আমি জেজু হাত করে আপনাকে অহরোধ করছি।

আবীর। আমি যার—যাও সঞ্চারী অন্তরায়কে যেমন করেই হোক হত্ব করে তুলবো।

অশুমান। চল আবীরদা—

আবীর। চল—সঞ্চারী—

[তিনজনে বাবার ডাকের দিকে]

যুধিষ্ঠির । কি বলিল—

নিতাই । শুকে শত্রু বাখার প্রোত্তাপ্য কর করেছে—

যুধিষ্ঠির । ধবনধর, উল্টো পাণ্ডা কথা বলবি না ।

নিতাই । উল্টো পাণ্ডা কথা আমার বলচি না গো যুধিষ্ঠির দাদু—পিনাকি বাবু, আমার গিনিয়া নিজের চোখে দেখেছে ।

যুধিষ্ঠির । কি করেছে—

বানেশ্বর । এই পিনাকির বাবুকে প্রোত্তাপ্য করায় পিনাকির গুণা চিপে ধরে শুকে কোথা করে দিয়ে শুয় রূপের ভয় করেছে —

যুধিষ্ঠির । মত্যা কথা যিথো কথা বলছে—এই পিনাকি বাবু আর পিনাকি বাবুর বো—পিনাকিকে গলা টিপে মেরে কেজতে চেয়েছিল—কিন্তু ধরা পড়ে গেছে উল্টো পাণ্ডা কথা বলছে ।

নিতাই । পিনাকি বাবু যদি শুকে মেরে কেজতেই চাইবে—তাহলে এতদিন মারেন কেন ?

যুধিষ্ঠির । নিতাই—

দু'আনি । বাবু আর পিনাকি শুকে মেরে মৃত্যুভাবাপন্ন—আমি মরণের দৈব—বাবু আর পিনাকি কি কার্যই কাঁদছে—

যুধিষ্ঠির । কুমারের চোখে জল ।

নিতাই । পিনাকি বাবু আর পিনাকির ঠায়ে মিছে কথা বলতে তোমার সজ্ঞা করছে না দাদু । দু'নি আনো—বানেশ্বর দাদুও এই প্রোত্তাপ্যটাকে দেখেছে ।

যুধিষ্ঠির । তাই নাকি ?

বানেশ্বর । আমি বলছি শোন যুধিষ্ঠির খুঁজো—কান্না আগে আমি কাঁদে বাগানে দু'আনিকে গুলিতে গেল সেই পিনাকির গায়ের প্রোত্তাপ্য দশন দেখেছিলুম । তিনি আমাকে খোঁজতে গেল অনেক দূরে—আমি কোন যত্নে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম । আমি পিনাকি প্রোত্তাপ্যই একজ করেছে ।

অমোঘদণ্ড

দাঁস পাণ্ডার পক্ষাভ্যাস

[নেপথ্যে বহু কণ্ঠে কোলাহল শোনা যায়]

নেপথ্য । ভূতে গেলছে—ভূতে গেলছে ।

[এলো হুল, চোখের কোণে কান্না, পাগলের মত যোবা অস্তুর]

অস্তুর । বোবার মত চিত্কার করছে—২ দৌড়ে আসে ।

অস্তুর । আঃ—আঃ—[বেরিছে হুজিরে নিকে কাউকে ছুঁতে মারে তারপর বলে পড়ে] এ্যা—এ্যা—

[অস্তুর হাতে নিতাই, বাঁটা হাতে দু'আনি, নিমজল হাতে

বানেশ্বর তাক করে এসে দূরে দাঁড়িয়ে যায়]

নিতাই । এই দেখ—ভূতে পাণ্ডা অস্তুরা পিনাকি—কেমন করছে দেখো—

দু'আনি । দেখি—দেখি—কি করছে দেখি, এগিয়ে যায়]

বানেশ্বর । ধবনধর দু'আনির কাছে বন্দ না—ও তেঁকে একশ দু'দেবে—কান্না হুঁও ভূত হয়ে যাবি ।

দু'আনি । ওরে বাবারে [দাঁড়িয়ে আসে]

[যুধিষ্ঠির এসে বলে]

যুধিষ্ঠির । অস্তুরা পিনাকি—অস্তুরা পিনাকি—

অস্তুর । দাদু—[বোবার মত বলে, কান্নায় ভেঙে পড়ে]

যুধিষ্ঠির । হুশ কর—চুপ কর পিনাকি—[এগিয়ে যায়]

বানেশ্বর । [হাত ধরে যুধিষ্ঠির বুকে—ধবনধর এর কাছে বেঁচে না]

যুধিষ্ঠির । কেন যাবে না ?

দু'আনি । ও আর তোমার অস্তুরা পিনাকি নেইগো দাদু ।

নিজাই শুদ্ধ হ'ল। ইয়া—ইয়া—দাদু ঠিক কথাই বলেছে—

যুগ্মিণি। তোদের কথা যদি শুনাই হয়—তাহলে আমার একটি কথা
জড়াবে দেতো।

সকলে। কি কথা ?

যুগ্মিণি। অস্তুর্যাদিগণের বাগ্যব প্রোত্তা—এত লোক থাকতে—দ্বিগ্মিণি
পলা টপকে গেল কেন ?

নিজাই শুদ্ধ হ'ল। সে আমার জানবো কি করে।

বানেশ্বর। আমি বলছি যুগ্মিণি বুজো। দ্বিগ্মিণি বাবা মা ভাই বড়ি
বছর আসে মায় পেছন, তাদের প্রত্যেকের প্রোত্তা এক জরপায় হরেছে—
যাকি ছিল দ্বিগ্মিণি, তাই তিনি দ্বিগ্মিণিকে নিতে এসেছিলেন।

যুগ্মিণি। বাঃ বাঃ কি সৌন্দর্য হুক্তি—কি সৌন্দর্য—

নিজাই শুদ্ধ হ'ল। দাদু ঠিক কথাই বলেছে।

যুগ্মিণি। শোন ভোক্তা, সবাই শোন—আমি তোদের কথা মানি না, পিনাকি
বাবু কথাও মানি না—তোরা সবাই তুলে পাইছিস তুলে—

নিজাই। তুলে কি নিতুলে এখনি তার প্রায়ন হয়ে যাবে। আমি ওয়া
কামিনীকে ঠাকুরকে তুলে ছাড়বার কথা বলে এসেছি—সে বলে তুলে ছাড়লেই তখন
বুঝতে পারবে।

যুগ্মিণি। কি বলি—কামিনী ওয়া তুলে ছাড়তে আসবে।

[যোলা বুলি নিয়ে কামিনী ও বাবল আসে।]

কামিনী। ও নমঃ—দাদু নমঃ—দাদু নমঃ—দাদু নমঃ—

অস্তুর্যাদি, [বোবার আদিক] ধরদার—আমার দিকে এগিয়ে আসবে না—
কামিনী। ধর—ধর—বড়দি মণিকে ধর—

যুগ্মিণি। দ্বিগ্মিণি—দ্বিগ্মিণি—তুমি শান্ত হও—

অস্তুর্যাদি। দাদু—[কামিনী]

যুগ্মিণি। আমি যে গুণের বোঝাতে পারছি না দ্বিগ্মিণি—আমার মাথাটা
খারাপ হয়ে যাচ্ছে—খারাপ—

বানেশ্বর। যুগ্মিণি বুজো—ওয়া যখন এসেই গেছে তখন একবার কামিনীকে
নাও না—দেখবে দ্বিগ্মিণি আমার ভালো হয়ে যাবে

যুগ্মিণি। দ্বিগ্মিণি ভালো হয়ে যাবে ?

কামিনী। হ্যা গো বুজো ওর মার থেকে ওর বাবার প্রোত্তা—এত
গেলেই ও আমার কথা বলতে পারবে।

যুগ্মিণি। আমি কিছু ভাবতে পারছি না—তোরা যা পারবি ধর—
[চলে যায়]

বাবল ওস্তাদ। তুমি কাজ শুরু কর—

অস্তুর্যাদি। দাদু [কামিনীকে কামিনীর তুলে খামচায়]

কামিনী। হ্যা হ্যা হ্যা—দ্বিগ্মিণিকে ছেড়ে লগে যেতে হবে বলে
কমল মায়া কামিনীকে দেখ—

সকলে। ইয়া—ইয়া—তাইতো—

কামিনী। ছেড়ে যেতে হবে—দ্বিগ্মিণিকে ছেড়ে তোকে চলে যেতেই
হবে—যে নিজাই ছুতোটা আমার হাতে দে [ছুতো নেয়]

অস্তুর্যাদি। না—হাত পা ছোঁতে

কামিনী। না কি—বল তুই কি নিবি ? বল—বল ? ঠাট্টা না
ছুতো ? [ছুতো দিয়ে মারতে থাকে]

অস্তুর্যাদি। আ—[ছুটকট করে]

কামিনী। দেখছিস, কেমন নিরপেক্ষ বোঝা তুলে, ছুতো পেটা করল—তবু
যাবে না বলছে।

সকলে। শুকে ঝাঁটা মারো কামিনী ওস্তাদ—ঝাঁটা মারো।

[ব্রহ্ম প্রহ্মণী এ এসে যোগে বসে]

এক্সলাইট। স্বপ্নদেহাব কথিতব্য ঠাকুর, জগাদ্বিহিতিক নিযজ্ঞান দিতে আশ্র
এবংবাণ বায়নে এমনি ভোষ্যক দু'হাত দিতব মাণটে ধরে কাঁখে তুলে নিয়ে গিয়ে
খোয়াড়ে খোয়াড়ে যায় ঘিরি ফলে বলাৎ করে কোনে বেয়ে।

ਸਕਦਮ। - ਪੇਸ਼ਾਵਰ [ਭਰਾ ਬਾਇ]

প্রকলান । দাঁড়াও—ভোম্বোনের সবাইকে আমি মজা দেখাবো । তার আগে
এই ভুত ছাড়ানো ওরা ব্যাংকা ঠাইকে এখন থেকে তাড়াই [কাণ্ডে কাছা
ধাঁধে]

কাঁচা। আর বাবাবে—এবে কুঁড়ের চেয়েও **ভাল**—সাক্ষাত পেশবার
 বাবে।
 পক্ষ—জাজির চল বাসকা—পাড়িয়ে চল—

ବାମନ । ତୋ'ମାତ୍ର ମନିଷୀ -

কোনো নতুন পদ্ধতি বা পদ্ধতি — পদ্ধতি বা পদ্ধতি — পদ্ধতি বা পদ্ধতি —

ਸਦਾ ਤੇ ਸਦਾ ! ਹਰ—ਹਰ—ਭਾਗਤਾਂ ਦੀ ਆਇ—

‘[*জালালাবাদ* তত্ত্বের মঞ্জি মধ্যে বামেশ্বর নিভাই কৃষ্ণানি চকো যান]

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা । অঃ ১০ । অঃ ১০ । অঃ ১০ ।

জলধা । জলধা গঠে বোঝার মত । জাই—

ସମ୍ପାଦକ
ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ-କାନ୍ତ-ସାହୁ
ଆବଳକ-ବିକ୍ରୟ-କ୍ଷେତ୍ର-ସମିତି
ସମ୍ପାଦକ-ବିକ୍ରୟ-କ୍ଷେତ୍ର-ସମିତି

অক্ষয় । ভাই—[কম্পিত]
[কম্পিত]

প্রকৃত্য। যদি [অজিবে ধরে কীরায় ভেঙে পড়ে] কেদো না যদি,
তোমার আর কোন ভয় নেই, তোমার তাই তোমার পাশে আছে আর বেউ
তোমার কষ্ট দিতে পারবে না।

স্বাধীনতা এখন বন্ধে ।

স্বয়িষ্টিয় ! গোলাপ, — গোলাপ বিদিশাণি কেশবন আক্কেয়

ବ୍ୟାଘ୍ର ! ମେ, ହୁ'କାନି ବାଘାଟି ଆସାଏ ହାକେ ନେ ।

স্বাধীন। এই নাজি প্রভুত্ব - [জু'আ'নি'ব হা'ন্ত খে'ফ য়ী'টা' নি'য়ে দে'হ]

কামাক্ষ্য [কাক্তে গিষে | বঙ্গ—বাঁবি | কন। [ষ্টাট। দিষে যাযে]

आजकल ! काग-काग-

কায়াক্টি'। বামল কোমা থেকে সবুজে পোড়ানি বার বর ভো ।

স্বাভাবিক : [সরু (পেঁতা) ধার করে) এই লাতিন---সরুয়ে শোকা :—

কাৰীক'। এই ব্ৰহ্মসূত্ৰৰ পোত—বাক্য বাচ্য
কিনা—নাছিল এই সমস্যা

बसु

কামাক্ষা : সবাই গল্পে যাও—এই দেখ তুচ্ছ আবার পুড় পেতনো জামাহ
 (বা—স্বাম্য নন্দন মাথো আছে করবি আসাম কি ? [সববে গেড়া গাড়ে
 ছিটিলে দেয়]

১৩১—[কৈম্বয়ি জেলায় পড়ে যাউতি লটিবে পড়ে জান হাওয়ায়]

[illegible]

नमो भगवते वासुदेवाय ।

ବୀରଜ । ହା—ପ୍ରତ୍ୟହମ୍ଭୁ ଛାଡ଼ାଘୋଷ ନିକ୍ଷେପ—ନିକ୍ଷେପ କୃତ୍ତି କୋନ କାହିଁ
 ନକ୍ଷେପ ହୁଏ ହା—ନାହିଁ ଏକକୋଟି ଏକ ଟୋକା ନାହିଁ—

— পণ্য কোম্পানী প্রায় ১০০ কোটি টাকা

কামরূপ।। নিয়ে আমি নিহাট, বাক্য থেকে নিহে আমি। আমি কামরূপ।।

প্রকৃতি । ওরা আমায় চিন্তায় কত কষ্ট দিয়েছে হাত, তুমি বাধা দিয়ে পারনি ?

মুখিষ্টি । আমি একা, বুড়ো মাতুল, বাধা দিয়েও কিছু করতে পারিনি ওরা যে আমার মাথা ধারণ করে দিল, শেষ পর্যন্ত তাদের মতে মত দিয়ে কেমনাম প্রকৃতি । হাত । তুমিও শেষ পর্যন্ত গাড়ায় লোকের সঙ্গে জিজ্ঞেসিয়েছিলে তুমিও জেয়েছিলে আমার কানিকে সত্যি সত্যি প্রেতাত্মার স্ফাটিলে বোবা করে দিয়ে গেছে, সাগর করে দিয়ে গেছে ।

মুখিষ্টি । পেন্সন, বুঝতেই তো পারছিলাম—পাড়িতে বাস করতে হয় । প্রকৃতি । তাহলে শোন দাদু—এ পাড়ির আমার বাস করব না । তোমার সঙ্গে মিলেও এ পাড়ির কোর কিছু পার আমার মেলে না । আমি তাদের সঙ্গে মিশতে পারি না । ওদের সঙ্গে কথা বলতে পারি না । আমার খালি মনে হয়—আমি যেন কুল করে এতখানি মধ্য জন্মে গেছি । আশ্রমে আমি এ পাড়ির কেউ নই । তাই মনে হয়—

মুখিষ্টি । কি মনে হয় ?
প্রকৃতি । আমি আমার ওই হৃৎকানিনি দিদির কাছে নিয়ে, তোমাকে নিয়ে অত কোথাও চলে বাই, যেখানে পিনাকি চৌধুরী নেই, জকনা চৌধুরী নেই, নেই বেইমান নিয়ক হারাম ব্যয়দার নীলাদ্রি বাবু ।

অন্তরা । [বোবার মত অন্তরা বলে] ভাই—তুমি ঠিক বলেছিস ।
প্রকৃতি । দিদি তুমি তোমার ভাইয়ের মত প্রকৃতির হাত ধরে এখান থেকে অত কোথাও চলে যাবে ? বল—বাব—বাবে তুমি দিদি ?
অন্তরা । ভাই—ভাই—ভাই আমার । [কান্না]

[ভাই বোন একে অপরকে ক্ষুধিয়ে ধরে । দুয়ে গিয়ে মুখিষ্টি বলে ।

মুখিষ্টি । হজ—আবার বলছি হজ, বেইমানি করে না—একই হজের হলে ঠিক এমনি করেই একে অপরের হজের সঙ্গে তুলে নেওয়া । তারপর পদনা আশনি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় ।

প্রকৃতি । হাত, আমি দিদির নিয়ে এখনি পিনাকি বাবুর বাড়ি যাব । পিনাকি বাবুর কাছে কৈফিয়ৎ চাইবো—কেন আমার দিদি বোবা হয়ে গেল, কেন নীলাদ্রি বাবুর সঙ্গে দিদির বিয়ে হবে না ? আমার দিদির কি হবে ? মুখিষ্টি । মাস না—তুমি একা প্রতিবাদ করে কিছুই করতে পারবে না—

[আবীর ও অজুমান এসে বলে]

আবীর । প্রকৃতি আজ একা যাবেনা মুখিষ্টির দাদু—
অজুমান । আমরাও প্রকৃতির সঙ্গে যাব ।
মুখিষ্টি । আপনাদের বাবেদ ।
অন্তরা । [বোবার মত] আবীর দাদু ! [কান্না]

আবীর । চূপ কর—চূপ অন্তরা—তোমার কোন তর নেই আমি তোমার পাশে আছি, থাকবে ।

মুখিষ্টি । আবীর দাদাবাবু ! আপনি নিজের চোখে দেখুন মিলমিলের কি অবস্থা—

প্রকৃতি । ওরা তুমি ছাড়া বাস নায করে আমার দিদির ওপর কত অত্যাচার করেছে—আপনারা দেখুন । [অন্তরার হাত মুখের দিকে তুলে দেখায়]

আবীর ও অজুমান, ইন—কি দুঃসং—
আবীর । চল চল অন্তরা তোমাকে আগে ডাক্তারের কাছে নিয়ে বাই, তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করি—তারপর আমরা সবাই একত্রে পিনাকি চৌধুরীর কাছে যাব ।

অন্তর্য। আরীর দা।

অন্তর্য। সেই বেইমান নীলাদ্রি যাবুকো আমার! ছাড়বো না।
বৈকিরং দিতে কেন সে অন্তর্য নলে ভাসবানার খেলা করে শেষ
সঙ্কীর্তকে বিবে করিতে চার।

আরীর। চলো—চলো—প্রহ্লাদ, অন্তর্যকে নিয়ে আমরা ভক্তির
যাই।

প্রহ্লাদ। চলুন—

অন্তর্য। নাহ।

যুধিষ্ঠির। বাণ নিদিয়নি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—ভাক্তার
চিকিৎসায় তুমি যেন ভাল হয়ে ওঠে।—জাগো হয়ে ওঠে—

[অন্তর্যকে নিয়ে ওরা চলে যায় যুধিষ্ঠির সঙ্গে]

যুধিষ্ঠির। পিনাকি চৌধুরী—ভোমার আর ভোমার বৌয়ের শান্তি তোমার
আছে, তাই পাণের সাক্ষা ভোমাদের পেতেই হবে। যুধিষ্ঠির যেমন যুদ্ধের নীল
দিয়ে বস্ত্র ঠেকায় করেছিল অস্ত্র বধ করার জন্যে আমিও তেমনি আমার দল
দিয়ে তৈরী করেছি তোমাকে শান্তি দেবার বিচারক এই পেছাদার—তাই পেছাদার
হাত থেকে তোমাদের নিস্তার নেই—

[কালো কাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে লক্ষীকান্ত এসে বলে]

লক্ষীকান্ত। কেউ নিস্তার পাবে না—যারা আমার সর্বনাশ করেছে তাদের
কড়িক আমি ছাড়বো না।

[যুগে লক্ষীকান্তকে দেখে]

যুধিষ্ঠির। এঁকি। সর্বাঙ্গ কালো কাপড়ে ঢাকা—দ্বিহ্নে আমার সামনে কে
তুমি? চোর না ভাক্তার?

(১০০)

[অরোহণ শ্রাবণ শূন্য]

শাস্ত্রের কোল শূন্য

লক্ষীকান্ত। আমি চোরও নই, ভাক্তার নই, আমি ব্যাটপার। চোর
শাস্ত্রের ওপর ফুল করে সর্বস্ব ফেড়ে নেওয়া আমার কারখানা।

যুধিষ্ঠির। আমার কাছে তো! ছুরি করা! কোন কিনিম নেই—তাইলে আমার
কেন এসেছে?

লক্ষীকান্ত। এক মন্তব্য চোরের ওপর, এক মন্তব্য ভাক্তারের ওপর আমি
গটপারি করবো—তাই তোমার সাহায্য আমি চাই।

যুধিষ্ঠির। কি বলছো তুমি—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

লক্ষীকান্ত। শরতান পিনাকি চৌধুরী আর তার বো—আমার ভিন্ন শত্রু।
য শরতের সর্বস্ব ফেড়ে নিয়ে পথের ভিখারী সাক্ষাতে চাই—

যুধিষ্ঠির। কে—কে তুমি—কি তোমার আসল পরিচয়।

লক্ষীকান্ত। কাল বৈশাখীর ঝড়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ভেঙে পড়া আমি এক
শাল বটগাছ।

যুধিষ্ঠির। ভেঙে পড়া বটগাছ।

লক্ষীকান্ত। বাছ পথে পুড়ে যাওয়া আমি এক জাল ধ্বংস পিণ্ড

যুধিষ্ঠির। মাংস পিণ্ড।

লক্ষীকান্ত। সব থাকতেও আমি আজ সর্বহারার পথের ভিখারী—

[ঢাকা খোল, যুধিষ্ঠির চমকে ওঠে]

যুধিষ্ঠির। এঁকি—কি বিভৎস—কি ভয়ংকর—আমার সামনে থেকে চলে

ও—আমি এই বিভৎস রূপ লব্ধ করতে পারছি না—

লক্ষীকান্ত। হ্যাং হ্যাং হ্যাং—ভাগ্যের পরিহাসে নিশ্চিতির খেলায় আমি আজ

এই বিভৎস ভয়ঙ্কর ঞানোরায়ের রূপ নিয়ে বেঁচে আছি। অধঃ—

যুধিষ্ঠির। অধঃ—

লক্ষীকান্ত। অধঃ একদিন সবাই আমার রূপের প্রসঙ্গ করতো। আজ যারা

এই ভয়ে আতঙ্কে নিউরে উঠছে তারা আমার কত গ্রিহ ছিন্ন—

(১০১)

শায়ের কোল শূন্য

যুধিষ্ঠির । কি বললেন—

লক্ষ্মীকান্ত । ঠিকই বলাছি যুধিষ্ঠির ।

যুধিষ্ঠির । আশ্চর্য্য ! আপনি আমাকে চেনেন অথচ আমি আপনাকে চেনা তো ঘরের কথা কবনও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না—

লক্ষ্মীকান্ত দেখ তো—আমার পিঠের মাঝখানে কিছু দেখতে পা-
কিনা—। জামা খুলে দেখায় ।

যুধিষ্ঠির । [পিঠ দেখে] একি ! পিঠের মাঝখানে মণ্ড একটা জরুর-
জরুর যে আমার মনিবের পিঠে ছিল—

লক্ষ্মীকান্ত । হাতে বেধে তো—উঁকি দিয়ে আমার নায় লেখা আ-
কিনা—। হাত দেখায় ।

যুধিষ্ঠির । ই্যা—ই্যা—এই ভেদে পবিত্র দেখতে পাচ্ছি—কিন্তু কি ক-
সত্য—জামি কি স্বয়ং দেখছি ?

লক্ষ্মীকান্ত । বল নয়—বল নয়—যুধিষ্ঠির—দিনের আলোর মতই পরিষ্কার-
যুধিষ্ঠির । তারমানে—আমনি—

লক্ষ্মীকান্ত । আমি—তোমার মনিব লক্ষ্মীকান্ত রায়—

যুধিষ্ঠির । বাবু ! আপনি বেঁচে আছেন !

লক্ষ্মীকান্ত । বেঁচে নেই—বেঁচে নেই যুধিষ্ঠির—বল আশ্চর্য্য হয়ে কে-
আছি—

যুধিষ্ঠির । বাবু ! আপনি আমার কথা করে দিন—আমি আপনাকে চিন-
না পেরে কত আঁকড়া কুঁকড়া বলে ফেলেছি ! পায়ে লাগে কামা ।

লক্ষ্মীকান্ত । ওঠো—ওঠো—যুধিষ্ঠির—

যুধিষ্ঠির । বাবু ! আপনার এ অবস্থা কি করে হলো ?

লক্ষ্মীকান্ত । শরভান পিনাকি চৌধুরী আমাকে গাড়ী চাপা দিয়ে কে-
ফেলতে চেয়েছিল কিন্তু ভগবানের সন্ধ্যা আমি গ্রাণে বেঁচে গেছি—

(১০২)

[অয়োদশ দৃশ্য]

শায়ের কোল শূন্য

যুধিষ্ঠির । বাবু !

লক্ষ্মীকান্ত এ্যাফিডেটের কল আমার চোখ মুখ বিকৃত হয়ে গেছে—একটা

না নেই হয়ে গেছে—

যুধিষ্ঠির । আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন বাবু ?

লক্ষ্মীকান্ত । সে অনেক কথা । আমি করে করিনি আগে কিরোছি । আমি

গাঙ্গানে সুকিয়ে ছিলাম—আমাকে মেখে বানেশ্বর তুত দেবার মত ভয় পেয়ে

পানিয়ে এসেছিল—

যুধিষ্ঠির । ই্যা—ই্যা—বানেশ্বর করিন আগে রায় বাগানে তুত দেবার কথা

বলেছিল বটে—

লক্ষ্মীকান্ত । কিন্তু বানেশ্বর সেদিন রায় বাগানে পাড়িয়ে যে কথা কলো

বলাছিল সে কথা শুনে কি সব সত্যি ? সত্যি কি আমার স্ত্রী মায়াবতীকে আর

সন্তান মেঘবল্লাসকে শরভান পিনাকি চৌধুরী গলা টিপে যেয়ে ফেলেছে ?

যুধিষ্ঠির । বোমা লক্ষ্মীকে এই শরভানটা গলা টিপে যেয়ে ফেলেছে বাবু-
আমি তাকে বাঁচাতে পারিনি—

লক্ষ্মীকান্ত । জাঃ মায়াবতী তুমি নেই—[কামা]

যুধিষ্ঠির । আপনার মেয়ে অন্তর্য্য পিনিকি টিক বোমা লক্ষ্মীর মত বেঁচে

হয়েছে বাবু কিন্তু—

লক্ষ্মীকান্ত । কিন্তু—

যুধিষ্ঠির । গতকাল রাত্রি শরভান পিনাকি চৌধুরী ওকে গলা টিপে বোমা

করে দিয়েছে—

লক্ষ্মীকান্ত । যেহে ফেলতো—আমি গিয়ে বাধা না দিলে অন্তর্য্যকে ওমা যেহে

ফেলতো—

যুধিষ্ঠির ! আপনি বাধা দিয়ে ছিলেন ?

(১০৩)

লক্ষীকান্ত । ইয়া, আমাকে দেখে ওয়া ভূত মনে করে ভবে পাগিরে ছিন্ন—
যুধিষ্ঠির । সেই অস্ত্রেই পিনাকি বাবু বলে বেড়াচ্ছে—অন্তর্য। নিদিমণির
বাবার প্রেতাত্মা শুকে গলা টিপে বোবা করে দিচ্ছে—

লক্ষীকান্ত । শয়তান পিনাকি চৌধুরী তোমার জিত আমি টেনে ছিঁড়ে
দেবো—তোমাকে আমি চরম শাস্তি দেবো—^{দেবো}চরম শাস্তি—চরম শাস্তি ।

যুধিষ্ঠির । বাবু ।

লক্ষীকান্ত । অন্তর্য। কোথায়—ফেদন আছে মেঘটি ।

যুধিষ্ঠির । বোবা হয়ে বাঙার পর পাগলের মত হয়ে গেছে, দিনরাত ভা
কাঁদছে—পেজাদ, জীবির বাবু শুকে নিয়ে স্তম্ভাধরানা গেছে—

লক্ষীকান্ত । ইয়া পেজাদ—পেজাদ তো তোমার নাতি, তাহলে তাকে দেখে
আমার বুকের ভেতরটা এমন যুহুকে শুঠে কেন বলতো ?

যুধিষ্ঠির । ওঠেই তো—বক্তের টানবে—

লক্ষীকান্ত । বক্তের টান—তব মানে—

যুধিষ্ঠির । ওই পেজাদ আমায় নাতি নয় বাবু, আমার নাতি পেজাদ হুজি
বক্তর আগে যাবা গেছে—

লক্ষীকান্ত । তাহলে কে পেজাদ ।

যুধিষ্ঠির । সবাই থাকে যুধিষ্ঠিরের নাতি পেজাদ বলে জানে সে আমলে—

লক্ষীকান্ত । আসলে—

যুধিষ্ঠির । আপনায় ছেলে মেঘমল্লার—

লক্ষীকান্ত । কি বলছে যুধিষ্ঠির ! আমার মেঘমল্লা সত্যি বেঁচে আছে ?

যুধিষ্ঠির । ইয়া বাবু, পরতান পিনাকি চৌধুরী বৌমাদলীকে খেয়ে
কেনেও যাবের কোল শূক করতে পারে নি ।

লক্ষীকান্ত । আমি করবো—শয়তানী অরুণার যাবের কোল শূক আমি
করবো—

যুধিষ্ঠির । বাবু ।

লক্ষীকান্ত । তবে পিনাকির ছেলে যেহেতু আমি প্রানে যাববো বা—
ওদের কেউ নেবো—কেউ—

যুধিষ্ঠির । তার আগে আপনায় ছেলে মেঘের দাঁতুর আপনি বুকে নিন
বাবু—

লক্ষীকান্ত । এখন যে সময় হুমান যুধিষ্ঠির—আগে আমি পিনাকির শাস্তি
দেবো তারপর—তাই—

যুধিষ্ঠির । তাই

লক্ষীকান্ত । এখনও কিছু দন আমাকে অনুগোপন করে থাকতে হবে—

যুধিষ্ঠির । বাবু ।

লক্ষীকান্ত । আমি না থলা পর্যন্ত তুমি আমার পর্ষটয় মেবে না—সবাই
জানবে—আমি লক্ষীকান্তর প্রেতাত্মা—

যুধিষ্ঠির । প্রেতাত্মা—

লক্ষীকান্ত । ইয়া—প্রেতাত্মার ছদ্মরূপেই আমি প্রতিশোধ দেবো—

যুধিষ্ঠির । বাবু ।

[লক্ষীকান্ত গলা টিপায় ভাবিতে ঠাডার দেখতে বিভ্রম দাপে,
যুধিষ্ঠির অবাক হয়ে দেখে দৃষ্ট ছবি হয়]

ভাইলেন কেন তোমরা বাবা হবে মা হয়ে এমনি করে মেয়ের সর্বনাশ করতে চাও তোমাদের লোকে আমার যন্ত্রের মত্না হবে কেন—কেন—কেন ?

[সঞ্চারি কান্নার ভেঙে পড়ে । সিনাকি অরুণা নীলদ্রিগকে মেয়ের দিকে এগিয়ে যায় । নীলদ্রি বলে ।

নীলদ্রি । তুমি কান্নাছো কেন সঞ্চারি—ওঠ, আমার জন্য শোন । তোমার কণ্ঠের অতুল হর আমার ভালো লেগেছিল । অনেক আগেই আমি তোমাকে ভালোবেসে ছিলাম । সঞ্চারি, আকাশের মিকে তাকিয়ে দেখ—কি সুন্দর চাঁদ উঠছে চন্দ্র ঐ চাঁদ । তোমার আমার ভালবাসার নাকী ।

সঞ্চারী । হ্যাঃ হ্যাঃ—চাঁদ, বিজেনন ম্যাগনেট নিলান্দিবাবু, আমার জীবনের যমুয় চাঁদ কবেই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে । আমার বাবা মায়ের জীবনে উঠেছে টাকার চাঁদ সম্পদের চাঁদ । আপনাবা তিনজনে সেই চাঁদটাকে হেজে ভাগ করে চামচ নিয়ে মুখে কুলে চুষে চুষে খান । পারেন তো আমার লাদাদি জন্তে এক চামচ রেখে দেবেন । [চলে যায় ।

নীলদ্রি । সিনাকি বাবু—অরুণা কেবী, আপনাবা বেথলেন জেং মঞ্চাঙ্গী আমাকে কি অপমান করে গেল ?

অরুণা । শোন বাবা নীলদ্রি সঞ্চারীর মূবটা একটু কঠিন কিন্তু মনটা খুবশ নরম ।

সিনাকি । তাই বিয়ের আগে এরকম করলেও বিয়ের পর সব ঠিক হয়ে বাবে । তবন দেখবে মুখ যন সবই নরম হয়ে গেছে—হেঃ হেঃ—কি বল অরুণা ?

অরুণা । ভাইতো বলছি—আগে বিয়েটা ভালোভাবে মিটেযাক ।

নীলদ্রি । কিন্তু তারপরও যদি সঞ্চারীর মনোজাব না পান্টায় ?

অরুণা । দেখ বাবু—তুমি আমার হবু আমাই । আমি তোমার হবু মাওকী । সে কথা তোমাকে আমার বলা উচিত নয়, তবু আবার সেকথা বলছি শোন । কিগো বলব ?

সিনাকি । কেন বলবে না—আজকাল শব্দর-খাণ্ডকী জামাই-পুত্র বহু সবাই সবাইকায় বহু । তাছাড়া বাবাঙ্গী বধন এ লাইনে কাঁচা তখন লাইনটা একটু ধরিয়ে দাও ।

অরুণা । জাহলে শোন নীল—বিয়ের পর দিন রাতি ব্যবসা না করে আমার দীপুয় হাতে ব্যবসার দায়িত্ব ছেড়ে দিবে, তুমি তোমার ভাবী বৌকে নিয়ে দিন ক্ষতক সমুদ্রর ট্রেড খেয়ে এসো । কেউ যেন লকে না থাকে । তুমি আর ওহুহুনে একা একা । বুঝতে পেরেছো হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ— [চলে যায় ।

নীলদ্রি । কিন্তু—

সিনাকি । না বাবাঙ্গী না, কোন কিছু নেই । দীপক ভোয়াগ বিজেনন দেখবে । তাছাড়া আমি তো আছি, হিসেব নিকেন টাকা পরস। সব আমি বুঝে নেব । তুমি সঞ্চারিকে নিয়ে প্রথমেই চলে যাও কোনারকের সূর্যমন্দির । তাপর তাজমহল—তারপর যাজহান । মোটকথা নতুন বৌকে নিয়ে ওহু উড়ে যাও উড়ে যাও । যেমন আমি উড়ে গিরেছিলাম তোমার খাণ্ডকীকে নিয়ে । বুঝতে পেরেছো হেঃ হেঃ—

নীলদ্রি । ঠিক আছে তাই হবে । সঞ্চারিকে নিয়ে প্রথমে আমি বৌকে বাব । সেখানে গিয়ে ওকে নিয়ে আধুনিক পানের ব্রেকড করাব । যদি মার্কেটে সে ব্রেকড ধরে যায় তাহলে দেখবেন—আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার যে প্রেম হবে সে প্রেম হবে একেবারে ব্রেকড করা প্রেম । হ্যাঃ-হ্যাঃ-হ্যাঃ—

[প্রস্থানোক্ত]

[অস্তরকে নিয়ে প্রহ্লাদ আসে]

প্রহ্লাদ । ক্রম কর্ণে] নীলদ্রি যাবু ?

নীলদ্রি । কি ব্যাপার—তোমরা ?

প্রহ্লাদ । আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে ।

নীলদ্রি । না, তোমাদের সঙ্গে ক্রমা বলাই মত সমস্ত আমার নেই । আমি
[প্রহ্লাদোক্ত]

অস্তর । [সামনে গিয়ে পথ আটকে বোবার ভাঙি , আই নীল । তুমি
আমাকে দেখে পাঞ্জিরে যাচ্ছ কেন ? তুমি কি আমাকে চেন না ?

নীলদ্রি । যা বাবা—বোঝা মেয়েটা কি যে বলে—

প্রহ্লাদ । ওই বোঝা মেয়েটা বলাছে—আপনি পাঞ্জিরে যাচ্ছেন কেন ?
ওকে 'ক' আপনি চেনেন না ?

নীলদ্রি । আগে চিনতাম—এখন চিনি না ।

অস্তর । তা চিনবে কেন—এখন যে বড়লোকের ঘোষকে নিয়ে করবে
পটিক করেছো ।

নীলদ্রি । তোমার দখ বঝতে না পারলেও তোমার বক্তব্য আমি বুঝতে
পেরে'ছ । তাই তোমার প্রহ্লাদ উত্তর দিচ্ছি শোন—আমি তোমার গানকে
ভালবেসেছিলাম, তোমাকে ভালবাসিলাম

অস্তর । শুধু আমার গান ভালবেসেছিলে—আমাকে নয় !

নীলদ্রি । না । আমি রেকর্ড কোম্পানীর মালিক । তুমিও ডালো ছেলে
মেয়ে'র পা'এর রে'র্ড ক্যাটেগরি টিক্তী করে আমি স'ব'র ব্যংক ব্যালেন্স করেছি ।
তাই তোমার যত বোঝা মেয়েকে নিয়ে করে আমি আমার লাইফের ব্যালেন্সটি
নষ্ট করতে চাই না ।

প্রহ্লাদ । এই আপনার শেষ কথা ?

নীলদ্রি । না আর একটা কথা আছে ।

প্রহ্লাদ । কি কথা ?

নীলদ্রি । বুঝ শিখি আমার সঙ্গে সঞ্চারীর বিষে, তাই শুভ বিবাহের দ্বীতি
ভোজ্যে তোমাদের নিমন্ত্রণ করে গেলাম—তোমরা দু'বাই মিলে গিয়ে ছোট ছোট
পুটে ভোজ্যে খেয়ে আসবে ।

প্রহ্লাদ । নীলদ্রি যাবু ।

নীলদ্রি । অস্তর, তুমিও ভোজ্য খাবে, আমার আর সঞ্চারীর বাসর ঘরে
গান গাইবে এমনি করে [বোবার ভাঙিতে গান গেয়ে দেবার । পা—আ—]

প্রহ্লাদ । নীলদ্রি যাবু ।

অস্তর । নীলদ্রি—

[নীলদ্রি হানতে হানতে চলে যায়, অস্তর কান'য় ভেঙে গড়ে]

প্রহ্লাদ । কেঁদো—না—কেঁদো না দিদি—বেইমারটাকে আমি ছাড়বো না,
আমি ঐ শরতান নীলদ্রি ব্যানজীর সঙ্গে সঞ্চারীর বিষে কিছুতেই হতে
দেবো না—যেমন করেই হোক আমি এ বিষে বন্ধ করবই—তার আগে
নাটের গুরু পিনাকি চৌধুরীর কাছে যাব—তার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবো—
কৈফিয়ৎ

[অস্তর হাত ধবে যাবার ভাঙিতে ছবি হয়]

শ্রীভৈরবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (মূলগ্রাম)-এর ছাঁব ও সহ
দেখে বই কিনুন । ছবি ও সহের ওপর 'সম্পদ বুক
'সিডি'কেটের কোন কাগজ বাসিটকার লাগানো থাকলে বই-
নেবেন না । বিশদ জানতে বইয়ের ভিতরে শ্রীভৈরবনাথ
গঙ্গোপাধ্যায় ও দেবদত্ত গঙ্গোপাধ্যায়-এর বক্তব্য পড়ুন ।

[বানেশ্বর ও দীপক আসে]

দীপক বাবা, ওই চাকরের বাচ্চা পেল্লাদকে আমি ছাড়বো না। চাবকে ঠেঁয় চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে গুকে আমি ভাল কুস্তা নিয়ে খাওয়াবো।

পিনাকি। আরে বাবা, কি হয়েছে বলবি তো।

দীপক। বানেশ্বর, তুমি বাবাকে বল, ছানোয়াঘটা কি করেছে।

পিনাকি। কি করেছে, যুধিষ্ঠিরের নাক্তি পেছান কি করেছে ?

বানেশ্বর। আগনার কথা মন্ত আমর কামাঙ্গা গুস্তাদকে থেকে নিয়ে গেলিলাম অস্ত্রা দিবিয়নির তুত ছাড়াযো বজে, কামাঙ্গা গুস্তাদ তুত ছাড়াযো কত করেছিল—কিন্তু হঠাৎ পেছান এসে ছিল সব মাটি করে—

পিনাকি। তারমানে।

বানেশ্বর। পেছানদের এতকড় ডুংসাইন কামাঙ্গা। শুধাকৈ ডেডে মারত গিল—

পিনাকি। তারপর—

বানেশ্বর। কামাঙ্গা গুস্তা তো তর তর গুস্তা গুস্তিয়ে প্রহ্লাদের ভয়ে পাণ্ডিয়ার গিল।

পিনাকি। ভোয়া কি করছিলি—তোরা যাদা দিতে পারিলি নি ?

বানেশ্বর। আমরা তো কোন ছাড়—পেছানের সেই গুস্তার মূক্তি যদি আপনি দেখতেন তাহলে আপনিও গুস্তা খেয়ে যেতেন।

পিনাকি। বানেশ্বর !

বানেশ্বর। কি বলবো বাবু, কামাঙ্গা গুস্তা চলে যাবার পর—আমাদের দিকে তেড়ে এলো—আমরা ভয়ে পাণ্ডিয়ার এসেছি বাবু। তবু পেছান আমাদের ছাড়বে না বলে হুমকি দিলে।

পঞ্চদশ দৃশ্য

চৌধুরী কটেজ

[চিত্তাঞ্জন পিনাকি বলতে বলতে আসে]

পিনাকি। আমি কাউকে কোন দিন কৈকির হুগলও দিইনি—আমি ভবিষ্যতেও দেবো না। কিন্তু সেদিন থেকে একটা গ্রাই আমার মাথার ঘুরপাক খাচ্ছে—সেদিন রাতে যাকে দেখে আমিরা প্রোতাত্মা বলে মনে করেছিলাম—সে কি মজিই লক্ষীকান্তর প্রোতাত্মা—নাকি লক্ষীকান্ত নিকে ? কিন্তু লক্ষীকান্ত তো কুড়ি বছর আগে লাড় চাপা পরে মাথা গেছে—তাছাড়া লক্ষীকান্তর চেহারায় সব চেহারার কোন মিল নেই অথচ ও যে কথাগুলো সেদিন বলছিল—কেন কথাগুলো তে আমি অকল্যা আর বানেশ্বর ছাড়া আর কেউ জানে না—তাহলে ও জানলো কি করে ? আচ্ছা ও যদি মাতৃবই হবে—তাহলে গেল কোথায় ? আমি তবু তার পরে গুজুকে কোথাও তার দেখা পাইনি। অতুত ব্যাপার ! কোথা থেকে এলো—কোথায় উঠাও হয়ে গেল কিছুর বুঝে পারছি না। আমি আর অকল্যা অস্ত্রাযাকে শলা টিলে বোঝা করে দিলেও সবাই জানে অস্ত্রার বাবার প্রোতাত্মাই পকে যোগা করে দিচ্ছে। ওরা অস্ত্রার তুত ছাড়াবার ব্যবস্থার করেছে কিনা। একটা গুস্তা আমাকে তড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে—যদি ঐ শরতানটা আমার আগে, আমার কোন অঘটন ঘটবে দেখ—তখন কি হবে ? দুঃ—হুঃ—যখন হবে তখন দেখা যাবে—এখন থেকে শুধু শুধু জেবে মাথা ধরাপ করে কি লাভ ! ঐ তো বানেশ্বরকে নিয়ে দীপক এটিকেই আমছে ওদের কাছে অস্ত্রার তুত ছাড়াবার ব্যাপারটা শুনে নিই। আর আম আর বানেশ্বর আর—

মায়ের কোল শূন্য [পঞ্চদশ সূক্ত]

পিনাকি। দেওমাছি হুমকি, ছোটলোক চাকরের এত সাহস যে আমার লোককে মারতে যায়! আমি আজই বুঝিগকে ডেকে পাঠাছি—

দীপক। সেই বৃদ্ধা ভায় বুঝিগই বক্ত নষ্টের মোড়া, ওই তো আশুরা দিয়ে পেজাদেয় যাখাটা খাচ্ছে। নাহলে বুঝিগ কি করে তোমার নামে কথা বলে—

পিনাকি। কি বলছে—বুঝিগ আমার বিরুদ্ধে কি কথা বলেছে!

বানেশ্বর। অন্তরা দিদিমণির বাবাগ প্রোজায়া। যে অন্তরা দিদিমণিকে গলা টিপে যোবা করে দিয়ে ওর ওপর ভর করেছে—সেটা মিথ্যা রটনা।

পিনাকি। তাই নাকি?

দীপক। শুধু তাই নয় বাবা। বুঝিগ বলে বেজাচ্ছে—তুমিই অন্তরাগকে গলাটিলে যোবা করে দিয়েছো।

পিনাকি। যে মুখ দিয়ে বুঝিগ আমার নামে এতবড় মিথ্যা কথা বলেছে ওর সেই মুখ আমি চিরকরে বন্ধ করে দেবো—ওর ঝিক আমি টেনে ছিঁকে নেবো—

দীপক। আমি এখন সেই বৃদ্ধা শরতানটাকে হুগের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে আসছি। একে আচ্ছ বুঝিগের দেবো পিনাকি চৌধুরীর যত ভাগো মাহুষের নায়ে মিথ্যে বয়নায় ছড়াচেনার কি ভয়কর পরিণাম।

বানেশ্বর। বুঝিগের দেবেন—জুকে ভালো করে বাঁধে দেবেন। তবে ওকে ধরে আনতে আপনাকে মাস পাঁচাধ খেতে হবে না—

দুজনে। কেন?

বানেশ্বর। ও নিজেই আপনাদের কাছে ধরা দিতে আসবে—

দুজনে। আসবে।

বানেশ্বর। আ সৌরবাবু, শংকরান বাবু, পেজাদ, বুঝিগের সব এক আশুরা ছড়ো হয়ে আপনাদের বিরুদ্ধে যত্নবদ্ধ করছে।

পঞ্চদশ সূক্ত]

মায়ের কোল শূন্য

দীপক। বড় যত্ন করে ওরা কিছুই করছে পারবে না।

বানেশ্বর। ওরা অন্তরা দিদিমণিকে নিয়ে ডাক্তারখানা গেমেছিল—এবার হুমতো আপনাদের কাছে আসবে কামোলা করতে।

পিনাকি। আশায় কাজে আনবে কামোলা করতে।

দীপক। আশাদের বাড়ির নামনে কোন খামেলা করতে গেলে আমি পিটিয়ে ওদের লাল কেরে দেবো—

পিনাকি। তুমি ষাখ দীপক, হুম দাম কথা বলে আমার মাথা সরয় করিস না। তুমি এখন যা, আমার ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবতে দে।

দীপক। ঠিক আছে, তুমি ভোবের মেথো কি ব্যবস্থা করতে পারো। তবে আমি ঠিক করেই বেধেছি—তুমি একবার ইঁদা বললেই আমি অপারেশন শুরু করে দেবো—

বানেশ্বর। ছোটবাবুর বক্ত মাথা গরম। হবে না কেন—উঠতি বহন, কোন কথা ভেবে বলে না। তবে আপনি ভাবুন বাবু—ব্যাপারটা কিন্তু সহজ নয়—

[পিনাকি মনে মনে বলে]

পিনাকি। অন্তরায় যোবা হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে জল যে এতদূর দূরত্বে বুঝতে পারিনি। তুমি হয়ে গেছে, অন্তরায় থাকা টিপে ওকো করে নিয়েছে—

[বানেশ্বর মনে মনে বলে]

বানেশ্বর। বাবু মনে হচ্ছে ভয় পেয়েছে। কিন্তু তুমি পাখার কি কারণ? তবে কি অন্তরা দিদিমণিকে পিনাকি বাবুই গলা টিপে যোবা করে নিয়েছে—

[সকারী চুপি চুপি মজের শিঙনে এসে ঈড়ার জর। দেথতে

পায় না, সকারী মনে মনে বলে]

সকারী। বাবা আর বানেশ্বর কাঁকা এখানে কি নিয়ে এত ভাবছে, আমি খাজাল থেকে ভূমি তো ওরা কি কথা বলে।

পিনাকি । আমি আর অকল্যা—অন্তর্যাকে গলা টিপে বোঝা করে দিখেছি ।

বানেশ্বর । বাবু ।

[সকারী বলে]

সকারী । না—আমার বাবা যা এত বড় দুঃসং । এতবড় অসুখ । কল্যাণ ।
করবো না—ওদের আমি কিছুতেই কিছুতেই না । [চল যায় ।]

বানেশ্বর আমি ঠিক ধরেছি । বাবু, আপনি তুল করে কেলেছেন । কথায় বলে
শত্রুর শেষ বাধাতে নেই । একেবারে শেষ করে দিতে পারেন নি ?

পিনাকি । শেষ করে দেবো বলেই গলা টিপে যাবে ছিলাম কিন্তু হঠাৎ
কোথা থেকে একটা ডরকর অশ্রুকারী আত্মা এসে অকৃত্রিম দাঁড়িয়ে দিল—
শত্রুতানী মেয়েটা মরল না কিন্তু বোঝা হয়ে বেঁচে থেকে আমার পথের কাঁটা হয়ে
গেল । এখন শুধু বাকি সজ্জা কথটা সবাইকে কাস করে দেব তাহলে আমার
সর্বশেষ হয়ে যাবে ।

বানেশ্বর । কি করে বলবে বাবু, সিনিয়ালি তো বোঝা হয়ে গেছে—উত্তেজিত।

কথাই বলতে পারেন না ।

পিনাকি । কথা ও না বললেও—লোককে বলবে । লোকে আমার অন্তর
এগর হের দেখাতে যাবে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে অনেক লোক তুলবে—

তখন আমি তাদের কি জবাব দেবো ?

বানেশ্বর । আপনি একটা কাজ করুন বাবু ।

পিনাকি । কি কাজ—

বানেশ্বর । যে কাজ করলে সাপও মরবে আমার লাঠিও ভুলবে না ।

পিনাকি । তামানে ।

বানেশ্বর । আপনাকে ছেলে দীপকবাবুর সঙ্গে অন্তর্যা সিনিয়ালি দিয়ে দেবার
ইচ্ছা তো আপনার অনেক দিনের ।

পিনাকি । বানেশ্বর ।

(৯৯)

[এবার বানেশ্বর পিনাকিকে বলে]

বানেশ্বর । বাবু, আপনি তখন থেকে কি এত ভাবছেন ?

পিনাকি । আমি খুব বিপদে পড়েছি বানেশ্বর, কোকের মাথার আমি
সাম্প্রতিক কাল করে নজরই নিজের বিপদ ভেঙে এনেছি ।

বানেশ্বর । বাবু ।

পিনাকি । তুই আমার বিষয় পুরনো কর্মচারী । তুই তো জানিস—
সম্পত্তির লোভে আমি লক্ষীকান্তকে পাড়ী চাপা দিয়ে যেয়েছি—

সকারী । [মনে মনে] ও—লক্ষীকান্ত কাকাকে তুমি মেরে দিয়েছে—

বানেশ্বর । আমি জানি বাবু—আমি জানি—

পিনাকি । তুই তো নিজের গোথে রেখেছিল—লক্ষীকান্তর যৌ নারায়ণীকে
আর ছেলে মেঘময়কে আমি নিজে গলা টিপে মেরেছি—

সকারী । [মনে মনে] এ আমি কি শুদ্ধনাম—

বানেশ্বর । কিন্তু বাবু, আমি তো আপনার সব অপরাধের কথা জানি । আমিই
আপনার পাপের সাক্ষী । তবু আমি কি কখনও কাউকে আপনার পাপের কথা
বলেছি ?

পিনাকি । সেই জন্মেই তো তোকে আমি ভালবাসি বানেশ্বর, সেই জন্মেই
তো তোকে আমি বধা সর্বস্ত দিয়ে সাহায্য করি ।

বানেশ্বর । আপনি যেমন আমাকে পাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন তেমন আমিও
আপনার বিপদের সময় পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করি । বলুন বাবু, আপনায় নতুন
করে কি বিপদ হয়েছে ?

পিনাকি । কাছে আর, বেশী জোরে বলা যাবে না—সেকথা আমার হিলে
মেয়ে কেউ জানে না সেকথা আমি তোকে বলবো—

বানেশ্বর । কি এমন কথা বাবু ?

(১০০)

বানেশ্বর । জ্য আপনার সেই ইচ্ছাটা এবার কাজে পড়িগত করুন—দীপক দীপাবার সঙ্গে অন্তরার দিগ্বিদির বিশেষা দিরে দিন ।

পিনাকি । কি বসজিস বানেশ্বর !

বানেশ্বর । ঠিকই বলছি বাবু—আপনি দেখবেন এতে আপনায় ভাগই হবে । কেউ আর আপনার বিরুদ্ধে আঙুল তুলে কথা বলতে পারবে না । সবাই বরং আপনার নামে ধক্তি ধক্তি করবে । সবাই বলবে—পিনাকি বাবু কত বার্মিক, কত ভালো লোক—বজুর প্রতি ভাগবামার মূল্য মিতে বজুর বোনা মেয়ের নিজের একমাত্র ছেলের বিয়ে দিয়েছে ।

পিনাকি । ঠিক বলেছিল বানেশ্বর—

বানেশ্বর । আমি তো সব সময় ঠিক কথা বলি বাবু । আর সেই জেজাই আপনি আমাকে ভালবাসেন । হেঃ—হেঃ—হেঃ—আবার দুজুর মূল্য দিকে লেন ।

পিনাকি । তুই আমার যে উপকার করলি—সামাজ্য টাকা দিয়ে তার মূল্যায়ন কথা যাচ না—তবু তুই এই টাকাগুলো গুলে রাখ—

বানেশ্বর । [টাকা গিরে] হেঃ হেঃ হেঃ—আপনি মাছুষ নন বাবু, দেবত— তাই আপনায় মত দেগতার পায় শতকোটি গ্রন্থ—হেঃ—হেঃ—হেঃ—বাবু, বিশেষ পড়লেই আপনি কোন চিন্তা না করে আমাকে জেকে পাঠাবেন— হেঃ—হেঃ—হেঃ—

পিনাকি । কথাই বলে—ছাড়ি বিপদে পড়লে চামচিকিতেও দাখি মারে আমার বিপদের সুযোগ নিয়ে ঐ বানেশ্বর সিনের পর দিন পোছা পোছা টাকা নিয়ে বেছে । এক এক সময় মনে হয় গলা টিপে শেষ করে দিই জায়গার বাজারে । কিন্তু না—একে চটালে চপরে না—এই আমার সব সুকর্মের সাক্ষী । তাই শুকে আমার হাতে রাখতেই হবে । তাছাড়া ও যে যুক্তিটা যিরে বেল সেটা শুনে আমি অনেকটা নিশ্চিত হজে পারলাম—

অরুণা । কিগো—তুমি এখানে নিশ্চল হয়ে বসে আছো !—এদিকে জোয়ার বজুর বোনা মেয়ে অন্তরাকে নিয়ে কত কাণ্ড ঘটছে—শে খবর মাখো ?

পিনাকি । দাখি, দাখি, আমি এখানে বসেই অন্তরার সব খবর পেয়েছি । ম কোথায় গেছে—কি করছে সব আমি জানি—

অরুণা । জেনও তুমি চুপ করে বসে আছো ।

পিনাকি । শুধু বসে নেই—বসে বাস আমি সব জান হুকে ফেলেছি ।

অরুণা । কি জান ছাক ফেলেছো ?

পিনাকি । শোন অরুণা, আমি ঠিক করেছি—অন্তরার সঙ্গে—

অরুণা । অন্তরার সঙ্গে—

পিনাকি । আমি দীপকের বিয়ে দেবো ।

অরুণা । কি বললে—তোমার কি মাঝা মাঝাগ হয়ে গেছে । আমার একমাত্র ছেলের সঙ্গে তুমি বোনা মেয়েটার বিয়ে দেবে ।

পিনাকি । যেমটা বোবা হলেও—ওর বৌয়ন ভো বোবা নয় ।

অরুণা । কিন্তু নীলাগ্রির সঙ্গে অন্তরার প্রেম ছিল তুমি যেটা জান না ।

পিনাকি । জানি, জানি । তোমার ছেলের চরিত্র যে কত ভালো পেটা

তুমিও জানো আর আমিও জানি । তাছাড়া—

অরুণা । তাছাড়া—

পিনাকি । তোমার ছেলে দীপকের কি ধোয়তা আছে ? যাগের পরমায়

ফুটান করে আর মেয়েদের পিছনে ঘুরে বেড়ায় । তোমার এমন ছুপুকে

কোন দিন কোন ভাল ঘরের মেয়ে বিয়ে করবে ?

অরুণা । তবু আমার মনে হয়, দীপক কিছুতেই বুঝী অন্তরাকে বিয়ে করবে

না ।

পিনাকি । বিয়ে না করলে মরবে । কারণ একটা কথা মনে রাখবে—
বন্দীকান্তর যে বিষয় সম্পত্তি আমরা জোর করে হরণ করে রেখেছি, যে সম্পত্তি
জোড়ে আমাদের এত ফুটানি, অন্তর্যাকে বিয়ে না করলে সেই সম্পত্তি সব আমাদের
হাত ছাড়া হয়ে যাবে—আমাদের লাভায় রাতায় ভিলে করতে হবে—

[সঞ্চারী এসে বসে]

সঞ্চারী । বাবা ভৌতিক কথাই বলেছে মা ।

দুজন । সঞ্চারী ।

সঞ্চারী । আমি তোমার সব কথা শুনছি বাবা—

পিনাকি । সব কথা শুনছিস মানে ?

সঞ্চারী । ওই যে — বাগেজর কাকার সঙ্গে মালার বিয়ের ব্যাপারে আমোচনা
করছিমে—সেই কথা ।

পিনাকি । তাই বল, আমি ভাবছিলাম—

সঞ্চারী । তুমি ঠিকই ভেবেচো বাবা, তবে আমি একটা কথা বলছিলাম—

দুজন । কি কথা—

সঞ্চারী । বলছিলাম—অন্তর্যার সঙ্গে মালার বিয়ে হলে সম্পত্তি তো
আমরা পাই—সেই সঙ্গে বিনা পরসায় বিও একটা পেয়ে যাবো, নাকি বল মা ।

পিনাকি । মেয়েছো, সঞ্চারী কত সহজে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে । আর
তুমি—তখন থেকে ধানাই কানাই করছো ।

সঞ্চারী । তবে একটা কথা বাবা—

পিনাকি । বল—বল সঞ্চারী—

সঞ্চারী । মালার সঙ্গে যে তুমি অন্তর্যার বিয়ে দিতে চাও—একটা
হেন বাইরের কেউ জানতে না পারে ।

পিনাকি । কেন—কেন জানতে পারলে কি হবে ?

(১২০)

সঞ্চারী । গোকে বলবে—পিনাকি চৌধুরী এতই গরম পিপিচ, এত বড়
চামড় যে একমাত্র ছেদের সঙ্গে পরসার গোকে একটা বোবা মেয়ের বিয়ে
দিবে—

পিনাকি । সঞ্চারী !

সঞ্চারী । রাগ করো না বাবা, মাঝা ঠাণ্ডা করে তুমি আমার আর একটা
কথা শোন—

পিনাকি । না—না—আমি তোমার কথা শুনেও পারছি না ।

সঞ্চারী । বাবা, আমি তো তোমায় কথামত নীলাদ্রিকে বিয়ে করতে রাজী
করেছি, তাহলে তুমি কেন আমার কথা শুনবে না ? তুমি বিশ্বের আগেই
আমাকে পর করে দিতে চাও [কান্না]

অমর । কান্না না মা সঞ্চারী—কান্না না—

পিনাকি । এই পাগলী, কান্না বন্ধ করে বল—আমি তোমার সব কথা

শুনবো—

সঞ্চারী । প্রমিশ ?

পিনাকি । প্রমিশ [দুজনে হাত বেলায়]

সঞ্চারী । তাহলে শোন বাবা । আমি জানতে পেরেছি—আমি
লোকজন জুটিয়ে নিয়ে অন্তর্যারিক নিয়ে তোমার কাছে হামলা করবে
আমি—

পিনাকি । আমার কাছে হামলা করতে এলে আমি অন্যের সহজে ছেড়ে
দেবো না । আমি পিনাকি চৌধুরী—প্রয়োজন হলে আমি ওদের কুসুর মত গুলি
করে মারবো—

সঞ্চারী । এত কাণ্ড করার শোন বরকাস দেই বাবা, শ্রী এলে তুমি মাঝা
ঠাণ্ডা করে ওদের কথা শুনবে—তারপর বল ।

(১২১)

পিনাকি । কি বলবো ?

সঞ্চারী । তোমরা তো খুব বড় বড় কথা বলছো, ঐ অস্ত্রার জন্ত তোমাদের বড় দরদ । কিন্তু তোমরা কি পারবে—ঐ বোবা মেয়েটিকে নিয়ে করে কীকর্মীদা দিতে ?

হুজুর দঞ্চারী—

সঞ্চারী । বাস, এই কথাতেই ওদের সব প্রতিবাদের কথা স্তায়ে যায়ে । কারণ বোবা মেয়েকে কোন দৃষ্টি ছেলে নিয়ে করতে রাজী হয়ে না । সবাই অস্ত্রারদিকে কেনে রেখে যে যার খাতি করে যায়ে । অস্ত্রারদি কানতে কাঁয়েতে তোমার পারে এসে পড়বে ।

পিনাকি । সঞ্চারী, তোর মাথায় এক বুদ্ধি ।

দঞ্চারী । হবে না কেন—আমি যে তোমাদেরই মেয়ে, আমার যত শরভানী বুদ্ধি তো তোমাদের কাছে থেকেই পেয়েছি ।

অরুণা । আশীর্বাদ করে । যেতে থাক মা—বৌচে থাক ।

পিনাকি । ওগরান তোর আরও বুদ্ধি দিক ।

সঞ্চারী । মনে মনে । আমার যে কত বুদ্ধি বুঝবে একটু পরে—

অরুণা । কিছু বলিগি ?

[সন্ধ্যা বহুকাল কোলাহল শোনা যায়, নেপথ্যে বলে]

নেপথ্যে । পিনাকি চৌধুরীর কালো হাত তেজে দাঙ—ওজিয়ে দাঙ ।

অস্ত্রার দায় বোবা হবে পেল কেন—জবাব চাই জবাব দাঙ—

অরুণা । কি হলো—বাইরে এক কোলাহল কিম্বদ—

পিনাকি । তবে কি আবীর লোক জুগ নিয়ে কামেলা করতে এসেছে ?

[দীপক এসে বলে]

দীপক । বাবা, একপল লোক আমাদের গেটের সামনে জেগে হয়ে—ওদের সঙ্গে আবীর অস্ত্রা পেছাদাও রয়েছে—

পিনাকি । দানের শোনা নিশ্চয়ই গানের মাতার সেই আবীর । ঠিক আছে, তুই এক কাজ কর—

দীপক । আমি কি ধান্য কোন করে পুলিশকে আসতে বলবো ?

পিনাকি । না, না খানার কোন করার কোন—দরকার নেই—অমর দলে

পাণ্ডাকে তেতরে আসতে বল—

দীপক । তেতরে আসতে বলবো ? তুমি কি বলছো ?

সঞ্চারী । বাবা যা বলছে তাই কর না দাদা ।

দীপক । যাচ্ছি—যাচ্ছি—

অরুণা । বেখো—যেন মাথা গরম করে ফেলো না—

সঞ্চারী । ই্যা বাবা, মাথা গরম করলে সব খ্যাণামটাই গু হরে যাবে ।

পিনাকি । না—না—তোমাদের কোন চিন্তা নেই—তোমরা দেখে নিও আমি কি ভাবে যানেক হবে নেবো ।

[অস্ত্রাকে নিয়ে আবীর ও প্রহ্লাদ আসে শিঙ্গনে দীর্ঘক আসে ।

আবীর । এই যে মিষ্টায় চৌধুরী, আপনারা সবাই আছেন দেখছি ।

পিনাকি । এনো—এসো—আবীর এসো—

অরুণা । আর যা অস্ত্রা ! আহা ! দুদিনে মেয়েটার কি চেহারা হয়েছে

[কাছে টানতে বাধ, অস্ত্রা দরে যায়]

পিনাকি । প্রহ্লাদ আবীরকে বলায় জায়গা করে দে—

আবীর । বলতে আমি আমি মিষ্টার চৌধুরী । এখনই বলে যদি

আপনার বাজির বাইরে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছু লোক, তাদের সকলের হয়ে আমি এসেছি—আপনার বিকল্পে কিছু অভিযোগ নিয়ে ।

অরুণা । কেন বাবা আবীর, তোমার কাঁধাবু কি কোন অস্ত্রা করেছে ?

সিনাকি । কি বলবো ?

সকলী । তোমরা তো খুব বড় বড় কথা বলছো, 'ঐ অস্ত্রার জন্ত তোমাদের বজ্র দরব' । কিন্তু তোমরা কি পারবে--ঐ বোবা মেয়েটিকে বিয়ে করে ছাঁক দরদার দিতে ?

হুজনে । সকলী--

সকলী । বাস, এই কথাতেই আমার দব প্রতিবারে ফলা গুটিয়ে যাবে । কারণ বোবা মেয়েকে কোন হুহু ছেলে বিয়ে করতে রাজী হবে না । সবাই অস্ত্রটিকে হেল রেখে যে বাব বাড়ি কিনে রাখে । অস্ত্র যদি কাগজে কাগজে তোমার পায়ে এসে পড়বে

সিনাকি । সকলী, জোর মাখায় এত বৃদ্ধি ।

সকলী । হবে না কেন--আমি যে তোমাদেরই মেয়ে, আমার দত্ত শরতানী বৃদ্ধি তো তোমাদের কাছ থেকেই পেরেছি ।

অকল । আশীর্বাদ করে । বেঁচে থাক মা--বেঁচে থাক ।

সিনাকি । ভগবান তোব আরও বৃদ্ধি দিক ।

সকলী । যেন মনে । আমার যে কত বৃদ্ধি বুঝবে একটু পরে--

অকল । কিছু বজলি ?

[সন্ধ্যা বহুতর কোলাহল শোনা যায়, নৈপাথে বলে]
নৈপাথে । সিনাকি চৌধুরী কালো হাত জেতে দাও--জুড়িয়ে লাও ।

অস্ত্রা রাব বোবা হয়ে পেল কেন--জবাব চাই জগাব দাও--

অকল । কি হলো--বাইরে এত কোলাহল কিম্বা--

সিনাকি । তবে কি আবীর লোক জন নিয়ে বায়েজা অরজে-জোজো ?

[দীপক এসে বলে]

দীপক । বাবা, একদল লোক আমাদের গেটের সামনে জমে হুহু হয়েছে--ওদের সঙ্গে আবীর অস্ত্রা পেজাদও রয়েছে--

সিনাকি । পালের পোনা নিশ্চয়ই মানের মাটির সেই আবীর । ঠিক আছে, তুই এক কাজ কর--
দীপক । আমি কি খান্না কোন করে পুলিশকে আসতে বলবো ?

সিনাকি । না, না খান্না কোন করা কোন বরকার নেই--ওদের বন্দেজ পাগুকে জেতরে আসতে বল--

দীপক । জেতরে আসতে বলবো ? কুমি কি বলছে ?

সকলী । বাবা যা বলছে তাই কর না দাদা ।

দীপক । বাচ্ছি--বাচ্ছি--

অকল । দেখো--যেন মাখা গরম করে কোনো ন--

সকলী । ই্যা বাবা, মাখা গরম করলে সব ব্যাপারটাই পণ্ড হয়ে যাবে ।

সিনাকি । না--না--তোমাদের কোন চিন্তা নেই--তোমরা দেখে নিও আমি কিভাবে ম্যানুজ হবে নেবে ।

[অস্ত্রাকে নিয়ে আবীর ও প্রহ্লাদ আসে শিঙনে দীপক আসে]

আবীর । এই যে মিস্টার চৌধুরী, আপনারা সবাই আছেন দেখছি ।

সিনাকি । এসো--এসো--আবীর এসো--

অকল । আর মা অস্ত্রা । আচ্ছা । দুদিনে মোমটার কি চেহারা হয়েছে ।

[কাজে টানতে যায়, অস্ত্রা সরে যায়]

সিনাকি । প্রহ্লাদ আবীরকে থলার জ.র.বা করে দে--

আবীর । বলতে আমি আসিনি মিস্টার চৌধুরী । প্রথমেই বলে রাখি

আপনাদের ব্যক্তি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কিছু লোক, তাদের সকলের

হুহু আমি এসছি--আপনার বিকল্প কিছু অভ্যর্থনা নিয়ে ।

অকল । কেন বাবা আবীর, তোমার কাণাবাবু কি কোন অস্ত্রাট

করেছে ?

আবীর ! উনি কি স্বস্তি কয়েছেন সেটা আপনাকে সকলেই জানেন । কিন্তু কেন কয়েছেন আমরা তার কৈফিয়ৎ চাই ।

দীপক ! আবীরবাবু ! তেড়ে ক'র ।

আবীর ! অ্যাঁই—লাল চোখ দেখাওবে না, যেন রাখবেন আমার নাম আবীর, আবীরের রঙ লাল, তাই সে কারণে লাল চোখ নক্স করে না ।

পিনাকি ! দীপক, তুই আর একটা কথা বলবি না । বল আবীর, তুমি কি জানতে চাও ।

আবীর ! আপনি বলুন—অন্তা বোবা হয়ে গেল কি করে ?

পিনাকি ! ওর বাবার প্রেতাত্মা স্বর্গে গলাটিপে বোবা করে দিয়ে গেছে

আবীর ! বামুন—বামুন—ওসব ভূত প্রেতের দোহাই দিয়ে আপনি সাধারণ মানুষকে ভীতী পাট। বোঝাতে পারলেও আমাদের আত্মকে বোঝাতে পারবেন না—আমি এই সব ভূত প্রেত বিশ্বাস করিনা ।

পিনাকি ! নিজের গোখ না দেখলে আমিও করতাম না

আবীর ! আপনি নিজের গোখে দেখেছেন ?

পিনাকি ! হ্যা, আমি নিজের গোখে দেখেছি—ওর বাবার প্রেতাত্মা স্বর্গে কেন্দারি স্বর্গে গলা টিপে ধরেছিল আমি বাবা দৈর্ঘ্যহীন বলি অন্তরা মা' আবার প্রাণ বেঁচে গেছে—কিন্তু—

আবীর ! কিন্তু—

পিনাকি ! ওর বাবার প্রেতাত্মা স্বর্গে বোবা করে দিয়ে গেছে বোবা । এখন এই হৃদয়ঙ্গমিনী বোবা মেয়েটাকে নিয়ে আমি কি করবো তুমি বলে দাও কিংবদন্তি ।

আবীর ! মিষ্টার চৌধুরী—

পিনাকি ! হৃদয়ঙ্গম হোক, ও আমার বন্ধুর মেয়ে, মেয়ের মত, ছোটবেলা থেকে ওকে মানুষ করেছি—

প্রজাদি । মেয়ের মত মানুষ কয়েছেন বলেই ভালবাসার পুরুষের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন ।

পিনাকি ! না পেন্ডাং, আমাকে তোরা এত ছোট ভাবিস না । আমি ঋণীয় সঙ্গে নীলাদ্রিয়ার বিয়ে ঠিক করিনি, ঐ নীলাদ্রিই স্বতরাং বাবু বিয়ে সফলীকে বিয়ে করতে চায়

প্রজাদি ! তা কেন হবে । নীলাদ্রিয়ার তো বড়দামশিকে ভালবাসতে—

তাহলে যেন সে বিয়ে করবে না ?

পিনাকি ! কেন স্বপ্ন মানুষ কি এই স্বপ্ন একটা বোবা মেয়েকে বিয়ে করতে চায়—

আবীর ! মিষ্টার চৌধুরী—

পিনাকি ! কি ছেলে, কি মেয়ে, প্রত্যেকের জীবনে একটা স্বপ্ন থাকে । কেউ কি চায় সেই স্বপ্ন থেকে বঞ্চিত হতে ?

আবীর ! কিন্তু আপনি কি জানেন—ভালবাসা লাভ লোকসানের হিসাব করে আসে না । ভালবাসা আসে ভালবাসা নিয়েই । কি শোনাম কি মিলায় যেখানে এই হিসাব আছে সেখানে ভালবাসা থাকে না ।

পিনাকি ! তুমি জো অনেক বড় কথা বলতে, ভালবাসার ব্যাখ্যাও দিলে—কিন্তু তুমি পারবে—ঐ বোবা মেয়েটাকে বিয়ে করে তোমার জীবন সঙ্গিনী হিসাবে যেন নিতে !

আবীর ! আমি—

পিনাকি ! পারবে না—তোমাদের মত চেহেরের চারটা আঁখি জানা হয়ে গেছে । তোমারা নিজের দায়িত্বীতি করে জনগণকে গোপনে তুলতে পারো—কিন্তু তাদের কাজ করতে পারো না—

আবীর ! শুধু—শুধু নিজের চৌধুরী, আমি নিজের দায়িত্বীতি করিনা । আমি মুখে বা বলি কাছে তাই করি—

[সফারী এসে বলে]

সফারী। আদারদা !
আদার। আমি এ বাড়ীতে গান শেখাতে এসে বস্তুতক গ্রন্থ দেখেই
ভাস্করবেসে সেনেছিন্নাম, কিছু বখান জানতে পারলাম অন্তরা নীলগির্জা বাকুকে
ভাগবাস, তখন আমার ভালবাসা কাজার বোবা হয়ে গিয়েছিল। সেই কষ্টেই
আমি অনেক ঘরে সবে গিয়েছিলাম। কিছু আজ বখান দেখলাম আমার
ভালবাসা বোবা হয়ে গেছে, তখন আমি অভিবান করে ঘরে থাকতে পারিনি—
ভয় পাশে এসে দাঁড়িয়েছি—তবু তাই নয়, আমি ওকে বিয়ে করে আমার স্বামী
খরানা দেবো—

পিনাকি। কি বললে—
আদার। আপনাদের সকলকে সাক্ষী রেখে আমার নিজের যুক্ত দিয়ে
অন্তরার সিঁধি মাজিয়ে দিলাম—

[কথা বলতে বলতে নিজের আঁতুল কামতে গুক্ত বাঁধ করে সেই
রক্তে অন্তরার সিঁধি মাজিয়ে দেয়]

পিনাকি ও আদার। না—
সফারী। উলু দাঁও—উলু দাঁও—উলু—লু।
[প্রহ্লাদ নাচতে থাকে, সফারী উলু দেয়, পিনাকি হতবাক হয়ে যায়।
লুতা ছবি হয়, আলো নেভে]

মোড়শ দৃষ্ট

রায় বাগান

[অন্তরার বিয়ের খবর শুনে পিনাকি যুধিষ্ঠির নাচিতে নাচিতে গাইতে আসে]

গান

একুশরান খান কেন

ভোজ ধার আজ পেট ভরে

বড়দাম্পন্য যিয়ে হলো

বাজে যে স্বামীয় হয়ে

যুধিষ্ঠির। আঃ—কি আনন্দ—আনন্দ আয়ার বৃষ্টি। ভরে যাচ্ছে। যেন
হচ্ছে পৃথিবীর সব স্থখ আজ এই যুধিষ্ঠিরের বৃক্ষে ঘাবে জমা হয়েছে। তাই খুশী
আমি হুহুকে না, হাসি আঁধ শেখ হুহুকে না—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—
এতখুশী এবার ভোমার শেষ দিন এসিয়ে আসছে—

[দু'জানি এসে বলে]

দু'জানি। এ্যাঃ—এ্যাঃ—এ্যাঃ—এ্যাঃ—এ্যাঃ—এ্যাঃ—এ্যাঃ—এ্যাঃ—
কেনে।
যুধিষ্ঠির। তা চেঁচাবোই তো যে শালী, ভোর মত বকনা গুরু দেখা পেয়েছি
যে।

দু'জানি। বড়ো বাক কোথাকার, এই শ্রমে বকনার রিকে নজর।
যুধিষ্ঠির। হবে না কেনে লো নাতনী, জাণীর দামাধার শকে বড়দাম্পন্য
বিয়ে হয়ে গেছে এই আনন্দে আমার দিক বিদিক জান নেই

হু'আনি। ধালে সেই আনন্দে পেজাদের সঙ্গে আমার বিয়েটা নিয়ে দাও না।

বুড়ো।

যুধিষ্ঠির। না—না—পেজাদের সঙ্গে তোমার বিয়ে আমি কোন দিনই দেবো না।

হু'আনি। কেনে দেবে না দাও।

যুধিষ্ঠির। কেন যে দেবে না—তুঁদিন পরে বুঝি, এখন যা আমার কানেক

কাছে ট্যাঁকর ট্যাঁকর করিস না—

হু'আনি। যতই হুঁমি না বল দাও—ঐ পেজাদের সঙ্গে আমার বিয়ে হবেই, আর তখন তোমার নাজবো হয়ে এসে বুঝিয়ে দেবো—কত ধানে কত চাল। [চলে যায়।]

যুধিষ্ঠির। তিন কাঁল গেয়ে যার এক কাঁলে ঠেকেছে তাকে তুঁই কি বোঝাবি রে হু'আনি! তুঁই তো আমল ঘটনা জানিস না। যেদিন জানতে পারিবি সেদিন আকাশ থেকে পড়বি আকাশ থেকে। কিন্তু তার আগে যে আমার অনেক কাজ বাকী, বড়দামনির বিষয় খবরট; আমাকে যেমন করেই হোক কস্তাবাবুকে জানাতে হবে। কিন্তু কোথায় তিনি? তিনি যে কোথায় নুঁকিরে আছেন কে জানে? শিউলী গাছের তলায় চির বুয়ে বুয়ে আছি আমি বৌমালস্বী। বৌমালস্বী, তুমি কি দেখতে পাচ্ছো—তোমার মেয়ে বোবা হয়ে গেছে কত ভাল করে, ভাল বরের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে—তুমি আশীর্বাদ কর—ওরা বেন হুঁবী হয়—

[যুধিষ্ঠির কাঁদতে কাঁদতে জোড় হাত করে প্রণাম করে,

লক্ষ্মীকান্ত এসে বলে।]

লক্ষ্মীকান্ত। যুধিষ্ঠির—

যুধিষ্ঠির। বাবু, আপনি এসেছেন, আমি আনন্দের খবরটা দেবো বলে আপনাকেই খুঁজছিলাম।

। ১২৮)

লক্ষীকান্ত। আনন্দের খবর?

যুধিষ্ঠির। ই্যা বাবু। আপনার মেয়ে অন্তরা বিদ্যমনির সঙ্গে আদীশ মাদামবুর বিয়ে হয়ে গেছে।

লক্ষীকান্ত। কি বললে! আমার অন্তরা মায়ের বিয়ে হয়ে গেছে! অন্তরা বা স্বামীসহ সঙ্গে শক্তির বাড়ী গেছে। হাঃ—কি—আনন্দ কি শক্তি! কি—যুধিষ্ঠির। কিন্তু কেন বাবু—

লক্ষীকান্ত। আমি এমনই হতভাগ্য যে নিজেকে দাঁড়িয়ে থেকে মেয়ের বিয়েটা শরীফ হিতে পারলাম না। এতবড় আনন্দের খবরটা আজ আমাকে চোরের মত চুপি চুপি জানতে হলো।

যুধিষ্ঠির। আর আপনাকে চোরের মত লুকিয়ে থাকতে হবে না বাবু। আপনি সব্বার কাছে সব সত্যি কীস করে দিয়ে শরতান পিনাকি চাঁদুসীম সুখোশটা বুলে দিন।

লক্ষীকান্ত। অন্তরা যখন ডই শরতানের কবল থেকে বেরিয়ে এসেছে আর আমার কোন চিন্তা নেই। এবার আমি পিনাকির ওপর কীপিয়ে গড়বো—আর সেই দ্বন্দ্রে আমার ছেলেকে আমার শাশে পেতে চাই

যুধিষ্ঠির। কিবিরে দেবো বাবু, সব সত্যি কথা বলে আপনার ছেলেকে আমি আপনার কাছে কিম্বিবে দেবো।

লক্ষীকান্ত। আমার ছেলেকে কিরে পাবার আগে পিনাকির ছেলে মেয়েকে আমি কেড়ে নেবো,

যুধিষ্ঠির। কেড়ে নেবেন।

লক্ষীকান্ত। সত্যান হারিয়ে ওয়া যখন হা হা হা করে হাসবো—হাঃ হাঃ হাঃ—আমার সন্তানদের বুকে জড়িয়ে ধরে হা হা করে হাসবো—হাঃ হাঃ হাঃ—

[লক্ষীকান্ত বিজ্ঞপ্ত ডাবে হাসতে থাকে যুধিষ্ঠির ভয় পায়, দৃশ্য ছবি হয়।]

(১২৯)

অরুণা। আবার কিছুতেই বুঝি অস্তরাকে ভালবাসতে পারবে না।

পিনাকি। তোমার ধারণা তুল অরুণা।

অরুণা। তুল—

পিনাকি। আমি সেদিন আবারের চোখে মুখে যে আশুন দেখেছি—তাতে আমার মনে হয়েছে—

অরুণা। কি মনে হয়েছে ?

পিনাকি। ও অস্তরাকে কোনদিন তাকিয়ে হবে না। বরং অস্তরার বোবা হয়ে থাকার ব্যাপারটা নিয়ে ও অনেক অশটন ঘটবে।

অরুণা। তাই যদি বুঝেছিলে তাহলে সেদিন অস্তরার সঙ্গে আবারে ঠাণ্ডেটা যেতে নিলে কেন ?

পিনাকি। আমি যানতে চাইনি, আমি ভেবেছিলাম বোবা অস্তরাকে বিয়ে করার কথা বললে আবার শিহিয়ে যাবে—কিন্তু আমার ভাবনা বিষয়্য প্রমাণ করে দিয়ে আবার অস্তরাকে বিয়ে করল—আমি চোখের সামনে নিজের সর্বশেষ মুহূর্তে দেখেও মান সম্মানের ভয়ে বাধা দিতে পারলাম না। আর সকারী—

অরুণা। সকারী।

পিনাকি। আমার এই সর্বনাশের কত দারী তোমার মেয়ে সকারী—সেই

সাকারীকে এই বিয়ের প্রস্তাব দিতে বাধ্য করেছিল।

অরুণা। না—না—তুমি সকারীকে তুল বুঝে। সকারী বুঝতে

পারে নি শেষ পর্যন্ত এই ঘটনা ঘটবে।

পিনাকি। তুমি ঠামো সকারী সব জানে। তুমি সকারীকে একদম

সাকারী দেবে না।

অরুণা। আমি সকারীকে আকারা দিচ্ছি।

পিনাকি। হ্যা—হ্যা—তোমাকে বলতে হবে কেন তুমি সকারীকে শাসন

সপ্তদশ দৃশ্য

পিনাকির বাড়ি

[অরুণা হাসতে হাসতে এসে বলে]

অরুণা। হ্যা—হ্যা—হ্যা—বাবার বাবা—কথাটা শোনার পর থেকে হাসতে হাসতে আমার গায়ে গেল। শুনলাম, শোনার নাকি সকারীকে

ফুলশয্যার প্রীতিভোজে নিমন্ত্রণ করে নেভ'কে। জিখারী গানের যাঁটারের সঙ্গে বোবা মেয়ের বিয়ে—তার আবার ফুলশয্যা—হ্যা—হ্যা—হ্যা—আমি খোঁজা

দেখে আর দাঁড়ি না—

[পিনাকি এসে বলে]

পিনাকি। জত হোসানা অরুণা—সব ব্যাপারটা তুমি হেসে উড়িয়ে দিও না—

অরুণা। ঠামো তো তুমি। তুমি দেবে নিও—একমাসের মধ্যেই আবার অস্তরাকে যেরে তার বাড়ী থেকে তাকিয়ে দেবে।

পিনাকি। তাকিয়ে দেবে।

অরুণা। বিতে বাধ্য, কারণ অস্তরার যতই রূপ থাক সে তো বোবা, কথা বলতে পারে না।

পিনাকি। তাকে কি হয়েছে, আবার তো সব জেনেছোই অস্তরাকে বিয়ে করেছে।

অরুণা। যতই বিয়ে করুক। বোবা যেমোক নিয়ে সব জত সহজ নয়। প্রথমে প্রথম হয় চোখে চোখে, তারপর মুখে মুখে—অস্তরার তো সেই মুখটাই

বন্ধ—সে কোন মুখ নিয়ে কি ভাষায় আবার সঙ্গে কথা বলবে ?

পিনাকি। তা অবশ্য বটে।

মায়ের কোল হুত

[সংলাপ দৃশ্য]

করবে না। কার নাহলে সাহসী হয়ে অস্ত্রার সঙ্গে অস্ত্রার খণ্ড বাজীতে যায়? কেন সে নীলাদ্রিকে এড়িয়ে যায়? এর পর নীলাদ্রিকে আনি কি অসম্ভব বলতে পারো?

অরুণ। চিৎকার করো না। বা বলবার আন্তে আগে বল।

পিনাকি। কেন আস্তে বল, কার ভয়ে, তোমার?

অরুণ। আমার ভয়ে নয়, পাশের ঘরে নীলাদ্রি বলে আছে, হাজার হোক

সে আমার ভাবী জামাই—

পিনাকি। তা জামাই জামাইয়ের জন্তে যখন এতই দরদ তখন যাও না—

মেঘের বললে তুমিই এন্নি দিয়ে এসো—

অরুণ। সুখ সামলে কথা বলবে।

পিনাকি। তুমিও একই সুখে স্বপ্নে বাতচিত্তে বসবে অরুণ। সব সময় মনে রাখা যাউল পুস্তক নীলাদ্রিকে ডাকো, খাঙজী জামাইয়ের চারটে হাতভালি জমবে

বাঁধবে—আমারও বৈধব্য একটা নীমা আছে। আমার সংসারটাকে নিশ্চিন্ত

তোমরা যা মন তাই করবে—আমি নেটো মেনে নেবো না।

অরুণ। কি বললে!

পিনাকি। ঠিকই বলেছি। বিষয় আশয়, ধনদৌলত থাক্কা গড়া কোরুনত বট আছে

দিল্লর আমি অভাব দাখিনি। তোমরা আজ সুখের স্বর্গে বাস করছো—

অরুণ—

অরুণ। অরুণ—

পিনাকি। সংসারটাকে এই কায়দায় জানতে গেলে আমাকে অনেক মুঠা

দিতে হয়েছে—ইচ্ছায় বিভ্রাজে অনেক অস্ত্রার, পাণ আমাদে করতে হয়েছে।

অরুণ। কেন করেছিলে?

পিনাকি। তুমি আমাকে অস্ত্রার, পাণ করতে বাধ্য করিয়েছো।

অরুণ। নিজে পাণ করে তুমি আমাকে দোষ দিয়েছো?

পিনাকি। এ্যাই যে মিরার এ্যাও মিসেস চৌধুরী। আমি অনেককাল ধরে

পালন্য ধরে সকারীর জন্ত ওয়েট করেছি। আজ সকারীকে আমার বাড়ীতে

পিনাকি। ইয়া—ইয়া—তুমি। তুমি তোমার আগ্রাসী মনস্কি দিয়ে

বামধ বিবেকটাকে কেটে মুচি করে দিয়েছো। তাই এখন তোমার

মুচিই আমার ইচ্ছা, আমার বিজের ইচ্ছা মুচু হয়েছে।

অরুণ। তাতো আজ বলবেই। আজ তো আমার নামে নিকা করবেই।

পিনাকি। তোমার দিকটা কাঁকা বলেই টাণটাকেই আঁকতে ধরেছিলাম।

অরুণ। তোমার চাকার ধিলে ছিল না?

পিনাকি। ছিল, কিন্তু তোমার মত বাকসে ধিলে ছিল না।

অরুণ। বাঃ বাঃ—তোমার কথা শুনে হাতভালি দিতে ইচ্ছা করছে।

পিনাকি। তোমার ওই ছুটো হাতে হাতভালি জমবে না তোমার স্বপ্নে

জমবে না তোমার স্বপ্নে

পিনাকি। তোমার ওই ছুটো হাতে হাতভালি জমবে না তোমার স্বপ্নে

জমবে না তোমার স্বপ্নে

পিনাকি। তোমার ওই ছুটো হাতে হাতভালি জমবে না তোমার স্বপ্নে

জমবে না তোমার স্বপ্নে

পিনাকি। তোমার ওই ছুটো হাতে হাতভালি জমবে না তোমার স্বপ্নে

জমবে না তোমার স্বপ্নে

পিনাকি। তোমার ওই ছুটো হাতে হাতভালি জমবে না তোমার স্বপ্নে

জমবে না তোমার স্বপ্নে

পিনাকি। তোমার ওই ছুটো হাতে হাতভালি জমবে না তোমার স্বপ্নে

জমবে না তোমার স্বপ্নে

পিনাকি। তোমার ওই ছুটো হাতে হাতভালি জমবে না তোমার স্বপ্নে

জমবে না তোমার স্বপ্নে

পিনাকি। তোমার ওই ছুটো হাতে হাতভালি জমবে না তোমার স্বপ্নে

জমবে না তোমার স্বপ্নে

[নীলাদ্রি এসে বলে]

নীলাদ্রি। এ্যাই যে মিরার এ্যাও মিসেস চৌধুরী। আমি অনেককাল ধরে

পালন্য ধরে সকারীর জন্ত ওয়েট করেছি। আজ সকারীকে আমার বাড়ীতে

পালন্য ধরে সকারীর জন্ত ওয়েট করেছি। আজ সকারীকে আমার বাড়ীতে

পালন্য ধরে সকারীর জন্ত ওয়েট করেছি। আজ সকারীকে আমার বাড়ীতে

পালন্য ধরে সকারীর জন্ত ওয়েট করেছি। আজ সকারীকে আমার বাড়ীতে

ভিষে গিরে আমার বাণী যাদের সঙ্গে জাগান করিয়ে দেবার কথা ছিল—আমি সেই অভুতই সঞ্চারীকে নিতে এসেছিলাম—

অরুণা । হ্যা বাবা নীলজি, সঞ্চারীকে তুমি নিচরই নিয়ে যাবে ।

নীলজি । কিছু কখন নিয়ে যাব ? কাকে নিয়ে যাব । আপনার মেয়ের তো কোন প্যন্তাই নেই—

অরুণা । এখনি এসে পড়বে, তুমি আগ এতটু অপেক্ষা কর যাবা—

নীলজি । না—না—আমার পক্ষে আর সময় নেই করা সম্ভব নয়, আমি

চললাম [প্রস্থানোক্ত]

সঞ্চারী এসে বলে ।

সঞ্চারী । আরে দাঁড়ান—দাঁড়ান নীলজি বাবু, আমার জেজু একটু কষ্ট মা হৃদ করছেন আর বই না করলে তো কেই পাণ্ডা যায় না ।

নীলজি । তার মানে ।

সঞ্চারী । মনেটা জো অতি সহজ ।

জুজনে । সঞ্চারী ।

সঞ্চারী । জোয়ারের সঙ্গে পরে কথা বলচি বাবা, আগে নীলজিবাবুকে

সহজ কথাটা বুঝিয়ে দিই ।

নীলজি । আমাকে তুমি কি বোঝাতে সঞ্চারী ?

সঞ্চারী । জুহন নীলজি বাবু—আপনি অন্তরালিকে বাফ বিয়ে আমায় বিয়ে করতে চেয়েছেন—সে তো আমার বাবার সম্পত্তির সোভে ।

নীলজি । কি বললে ।

জুজনে । জোর এত সাহস ।

সঞ্চারী । সাহস করে তোমানের আমি শেষ কথা বলছি—আমি কিছুতেই সেই বোই মনে চমকজই নীলজি ব্যালজীকে বিয়ে করবো না ।

জুজনে । সঞ্চারী—

সঞ্চারী । আমি প্রজ্ঞাদেকে বিয়ে করে কুড়ে ঘরে বাস করবো—তবু ঐ বাঁদরের পলায় মুক্তার মালা হুণ্ডে পাঠবো না ।

অরুণা ও শিনাকি । কি বললি শরতানী—

নীলজি । মিষ্টার এ্যাণ্ড মিসেস চৌধুরী, আপনাদের আর কোন চিন্তা নেই, শুই চাকরের বাচ্চা স্কেজারের সঙ্গে আপনাদের আরদের মেয়ের বিটেটা আজই দিয়ে দিন—চৌধুরী বাড়ীর জায়গাই হিসাবে ঐ চাকরটাকে আপনার মেয়ের পাশে মানাবে ভালো—হাঃ হাঃ হাঃ— [চল যান]

অরুণা । [চুলের মুঠিধরে] শরতানী মেয়ে, ভোর এক সাইন্স—হুই আমাদের মুখে চুন কালী মাঝাতে চাদ—মেয়ের কেবলো—জোকে আমি আজ শেষ করে ফেলবো— [আরও থাকে]

সঞ্চারী । আঃ—হা—হাড় ছেড়ে দাও—

শিনাকি । বল, বল শরতানী, তুই কেন নীলজিকে অপমান করে জাতির দিলি—কেন তুই আমাদের না বলে অন্তরার যন্তর বাড়ী নিয়েছিলি—বল শরতানী—[মাঝে]

সঞ্চারী কপে দাঁড়ায় ।

সঞ্চারী । পবনর বাবা, আমার গায়ে হাত দেবে না—আব একবার গায়ে হাত দিলে তোমানের সম্মান রাখতে পারবো না—

শিনাকি । কি করবি—তুই কি করবি ?

সঞ্চারী । আমি কি করবো—আমি কি করতে পারি—খুব শিখি সেটা বুঝতে পারবে ।

জুজনে । সঞ্চারী—

সঞ্চারী । পবনর—তোমরা আমার নাম ধরে ডাকবে না, তোমরা আমার

কেউ নও—আমি জানবো! আমার বাবা মা কেউ নেই—তোমার আমার কাছে
বস্তু।

দুজন । কি বলি—

সঞ্চারী । তোমাদের যত স্ত্রীস্বয়ম্ভের বাবা-মা-বলে, পঞ্চিষ দিতে জামার
স্ত্রী-স্বয়ম্ভের বাবা-মা-বলে—

সঞ্চারী । সঞ্চারী—সঞ্চারী—সঞ্চারী—

নিমিত্ত । সঞ্চারী—হঠাৎ এমন-কেন-কেন—তব-কি ও আমার
স্বয়ম্ভের স্বকীয় কথার জানতে পেরেছে পঞ্চিষ কি রূপে জানিয়ে—সে মটনা—

সঞ্চারী । আমার স্বয়ম্ভের ছাড়া আর কেউ জানে না—তব কি জানিয়ে—

সঞ্চারী । আমার স্বয়ম্ভের ছাড়া আর কেউ জানে না—তব কি জানিয়ে—

সঞ্চারী । আমার স্বয়ম্ভের ছাড়া আর কেউ জানে না—তব কি জানিয়ে—

[অতঃপর মদের বোতল হাতে চুপি চুপি দীপক এসে বলে]

দীপক । শান্তা বাবার চোখে থেকে খুব খেঁবেচে গেছে, আর একটু হলেই
ধরা পড়ে যেতাম । কিন্তু বাবাকে যেন আজ কি রকম লাগলো খুব বেগে

গেছে মনে হলো । বাবা কোথায় যেন বেগিয়ে গেল মনে হচ্ছে—কোথায় গেল কে

জানেন ? যেখানে যায় থাক । বাড়িতে কোন গাড়িশব্দ পাচ্ছি না—সঞ্চারী, যা—

সঞ্চারী কোথায় গেল ? হাঁ—মলে-পড়েছে, আজ অন্তরায় ফুলশয্যা—তাই নঞ্চারী আর

আমার মা ফুলশয্যার প্রীতিভোজে যোগদান করতে গেছে—আর সেই জুড়েই
বাবা খুব বেগে গেছে যাক, বাবা যা পারবে করুক । আমার আজ মনটা বড়
খারাপ [মদ-পান] কেনে খারাপ হবে না ? এই অন্তরাকে যে আমি কুসং

পায়ছি না । অন্তরী বোবা হলেও বেগতে তো মন নয় । অন্তরীকে বেগে
আমির দ্বাবে যাবে দুকের ছেঁতলটা কেনন করতো—কিন্তু বাবার ভয়ে আমি
আমির মদের কথা অন্তরীকে বলতে পারিনি । আহায়ে । অন্তরায় সঙ্গে
বদি আমার বিয়ে হতো তাহলে আজ আখরও ফুলশয্যা হতো—কুল ফুল
নাঞ্চানো ঝাঞ্জনো এই মর—যে শুধু আমি আর অন্তরী । [হোতাঁজ পাশে
বেগে শুয়ে পড়ে বলে] প্রিয়তমা অন্তরী—[ঘুমিয়ে পড়ে]

[নক্ষত্রীকান্ত চুপি চুপি এসে বলে]

নক্ষত্রীকান্ত । ওইতো—গিনির ছোলে দীপক মদের বেশী খেলে
পড়ে আছে । মদের মরজা খোলা, বাড়িতে কেউ কোথায় নেই দেখছি । ওইতো

মদের বোতলে কিছুটা মদ রয়েছে—আমি এ বোতলে এই কুসিয়ারী ভুট্টা
মিশিয়ে দিই—[বোতলে ওষু মিশিয়ে দেয়] এটি তো—কাজ শেষ, এবার

শুধু মদ থেকে জাগার দাব্য করতে হবে ও মদ থেকে শুটেই আমার মদ
খাবো—আমি তখনই মদের সঙ্গে ওর শরীরে পৌছে যাবে আমার বেশীনা

পাগল করা ওষু—যার আকশানে ও প্রাণে মরবে না কিন্তু পাগল হয়ে যাবে
পাগল—কাতিকে চিনতে পারবে না—এমনকি ওর নিজের বাবা মা কেও চিনতে

পারবে না—আমি এ মদ দেখে গিনিরিকি আর-করণ! হাহা! কার করে কারবে আর
আমি হাঃ হাঃ হাঃ—করে হাসবো—হাঃ হাঃ হাঃ—

[হামির সাথে দীপকের মদ শুড়ে বার, নক্ষত্রীকান্ত লুকিয়ে পড়ে]

চমকে ওঠে বলে]

দীপক । কে—কে বেন হাসলো ! কেউ তো এখানে নেই । বুঝতে পারছি—
এ আমার মনের ভুল—হবেই তো—অন্তরীকে না পেরে আমার যে মাঝার ঠিক

নেই—আঃ—দুর্ভাগ্য আমার মূর্খতায় উঠছে মদ আরও মদ চাই ওই তো। মদের

যোভানে মদ রয়েছে—এই মদ খেয়ে আমার মনের জ্বালা আমি তুলতে চাই—
[মদ খায়] আঃ—কি শক্তি—অস্তর! তুমি আমার ফাঁকি দিয়ে চলে গেলে
অস্তর!—এক আমার সাধটা এ বক্য করছে কেন—চরিত্রিক এত যুগে
কেন ?

নন্দীকান্ত ! ভুল হয়ে গেছে—বিষের গ্র্যাকশনে ভুকে হয়ে গেছে ।
দীপক । না—না—আমি কোথায় ? চরিত্রিক এত স্থাপনা কেন—আঃ—
আমার সারা পায়ের এত জ্বালা কেন—আঃ—আমার আমি পড়ে যাচ্ছি—আমি
অতল জ্বলে উজিরে যাচ্ছি । আমাকে বাঁচাও—বাঁচাও—[গড়ে যায় ।

নন্দীকান্ত । হাঃ হাঃ হাঃ—পিলাকির একমাত্র ছোলে দীপক পাগল হচ্ছে
গেছে পাগল—যারাবতী—তুমি বর্গ থেকে রেখে আমি কেনন বদলা নিয়েছি
বদলা—হাঃ হাঃ হাঃ—

দীপক । একি—আমার চরপাশে কত দাপ—কত পোকা নিল বিল করছে
কন! আমার দিকে এগিয়ে আসছে—না—না আমি পালাবো—আমি দাঁতাক
কেটে পালিয়ে যাব—আর ওরা আমাকে ধরতে পারবে না—ধরতে—

নন্দীকান্ত । হাঃ—হাঃ—হাঃ—

[দীপক পাগলের মত প্রকাশ বকে, নন্দীকান্ত হাসতে থাকে

দৃঃ ছবি হয়]

অষ্টাদশ দৃশ্য

আবীরের বাড়ি

[বাক্স আবার ও অস্তরায় ফুলশয্যা, তাই নহরতে মানাই যাক ।

হু'আনি সেছে শুছে ব্যস্ত হয়ে বলতে বলতে আসে]

হু'আনি । ফুলশয্যা—ফুলশয্যা—জাজ আবীর মানাখবুর সঙ্গে জাজ
বিদ্রিমণির ফুলশয্যা । আর সেই কস্তেই বাজিতে গেছে লোকায়—আজি
বদ্রনে বাড়ী ভর্তি । কোথায় খাতরা হচ্ছে, কোথায় কে চান করবে, কোথায়
কে জামা কাপড় শুকোতে দেবে—সব আমাকে বেধতে হচ্ছে । সকাল থেকে
চরকির ষত ঘুর বেড়াচ্ছি : এইবার একটু ফুরঙ্গ পেয়ে নতুন শাড়ীটা
পড়ে সেছে শুছে প্রায় । কিন্তু সাজলে কি হবে—বার জন্তে সাজা সেই পেল্লার
একবার ও আবার দিকে ফিরেও চায়নি । দুঃ—দুঃ আমার জামো লাগছে না
প্রহ্লাদ এমন ভাব করছে যেন ওষ নিজেই দিগির ফুলশয্যা হচ্ছে—আদিখেতা
দেখলে গা জলে যায়—

[অংশুমান এসে বলে]

অংশুমান । হু'আনি—এই হু'আনি—তুই এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাওর
খাচ্ছিল—আর ওলিকে প্রহ্লাদ তোকে চরিত্রিক খুঁজে বেড়াচ্ছে ।

হু'আনি । সত্যি বলছেন অংশুমান দাদা !

অংশুমান । আরে হা—য, তোকে খুঁজে না পেলে প্রহ্লাদ চৌচিরে পাড়ি
মাঝায় করবে ।

হু'আনি । যাচ্ছি অংশুমান দাদা যাচ্ছি । দেখলে যে যখন কি করে, কখন
কি বলে আমি কিছুই বুঝতে পারিনা—

[চলে যায়]

অন্তমান । যেমন প্রহ্লাদ, তেমন তু'জানি, সব সময় তুটোতে বটাপটি
সেগেই আছে । যাকগে ওয়া যা পারে কলক, আমি যাই—অতিথীয়া আসতে
শুরু করেছে ওদের অন্তর্ধান করে দ্বিত্বের নিয়ে আনি । [প্রস্থানোক্ত]

[বৃত্তি পাঞ্জাবী গমে আত্মীয় এসে বলে]

আত্মীয় । অন্তমান, অন্তমান—আমার দাদা যে আজও বাড়ী দিয়ে এলো
না ।

অন্তমান । কি করে বাড়ী আসবে, তুমি যেদিন অন্তর্যাদিকে বিয়ে করে
বাড়ি নিয়ে এসেছিলে—সেদিন থেকেই স্ববীরদা কেপে গেছে ।

আত্মীয় । ই্যা—ই্যা—দাদা সেদিন বাড়ী ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে
খা খন তাই বলে অপমান করেছিল । আমি দাদাকে কত বৃদ্ধিবেছি—হাতে
ধরেছি—পায়ে গড়েছি—তবু সে অন্তর্যাদিকে যেমন নিতে পারেনি—

অন্তমান । স্ববীরদা অন্তর্যাদিকে তোমার বোঁ হিনাবে মেনে নেবে না—
এটা তো! আমার জানতাম । কারণ স্ববীরদার ইচ্ছা ছিল যজ্ঞলোক পিনাকি
চৌধুরীর মেয়ে গন্ধারীর সঙ্গে তোমার বিয়ে হোক তাহলে তোমার বিয়েতে
অনেক কিছু পন যৌতুক পাওয়া যাবে ।

আত্মীয় । কিন্তু দাদা চাইলেই তো! আর আমি মেটা করতে পারি না ।
কারণ আমি পিনাকি চৌধুরীর টংকা গয়নাকে ভালবাসতাম না—ভালবাসতাম
গামের পাশিয়া অন্তর্যাদাকে । তাই সেই বোবা অসহ্য অন্তর্যাদাকে বিয়ে আমি
আমার ভালবাসার মূল্য বিবেছি ।

অন্তমান । তুমি মূল্য দিলে কি হবে, স্ববীরদার কাছে ভালবাসার কোন
মূল্য নেই—তার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান হচ্ছে টাকা ।

আত্মীয় । বুঝি, অন্তর্যাদাকে বিয়ে করে দাদার হাতে টাকার বস্তা তুলে
দিতে পারেনি—সেই টাকা না! দাদার জুতোই দাদা! আমার সঙ্গে ঝগড়া করে
বাড়ি থেকে চলে গেছে ।

অন্তমান । কিন্তু তুমি কি জানো—স্ববীরদা কোথায় আছে ?

আত্মীয় । কোথায় আছে ?

অন্তমান । আমি খবর শেয়েছি—স্ববীরদা মদেয় দোকানে রয়ে মা-
ধাচ্ছে ।

আত্মীয় । হিং হিং হিং—আমি ভাবতে পারছি না—আজকে আমার
জীবনে সবচেয়ে আনন্দের দিন—আমার সবচেয়ে প্রিয়জন আমার বড় ভাই
আমার কাছে থেকে লুপে সরে গেছে— [কান্না]

অন্তমান । আত্মীয়দা । তুমি স্ববীরদার ক্ষেত্র কাঁদছো—

আত্মীয় । দাদাকে বায় দিয়ে এই আনন্দ উৎসব আমার একটুও ভাল
লাগছে না অন্তমান ।

অন্তমান । কান্না বন্ধ কর আত্মীয়দা, তোমার জন মোহি, ওই দেখ যৌনিকে
নিয়ে সকারী এখানে আনছে তোমাকে এই অবস্থার দেখলে ওরা কি ভাববে
বলতো ?

[যুগসঙ্কার সঙ্গে সজ্জিতা অন্তর্যাদাকে নিয়ে সকারী এসে বলে]

সকারী । ভাবনা চিন্তা বাধ দিয়ে আনন্দ বন্ধন জামাইবাসু আনন্দ—
দুজনে । সকারী !

সকারী । খুব অবাক হচ্ছেন তাই না । আরে বাবা আমি শুধু অবাক
করতেই জন্মেছি—তাই আমার কথা পরে ভাববেন । এই দ্বিতিকে নিয়ে এসেছি—
বিদ্রির সঙ্গে আন্তর্যাদাকে রাত্রে কি ভাবে প্রেমলাপ করবেন এখন শুধু সেই
দিক্‌নিশানটা জানুন—

অন্তমান । সকারী বোবা ভাষায় বলে, সকারীর সঙ্গে ঠোঁটঠেলি করে ।

সকারী । কিরে দিদি—খুব সজ্জা—কাল সকালে দেখবো সজ্জা কোণার
থাকে—

অন্তর্যামী। তুমি বিবাহ কর সফারী, তুমি না এলে আজকের এই অহুষ্ঠানটা
একবারে মাটি হয়ে যেতো—

অন্তর্যামী। সে তো বাটেই—গাঙ্গী না থাকলে কি বিয়ে বাড়ি মানায়—
এই সফারী শুধু ফর্দা বলে ঠিক ব্যাপারটা কমছে না—হুঁ চাই হুঁ—
সফারী। ঠিক বলছেন আমি যেছি। আজকের এই ঘটনায় শুধু অহুষ্ঠানে
আমি গাইবো—

[সফারী গেরে গুঠে]

গান

এ শূন্য গানের দিন
এ কল গান শোনাবার
এ যেন শূন্যই শুধো
নিজেকে দেওয়া—

অকসে। বাঃ—বাঃ—অপূর্ব।

অন্তর্যামী। অবিরহা, এবার তোমার পালা।

সফারী। হ্যাঁ জাহাঙ্গীরবাবু, এবার আপনাকে গাইতেই হবে।

অবির। না—না—আমি গাইতে পারবো না।

অন্তর্যামী। [বোবার ভঙ্গিতে] কেন গাইবে না—গাও—

অবির। না—না—আমি কিছুতেই গান গাইবো না।

সফারী। কেন গাইবেন না জাহাঙ্গীরবাবু—কেন ?

অবির। আমার জীবনের অর্ধেকটা যখন যোথা হয়ে গেছে তখন বাকী
অর্ধেকটা জীবন কোনদিন গান গাইতে পারো না।

অন্তর্যামী। [বোবার ভঙ্গিতে] না—না তুমি একথা বলো না—

[কাপকে কাঁদতে পারে পাড়ে]

অন্তর্যামী। অবিরহা, অন্তর্যামীদি গান গাইতে পারবে। না বলে তুমিও
গান গাইবে না। কিন্তু ওর যে গানই ছিল প্রশংসা, তুমি যদি গান গাওরা ছেড়ে
দাও—তাহলে যে শু কষ্ট পাবে। তুমি গাও অবিরহা গাও—

সফারী। আমি গাইছি জাহাঙ্গীরবাবু, আপনি আমার সঙ্গে গান—

অবির। সফারী—

সফারী। আমি জানি—আপনি চট্টপ হিন্দি গান পছন্দ করেন না—ওহু—

শুধু আজকের দিনের জন্যে আমি গাইবো—হিন্দির যত্নের কথা আমি গানের
অঙ্গে বিচ্ছিন্ন—

[সফারী নাচতে নাচতে গেরে গুঠে]

[অবির গাইতে পারলে গাইবে]

গান

বোলে চুঁড়ো—
বোলে কল্যা
হ্যার মায় হো গার
ভেরে সজনী—
ভেরে বিদ্যায়—নেইরা লাগায়
মা য তো মরজাইয়া
লাজা—লাজা—
সাঁদরে লাগজা—

দিল লাগজা লাগজা—হো—

[ওরা নাচ গানের মধ্যে আন্দোলিত হয়েছিল মহলা ময়ের বোতল
হাতে মাজলি হুঁয়ার এসে চৈতন্য করে বলে]

শুভবদ্র অবির—

[সকলে গান বড় করে চমকে ওঠে]

সকলে । একি ।

আবীর । দাদা ! তুমি যদ খেয়ে যদের বোতল হাতে এই অবস্থায় এখানে এসেছো ।

সুবীর । বেশ করেছি—আমি আমার বাড়ীতে এসেছি—

আবীর । এখনও ভাল চাও তো তুমি তোমার ঘরে চলে যাও—

সুবীর । আমি যাব না—তুই যদি শুক চাস ঐ বোবা অলসী বোঁটাকে বাকি থেকে তড়িয়ে দে ।

সকলে । কি বললে—

[অজ্ঞান জয় গায়, সঙ্গারী তাকে ধরে, আবীর বলে]

আবীর । কেন তড়িয়ে দেব—অজ্ঞান আমার স্বামী ।

সুবীর । স্বামী—ঐ বোবা মেয়েটাকে আমি তোমার বোঁ বলে মেনে নেবো না ।

আবীর । তোমার দাদা না মানায় আমার কিছু দার আসে না ।

সুবীর । কিন্তু আমার আমার আসে যায় ।

আবীর । তুমি কি মনে করেছো—তুমি মাজাল বলে আমি ও মাজাল ।

সুবীর । যুধ সামলে কথা বলবি । যেনে রাখিবি আমি তোমার দাদা ।

আবীর । যে দাদা তাইয়ের স্বামীকে বাড়ী থেকে তড়িয়ে দিতে চান তাকে দাদা বলে মানলে যে লোক আমাকে দাদা বলে দাদা গাল দেবে ।

সুবীর । তুই গাধার চেরেও বোকা—তাই ঐ সঙ্গারীর বললে ঐ সুবী মেয়েটাকে বিয়ে করেছিল ।

আবীর । বিয়েটা আমি করেছি, তুমি করনি—

সুবীর । আবীর !

আবীর । বীর স্থির জাবে আমার কথা শোন—যে কথা ভোঁয়াকে সেদিন বলেছি সেখানা আজ আমার বলছি; আমি অসহায় বোবা মেয়েটাকে খেজায় বিয়ে করেছি—আমি আমার ভালবাসার দায় নিমেছি । তোমার লোভের কুনি ভবিষ্যে দেবার জন্যে আমি সঙ্গারীর দিকে কোন দিন ফিরেও চাইনি । তাই তোমাকে জানিয়ে রাখছি—

সুবীর । কি জানিয়ে রাখছিস ?

আবীর । অজ্ঞান আমার স্বামী, যদি কোনদিন তুমি থাকে অসম্মান কর—তাহলে দাদা বলে তোমাকে দার আমি কখন ফরবো না—তোমাকে আমি উচিত শিক্ষা দেবো—

সুবীর । কি—শিক্ষা দিবি আমাকে । তাহলে দেখ রে জানোয়ার—তোমার বোঁটাকে আমি তড়িয়ে দিতে পারি কি না— [এদিয়ে যায়]

অজ্ঞান । সুবীরদা— [বাধা দেয়]

সুবীর । কোট রে শাল—[মাঝার বোতল মাঝে]

অজ্ঞান । আঃ—[পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়]

সঙ্গারী । একি ! না—আমি লোক ডাকি ।

অজ্ঞান । দাদা, তুমি বোতল দিয়ে অজ্ঞানকে মারলে—

সুবীর । আমার সামনে থেকে সরে না গেলে আমি তোমার মাথাও কাটিয়ে দেবো—

আবীর । না—তা তুমি পারবে না—

[আবীর বোতল সহ হাত ধরে সুবীরকে বাধা দিতে যায় দুজনে ধাক্কা খেয়, বোতল পড়ে যায় সুবীর আবীরের বুকে বসে গলা টিপে ধরে]

আবীর । আঃ—[আবীর ছটফট করে জ্ঞান হারায়]

[অন্তরা এদৃশ্য দেখে চিংকায় করে লোক ডাকার চেষ্টা করে কিন্তু গলা

দিয়ে শব্দ বেরোতে চাই না, অন্তরা বায় বায় চেষ্টা করতে করতে

হঠাৎ বাজিও—বলে চিংকার করে ওঠে]

অন্তরা । বাজিও—বাঁজাও—

[হরীর একথা শুনে চমকে ওঠে আবীরকে ছেড়ে উঠে বলে]

হরীর । এঁক—অন্তরা ক'ণা বলছে—

অন্তরা । ই্যা, আমি ক'ণা বলতে পারছি—

নেপথ্যে । অন্তরা যাচ্ছি—

হরীর । ওরা আসছে—ওরা আসার অর্থেই আমাকে পালাতে হবে—

সকায়ী, প্রফাৎ এক সঙ্গে এসে বলে]

ভূজনে । কোথায় পালাবে ? পালাবার পথ বন্ধ ।

হরীর । [জ্বরে] না—

অন্তরা । সকায়ী—প্রফাৎ—

ভূজনে । এঁক, তুমি ক'ণা বলতে পারছো !

অন্তরা । ই্যা, ই্যা—আমি ক'ণা বলতে পারছি—

আবীর । [আবীর জানি কিরে পেয়ে বলে] কে কে ক'ণা বলছে ?

অন্তরা । [অন্তরা হুটেনিগে বলে] আমি—আমি তোমার অন্তরা—আমি

ক'ণা বলছি—হাঃ হাঃ—

প্রফাৎ । অংশুমান, উঠুন—দেখুন দিদি ক'ণা বলতে পারছে—

অংশুমান । ওঠে বলে] এ্যা—কি বললে—অন্তরা বোঁদি ক'ণা বলছে ।

সকায়ী । অন্তরা—অন্তরা—[অজিয়ে ধরে]

প্রফাৎ । দিদি—[অজিয়ে ধরে]

হরীর । অন্তরা—অন্তরা ! আমি ভুল করেছি, অন্তরা করেছি—তুমি আমাকে ক'ণা করে দাও ।

অন্তরা । আপনীর তুলেই আমার জীবনে আশীর্বাণের মূল হয়ে রয়ে গড়েছে দালা । আপনিতাই তো আমার বোঁদা কণ্ঠ ভাষা এনে নিয়েছেন । তাই আমার কাছে আপনিতাই মূল্যবান—দেবতা । [পায়ে পড়ে]

হরীর । ওঠা—ওঠা বোন ভোমাকে দেখে আমার জীবনের সব ভুল যদি সংশোধন করে নিলাম ।

আবীর । দালা ।

হরীর । ওরে গাঙ্গা ! হুঁরে ধড়িয়ে কেন—আব আমার কাছে আর—তোরা পাশাপাশি দাঁড়া—আমি তোদের প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করি—

[অন্তরা ও আবীর হরীরকে প্রণাম করে হরীর ভূজনের মাথায়

হাতদিয়ে আশীর্বাদ করে]

হরীর । আশীর্বাদ করি—তোরা হরীর—তোদের সম্প্রতি জীবন মধুর হোক । কি হলো তোমরা চুপ চাপ কেন ! জানল কর—আনন্দ—হাঃ—হাঃ—

[মুখটির ভাঙতে ভাবতে আসে]

মুখটির । আবীর দালাবাবু—অন্তরা দিদিমণি—আমি এসে গেছি—

সকলে । মুখটির দাছু ।

মুখটির । আহা ! কি দুটিকে কি হৃদয় মনিয়েছে—যেন সাক্ষাৎ সন্নী নাসায়ন ।

অন্তরা । দাছু !

মুখটির । এঁক, তুমি ক'ণা বলতে পারছো । কিন্তু কি করে তা সম্ভব হলো ?

অন্তরা । ওই দেবতার আশীর্বাদে আমি কণ্ঠস্বর দিয়ে পেরেছি দাছু ।

যুধিষ্ঠির । স্বর্গীরনাশাবাবু !

স্বর্গীয় । না—ওকথা বলোনা—সবই উপর ওয়াকার খেলা—আমি কিছুই করিনি ।

অন্তরা । কিন্তু তুমি এতজন কোথায় ছিলে দাদু ?

যুধিষ্ঠির । আমি যে তেনাকে নিয়ে আসবো বলে অপেক্ষা করে বসে ছিলাম, তেনাকে নিয়ে আসতে গিয়েই তো দেরী হয়ে গেল ।

সকলে । কাকে নিয়ে এসেছেন দাদু ?

যুধিষ্ঠির । ঐ দ্বিদিমণির বাবাকে ।

অন্তরা । আমার বাবা বেঁচে আছে ! সত্যিই আমার বাবা বেঁচে আছে ?

যুধিষ্ঠির । হ্যাঁ—হ্যাঁ দ্বিদিমণি, ওই দেখুন উনি এদিককেই আসছেন ।

[লক্ষ্মীকান্তকে আসতে দেখে সকলে বিশ্বাসে চমকে ওঠে]

সকলে ওকি !

যুধিষ্ঠির । আলনারা ভয় পাবেন না—ভয় পাবেন না—

অন্তরা । পিনাকি কাকা যেদিন রাতে আমার গলা টিপে বোবা করে দিয়েছিল সেদিন রাতে আমি যেন ওকে হেঁবেছিলাম ।

[লক্ষ্মীকান্ত এসে বলে]

লক্ষ্মীকান্ত । হ্যাঁ, আমিই সেদিন রাতে পিনাকির হাত থেকে ওকে রক্ষা করেছিলাম । আমাকে হেঁবেই ওর। ভুত মনে করে ভয় পোয়েছিল—

সকলে । আপনি—

লক্ষ্মীকান্ত । আমিই লক্ষ্মীকান্ত রায়, ঐ অন্তরায় বাব ।

অন্তরা । বাবা !

লক্ষ্মীকান্ত । আর যা—আমায় বুকে আঁর—

যুধিষ্ঠির । যাও দ্বিদিমণি, বাবার কাছে যাও—

(১৪৮)

অন্তরা । বাবা—[বাবার বুকে কাঁপিয়ে পড়ে ।]

লক্ষ্মীকান্ত । শততান পিনাকি আমাকে গাড়ী চাপা দিয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিল—কিন্তু ভগবান আমাকে রক্ষা করেছে—

সকলে । আপনায়—

লক্ষ্মীকান্ত । এ্যাকসিডেন্টের ফলে আমার মূৰ যেমন বিকৃত হয়ে যায়, তেমনই আমি স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে বাই । কিছুদিন আগে আমি আমার স্মৃতি ফিরে পেয়েছি । তখন আমি ফিরে এসে দেখি—আমার সোনার সংসার আশান হয়ে গেছে, আমার বলতে আর কিছুই নেই । আমি তাই সব ফিরে পাবার জন্য—পিনাকিকে তার অপরাধের সাজা দেবার জন্যে অপেক্ষা করে বসে ছিলাম । এবার সময় হয়েছে তাই পিনাকির সঙ্গে আমি বোঝানার করতে চাই । আমি আমার মেয়েকে ফিরে পেয়েছি—আমার ছেলে মেঘমল্লারকে কাছে পেতে গাই—

সকলে । মেঘমল্লার—কে মেঘমল্লার ?

লক্ষ্মীকান্ত । যাকে তোমরা যুধিষ্ঠিরের নাতি মেল্লাদ বলে জানে এসেছো সেই মেল্লাদই আমার ছেলে মেঘমল্লার ।

প্রহ্লাদ । দাদু ! একথা সত্যি—সত্যিই আমি তোমার নাতি মেল্লাদ নই ?

যুধিষ্ঠির । না দাদু তাই, তুমি ঐ দাদু ছেলে মেঘমল্লার বাবু !

প্রহ্লাদ । দাদু !

যুধিষ্ঠির । সেদিন তোমার পায়ের এ্যাপপডেন্ট হয়েছিল সেদিন গাজেই পিনাকি চৌধুরী তোমাকে মোর ডোমার খায়ে গেল শূণ্য করে । গত চেয়েছিল ।

সকলে । তাই নয়—

(১৪৯)

যুধিষ্ঠির । বৌমাগন্ধী নেটা জানতে পেরে তোমাকে আমার কোলে তুলে দিবে আমার মরা নাতি পেলাদকে, কোলে তুলে নিবেছিল। পিনাকি চৌধুরী নেশার ঘোর বৃত্তে না পেরে মরা পেলাদকে গলা টিপে ধরেছিল—
জৈবে'ছিন শঙ্কীকান্ত যাদের বংশের বাতি লিভে গেছে তারপর সেই মরা
শেল্লাদের দেহটা নদীর জলে ফেল দিয়েছিল—

অন্তরা । ও শেল্লাদ । আর—আমায় মাস্টের কি হলো ?

যুধিষ্ঠির । শরতান পিনাকী চৌধুরী বৌমাগন্ধীকে গলা টিপে মেরে, তার
মুড়দেহটাকে হাব খাপানে নিজিলী পাছের নীচে পুঁতে দিয়েছিল—

প্রহ্লাদ । না—মাগো—[কাঁদার ভেঙে পড়ে]

যুধিষ্ঠির । কেদোনা খোকাবাবু, তোমাকে শক্ত হতে হবে—তোমাকে
প্রাণেশাষ নিতে হবে ।

প্রহ্লাদ । দাঁহ !

যুধিষ্ঠির । বারা ভোমায়ের শোনায় শংসারটাকে স্থান করে দিয়েছে
তারদের ঝাণানের চিত্তা জ্বলতে হবে । যাও—যাও খোকাবাবু, বারার পাশে,
বিয়ে হাতাক্ত—[কাঁদা]

লক্ষীকান্ত । আর—আর মেঘমজার—আমায় বাবা বলে তেকে আমাক
বুঝুক পিতৃহরণ ডরির দে বাবা ডরিয়ে দে—

প্রহ্লাদ । বাবা—

লক্ষীকান্ত । মেঘমজার—

[বাবা ছেলে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে, অন্তরা বলে]

অন্তরা । ভাই—আমায় ভাই ।

প্রহ্লাদ । দিদি—[দিলিকে জড়িয়ে ধরে]

যুধিষ্ঠির । বৌমাগন্ধী । তুমি স্বর্ণ থেকে একবার নেমে এসো—নেমে এসো—

লক্ষীকান্ত । তুমি কাঁদছো কেন যুধিষ্ঠির ? আনন্দে—আনন্দে বারু—
প্রহ্লাদ । দাঁহ ! তুমি মাতুষ নও, তুমি দেবতা । মাতুষ কি এতদিন ধরে
এত ঘটনা লুপিয়ে রাখতে পারে ।

যুধিষ্ঠির । আমি বে বৌমাগন্ধীকে কথা দিয়েছিলাম—তার সন্তান এই
খোকাবাবু আমি বাছবের মত মাতুষ করে তার শংসারে প্রতিষ্ঠা করবো । আজ
আমার সেই কল্প সার্থক হয়েছে । এবার আমাকে ছুটি দাঁও খোকাবাবু ।

প্রহ্লাদ । তুমি আমাকে খোকাবাবু বলে ঘুরে ঘুরিয়ে দিয়ে না দাঁহ, আমি
তোমার নাতি পেলাদ হবেই থাকতে চাই ।

যুধিষ্ঠির । তাই কখনও হয় খোকাবাবু । তোমাকে যে এখন বাবার পালন
দাঁড়িয়ে এই শিনাকির চৌধুরীর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে—

প্রহ্লাদ । যুধ—

সঞ্চারী । হ্যা—হ্যা—আমার শরতান বাবা আর শরতানীর মাকে মাজা
দেবার জন্তে আমি ও আপনাদের সঙ্গে থাকতে চাই ।

সকল । সঞ্চারী ।

সঞ্চারী । আমি আমার বাবা মাস্টের সঙ্গে সব দলপর্ক চুকিয়ে দিয়ে চল
এসেছি । আপনি কি আমার আশ্রয় দেবেন না ?

লক্ষীকান্ত । দেবো—দেবো—তোমার জন্তেই তো আমি অন্তরাকে ফিরে
পেরেছি । তাই তোকে শুধু আশ্রয়ই দেবো না—ভুই হাবি লক্ষীকান্ত মাস্টের
পুত্রবধু ।

সকল । কি বললেন—

যুধিষ্ঠির । বারু, আপনি আমার মনের কথাটা ঠিক বুঝতে পেরেছেন । কিরে
পেলাদ না, না খোকাবাবু—খোকাবাবু, তোমাকে বলিনি তোমায় বিয়ে হবে
বড়বাতীর মেয়ের সঙ্গে ? সেই কথাটা সত্যি হলো কি না ?

আবীর। কি হলো সকারী, দুরে কেন মেঘমল্লারে পাশে ঠাঁও—
অসুখ। বাবা, তুঁগি জ্বরে চাবহাত এক করে দাও—

[লক্ষীকান্ত দুজনের হাত মিলিয়ে দেয়, ওরা প্রনাম করে লক্ষীকান্ত
মাথায় হাতে দিয়ে আলীর্বাদ করে অসুখ। উলু দেয়]

[নিতাই এসে বলে]

নিতাই। সকারী দিমির্মি—সকারী দিমির্মি—

সকলে। নিতাই—

সকারী। কি—হয়েছে—কি হয়েছে নিতাই।

নিতাই। সখনাশ হয়ে গেছে—

নিতাই। আপনান দাদা দীপক বাবু পাগল হয়ে গেছে।

সকলে। পাগল হয়ে গেছে—

নিতাই। হ্যা—কাউকে চিনতে পারছে না—আপনার বাবা-মা খুব

কাঁদছেন—আপনি মদ্য করে বাড়ী কিরে চলুন—

সকারী। আমি—

আবীর। না, সকারী একা যাবে না—

সকলে। আমরা সবাই যাব—দীপক,

[সবাই বাবার ভবিতে ঠাঁড়ায় লক্ষীকান্ত হেসে জ্বট বলে]

লক্ষীকান্ত। এবার কোথায় বাবি নির্দিষ্ট। এবার তুই সব হাবিয়ে
কাঁদবি—আমি সব কিরে পেয়ে হাসবো। হাঃ—হাঃ—হাঃ—

[দৃক ছবি হয়, আলো নেভে]

উনবিংশ দৃশ্য

শিলাকির বাড়ী

[পাগল দীপক হাঁপতে হাঁপতে আসে]

দীপক। হাঃ হাঃ—সুখ! আমাকে দীপক দীপক বলে ডাকছে—কে
দীপক? কোথায় দীপক? আমি তাকে দেখিই নি—হাঃ হাঃ হাঃ—

[বিদ্রুত অসুখ। এসে বলে]

অসুখ। ওরে তুই জমন করে হাসিস না দীপক, আমি মল্ল করতে
পারছি না। [কান্না]

দীপক। ওয়ী কে তুমি—আমাকে দীপক বলে ডাকছো কেন?

অসুখ। আমরা তুই চিনতে পারছি না—আমি তোব মা—

দীপক। না—তুমি ডাইনী—তুমি সাক্ষী—তুমি আমার কাছে এসো না—

তোমার নিখোঁসে সব আছে তোমার শিখার আমার পায়ে লাগলে আমার
সামান্য অংশ ধাবে

অসুখ। অসুখ এ দুঃখ কি করলে—আমার একমাত্র ছেলে দীপককে
তুমি শেষ নষ্ট লাগল কার দ্বারা—

[শিলাকি এসে গেল]

শিলাকি। তুমি কি মা নো না অসুখ—আমি ডাক্তার আনতে
পাঠিয়েছি—ডাক্তার এসে এক সপ্তাহ গরীক। সঙ্গে ক্ষয় দেবে—সেই শুধু

বাঁওরাকেই দেখবে—এখানে আশে পাশে ঠিক করে যাবে—

অসুখ। ঠিক হয়ে যাবে? দীপক আমার সামান্য একমাত্র ছেলে
আমি কখন কখন ভাবি যেবে?

[বানেশ্বর হস্ত হস্ত হয়ে এসে বলে]

বানেশ্বর । পানিয়ে যান বাবু, বাঁচতে হলে পানিয়েকেনি নিয়ে পানিয়ে
যান—

হুজনে । কেন—কি হয়েছে বানেশ্বর ?

বানেশ্বর । লক্ষীকান্ত যাবু বেঁচে আছেন—

হুজনে । বেঁচে আছেন—

বানেশ্বর । শুধু লক্ষীকান্ত বাবু নয়, ওদের ছেলে বেদমজারও বেঁচে আছে—

হুজনে । কি বলছিস বানেশ্বর । কোশায় বেদমজার ?

বানেশ্বর । ঐ যুধিষ্ঠিরের নাত্তি পেছাদাই আসলে মেহজার ।

হুজনে । পেছাদাই বেদমজার—

বানেশ্বর । শুধু তাই নয়, সে তার আপনার জামাই—

হুজনে । কি বলছিস—

বানেশ্বর । আরও জুটুন—জুটুন । দ্বিদিমি তার কণ্ঠ ধরে পেরেছে পে

আবার কথা বলতে পারছে—

পিনাকি । আর—আমার মাথাটা কেন নয় পোলমাল হয়ে যাচ্ছে—

পৃথিবীটা যেন হচ্ছে যুবচে—পায়ের তলায় যেন হচ্ছে মাটি সরে যাচ্ছে—

অরুণা । কি হয়ে বানেশ্বর—

বানেশ্বর । ওরা এখুনি এসে পড়বে—চলুন আমরা পিছনের দরজা দিচ্ছে

পানিয়ে বাই—

[লক্ষীকান্ত এসে বলে]

লক্ষীকান্ত । পালাবার পথ বন্ধ—

তিনজনে । কে—

(১৫৫)

পিনাকি । ইয়া অরুণা—দীপক আবার ক'ই হয়ে যাবে । দীপক দীপক

তোমর কোথায় বসে হচ্ছে বাবা ?

দীপক । কে—তুমি—

পিনাকি । দীপক ?

দীপক । সরে যাও—সরে যাও—তোমার গা থেকে জ্যানোয়ারের গন্ধ

বেকচ্ছে ।

পিনাকি । কি বলছিস—

দীপক । তুমি একটা হাসনা—তোমার চোখে লোভের জ্বলন । তুমি এখুনি

আমাকে গিলে খেয়ে ফেলবে তাইনা ।

পিনাকি । ওরে না—না—[কান্না]

দীপক । তুমি আমাকে ধরে ফেলবার আগেই আমি এক লাফে ওপরে

ওঠে যাব—তুমি আমার ধরতে পারবে না—এসো—আমার ধরতে এসো—অামি

মেঘের ডেলার ঢেপে আকাশে উড়ে যাব—আমাকে ছুঁতেই পাবে না—হাঃ—হাঃ—

হাঃ—ছুঁতেই পাবে না—হাঃ হাঃ হাঃ [চলল যায় ।

পিনাকি । দীপক—দীপক—কি করে আর বাবা কি করে আম—

অরুণা । ওগো, দীপক যে গাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, ওকে কিরিয়ে নিয়ে

এসো—ওকে তুমি আমার কাছে কিরিয়ে নিয়ে এসো—[কান্না]

পিনাকি । আমার এক যাত্র মেয়ে আমারে সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিচ্ছে

চল গেছে—একমাত্র ছেলে দীপক পাগল হয়ে বাতী থেকে বেরিয়ে গেল । আজ

আমার সংসারে শুধু বিপদ আর বিপদ । আমার মাথাটা কেনন পোলমান হচ্ছে

যাচ্ছে, আমি কি করবো আমি বুঝতে পারছি না—

(১৫৬)

লক্ষীকান্ত । হাঃ হাঃ হাঃ—আমি লক্ষীকান্ত তোমার ঘর—আমি তোমার শূন্য নিয়ে এসেছি—
ভিন্নজনে । না—আমরা ঐ দিক দিয়ে পালাবো—

[চাবুক হাতে প্রহ্লাদ এসে বলে]

প্রহ্লাদ । কোথায় পালাবে—
ভিন্নজনে । পেছাদ, তুই—
প্রহ্লাদ । পেছার নয়—পেছার নয়—বল—যেখানায় যাব ।
ভিন্নজনে । যেখানায়—
লক্ষীকান্ত । ভেবেছিছি যেখানায়কে যের মায়াবতীর যোল শূন্য করে নিমেহিন—কিন্তু তা তুই পারিস নি—তুই মারের কোল শূন্য করতে পারিস নি—
পিনাকি । লক্ষীকান্ত—
লক্ষীকান্ত । আমি ঐ দীপককে মদের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে থাইয়ে পাগল করে দিয়ে তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছি ।

অরুণা । কি বললে—
লক্ষীকান্ত । শুধু দীপক নয়—সকলিও তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছে—
অতান হাগিয়ে তোমার কানদি আমি হাসবো হাঃ হাঃ হাঃ—
পিনাকি । তোমার হাসি বন্ধ করে দেবো এই বিজ্ঞানবাদের একটা স্তম্ভিত—

[বিভ্রমবায় হার করে গুলি করতে যায় । প্রহ্লাদ পিনাকির
ভগ্নর ঝাঁপিয়ে পড়ে]

প্রহ্লাদ । পিনাকি চৌধুরী— [পিনাকির হাত থেকে বিজ্ঞানবায় পড়ে
যায়, প্রহ্লাদ পিনাকিকে মারতে থাকে]

লক্ষীকান্ত । [লক্ষীকান্ত অরুণার গলা টিপে ধরে] শরতানী করণী—
তোকে গলা টিপে ঘেরে আমি মায়াবতীকে মারার বলো নেবো—

বানেশ্বর । আমি এই দ্ব্যবসে পালিয়ে যাই—

[অরুণা এসে বিভ্রমবায় কুড়িয়ে বাধা দিয়ে বলে]

অরুণা । কোথায় পালাবে শরতানের বাচ্চা—
বানেশ্বর । দিহিবনি—
[সহসা কামাক্ষা ওস্তাদ রূপী পুলিশ অফিসার, ও বাদল আসে]
কামাক্ষা । আপনায়্য কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নোবেল না—
সকলে । কামাক্ষা ওস্তাদ !

কামাক্ষা । মাগ করবেন, আমি গোয়েন্দা পুলিশ অফিস কামাক্ষা সেন, আর এই বাদল মুখাজী আমায় সহকারী । আয়র। ওই পিনাকি চৌধুরীকে ধরবে—
বলেই ছদ্মবেশ নিয়ে ছিলাম ।

[কামাক্ষার তথ্য মধ্যে মধ্যে আবার অজ্ঞান যুধিষ্ঠির, হুঁজানি
নিতাই আসে ।]

কামাক্ষা । মিষ্টার এণ্ড মিসেস চৌধুরী—ইউ আর আওয়ার এ্যারেই—
পিনাকি । আমায়ের অপরাধ—
কামাক্ষা । এত অপরাধ করেও ক্ষিপ্রাদা করছেন—আমাদের কি অপরাধ—
চলুন জামাতাতে দেলেই জানতে পারবেন

বানেশ্বর । আমি—
কামাক্ষা । বানেশ্বর, তুমি এই পিনাকি চৌধুরীর এগ অপরাধের সাক্ষী,
তাই তোমাকেও আমরা এ্যারেই করছি ।
লক্ষীকান্ত । জার । আপনাকে এখন ধরাদ—

মায়ের কোল শূন্য

[উনবিংশ দৃশ্য]

কায়াঙ্গা । ধস্তাবাদ—লক্ষীকান্তবাবু, আমাকে ভগ্নে সাহায্য করার জন্যে আগুনকে ও অনেক ধস্তাবাদ । চলুন—

যুগিষ্ঠির । শিনাকি বাবু—যাবার সময় একটা কথা শুনে যান—জগদ্যান সহায় থাকলে কেও কোনদিন করতে পারে না—মায়ের কোল শূন্য—

[শিনাকি, অরুণা, বাবেন্দ্রকে নিয়ে কায়াঙ্গা ও বাবুল একদিকে

যাবার ভবিষ্যতে দাঁড়ায়—লক্ষীকান্ত অন্তরা, প্রহ্লাদ,

সকাগী, আবীর অংশুমান একদিকে দাঁড়ায়

হুঁ আনি নিজাই যুগিষ্ঠির একদিকে

দাঁড়ায়, দৃশ্য ছবি হয়]

সঙ্গীত

ক্রীড়াভরনানাথ গজেন্দ্রশীল্যাহ—১৩৪২ সালের ২ই অগ্রহায়ণ
স্বর্বিবার (২৫, ১১, ১৯৩৪) বর্ধমান জেলার 'মূলগ্রাম' নামে এক গ্রামে

দ্বাদশে জন্মগ্রহণ করেন । পিতা—

অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায় মাতা

—৬ ইন্দুমতি গঙ্গোপাধ্যায় ।

শৈশবেই ছাত্র হলেও অত্যন্ত

শ্রেষ্ঠত্বে উত্তীর্ণ হওয়ার পর

অর্থভাবে পড়াশোনা করতে

পারেন নি । তিনি রামায়ণ

মহাভারত, পুরাণ, ঐশ্যবৈ

পর্বেজেন । ভাল কবিতা, ছোট

গল্প লিখতে পারতেন । ছাঁচ

আঁকতে পারতেন । গান বাজনাও

শিখিছিলেন । কৈশোর 'বাখাই'

গান লিখে সুনাম পেয়েছিলেন ।

কারাগার ও ফাঁসী নামে দুটি

একাঙ্ক নাটক লিখে গ্রামে মঞ্চস্থ করছিলেন । তারপরেই তিনি পাতা লিখতে

শুরু করেন । পদ্মবারের আলোকে তাকে পাতা লেখার জন্য বিদ্রূপ করেছেন,

কটুক্তি করেছেন । তবু তিনি পাতা লেখা বন্ধ করেননি । সংসার চালাবার

প্রয়োজনে তিনি বিড়ি বেঁধেছেন, মর্জি বিক্রি করেছেন, চা পাল বিড়ির

দোকান করেছেন, নিষিদ্ধ দোকান করেছেন, গানের মাষ্টারী করেছেন ।

১৩৬৬ সালে মাত্র তুড়ি বছর বয়সে বাবা মা তাঁর বিবাহ দেন । সংসারের

তখন খুব অভাব । সারাদিন খাওয়া জুটতো না । স্ত্রী দ্বিমিত ছায়া গঙ্গোপাধ্যায়

সংসার চালাবার জন্যে অর্থহীনে অত্যাচারে থেকে খুবই কষ্ট পেয়েছেন তবু

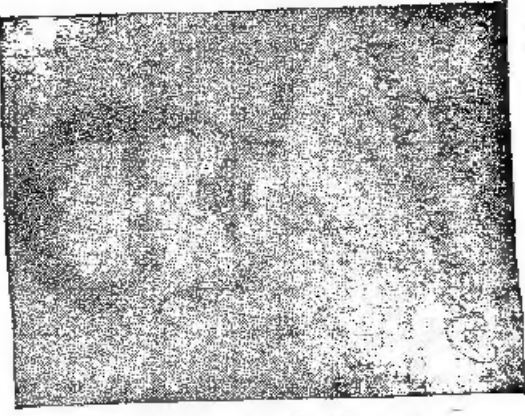
স্বামী সাধনার বিষয় ঘটাননি । তিনি প্রথম লিখলেন 'নাচমহল' । মূলগ্রাম

দুরন্ত সংসার ছেলেরা নাচমহল অভিনয় করে এই অঞ্চলের মানুষকে চমকে

দিলেন । অনেক চেষ্টার পর নবরূপ যাত্রাসংস্থা, নবরূপ নাট্য সংসদ ও

ক্রীড়া অপেরা কল্লেক নাচমহল মঞ্চস্থ হলো । তিনি ১৩৭০ সালে ভদ্রেশ্বর

রেওয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসে চাকরী করতে গেলেন । সেখানে বসেই



তিনি লিখলেন—একটি পরস্য, অরুণ বরুণ কিরণমালা, চুয়া চন্দন অশ্রু দিয়ে লেখা প্রভৃতি পালা। ঐ বছরই তিনি পিতৃহারা হলেন। ১৩৭৩ সালে তিনি চাকরির ছেড়ে দিয়ে পদুন্নোপুড়ির লেখার মনোনিবেশ করলেন। তারপর থেকে তিনি অনেক পালা লিখেছেন। পালা রচনার সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশনার আবহসংগীত পরিচালনা ও সঙ্গীত পরিচালনার কাজ করছেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় ১৮৯টি পালা লিখেছেন। তার মধ্যে ৮৭টি পালা বই আকারে প্রকাশিত। তার পালাগুণ্ডির মধ্যে অন্যতম—নাচমহল, একটি পরস্য, পদধ্বনি, অরুণ বরুণ কিরণমালা, পরশ পাখর, মা মাটি মানুস, অচল পরস্য, দেবী মূলতানা, গান্ধারী জননী, সাত টাকার সন্তান, মা যশোদা কাঁদে, স্বর্গের পরের খেঁচন, ঠিকানা পশ্চিমবঙ্গ, বৌ হয়েছে রঙের বিবি, পাল্কি ভাঙা বৌ, সেলাই করা সংসার, জীবন এক জংশন, শান্তি তুমি কোথায়। পালা রচনা ও নির্দেশনার জন্য তিনি একাধিকবার রাজ্যসরকার কর্তৃক পদুমকৃত হন। ১৯৯৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতি সোনিয়া গান্ধী, রাজীব গান্ধী ইন্টিগ্রেশন এ্যাওয়ার্ড তাঁর হাতে তুলে দেন। তিনি ভৈরব অপেরা, যুগান্তর অপেরা ও আনন্দ বাজার অপেরা প্রতিষ্ঠা করেন। বাবা মার নাম অনুসারে ‘অমৃত বিম্বদ’ প্রকাশনার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর পালাগুণ্ডি ছাপায় অনুমতি দেন। ‘গণ্যের মাটি মায়ের অঁচল’ ও ‘জীবন গাড়ীর ফেরিওয়ালা’ পালা দুটি রচনা ও নির্দেশনার পর তিনি আর লিখতে পারেন নি। মাদ্রাজের এ্যাপোলো হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে বরানগর অমৃতবিম্বদ, বাসভবনে ফিরে আসেন ১২ই পৌষ সোমবার ১৪০৫ সাল (ইং ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৯৮ খৃঃ) বিকাল ৫-২০ মিনিটে ৬৪ বছর বয়সে তিনি ‘অমৃতলোক’ে চলে গেলেন। মৃত্যুর আগে তিনি জানতেন না সে তাঁর ‘কসমার’ হয়েছিল। তার মরদেহ মূলগ্রাম নিয়ে যাওয়া হয়, কালনায় তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় ও মূলগ্রামের জম্মভিটার পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন। পরিশেষে লিখি—মহানায়ক উত্তম কুমারের মৃত্যুর পর তার অভাব যেমন কেউ পূরণ করতে পারেন নি—তেমনি ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বারা জগতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো সেই শূন্যস্থান কি কোনদিন পূর্ণ হবে? তিনি যাত্রা জগৎকে অনেক দিয়ে গেলেন—যাত্রা জগৎ তাঁকে কি দিল? সরকার তাঁকে কি দিল? তার প্রকৃত মূল্যায়ন কি হয়েছিল? ভবিষ্যতে কি মূল্যায়ন হবে?